Contents

মাসিক আত-তাহরীক

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية وأدبية و دينية
جلد:٨ عدد:٢، رمضان و شوال ١٤٢٥هـ/نوفمبر ٢٠٠٤م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ বাদশাহ আব্দুল্লাহ মসজিদ, আম্মান, জর্ডান।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৮ম বর্ষঃ	২য় সংখ্যা
রামাযান -শাওয়াল	১৪২৫ হিঃ
কার্তিক-অগ্রহায়ণ	১৪১১ বাং
নভেম্বর	২০০৪ ইং

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ **tahreek@librabd.net**
ওয়েবসাইটঃ **www.at-tahreek.com**

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাস্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় — ০২
- প্রবন্ধঃ
  - আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? — ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - গীবত ও গীবতকারীর পরিণতি — ০৬
    -আখতারুল আমান
  - ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে পানি — ১০
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
  - কবি ও কবিতা *-মাস'উদ আহমাদ* — ১৩
  - ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল — ১৫
    -আত-তাহরীক ডেস্ক
  - যাকাত ও ছাদাক্বা — ১৭
    -আত-তাহরীক ডেস্ক
- ছাহাবা চরিত
  - হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) — ১৯
    -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
- অর্থনীতির পাতাঃ
  - সূদ হারামের অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা — ২৩
    -শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- সাময়িক প্রসঙ্গঃ
  - আমরা কি সিকিমের ভাগ্য থেকে শিক্ষা নেব না — ২৬
    -মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফযলুর রহমান
- নবীনদের পাতাঃ
  - ধূমপানের কবলে যুবসমাজঃ উত্তরণের উপায় — ২৭
    -মহিবুর রহমান বিন আবু তাহের
- দিশারীঃ — ৩১
  - কতিপয় অপপ্রচারের জবাব (শেষ কিস্তি)
    - মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
- ক্ষেত-খামারঃ
  - আখ উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল — ৩৪
- কবিতাঃ — ৩৫
- সোনামণিদের পাতাঃ — ৩৬
- স্বদেশ-বিদেশ — ৩৭
- মুসলিম জাহান — ৪৩
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় — ৪৪
- সংগঠন সংবাদ — ৪৬
- জনমত কলাম — ৪৭
- প্রশ্নোত্তর — ৪৮

Contents

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা নভেম্বর ২০০৪

সম্পাদকীয়

হ্যাঙ্গ তুমি ইসলাম কবুল কর

'ধর্মীয় জঙ্গীবাদ ও দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা' শীর্ষক তিনদিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১১-১৩ অক্টোবর '০৪ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ঢাকাস্থ জার্মান ও ফরাসী দূতাবাসের সহযোগিতায় 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এণ্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ 'বিস' (Biiss) কর্তৃক তাদের নিজস্ব মিলনায়তনে আয়োজিত উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে জার্মানীর ইরফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হ্যাঙ্গ জি কিপেনবার্গ 'সন্ত্রাসই ইবাদত এবং ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসীদের ধর্মগ্রন্থ' শীর্ষক একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত নিবন্ধে মিঃ হ্যাঙ্গ সন্ত্রাস বলতে 'জিহাদ', ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী বলতে 'মুসলিম জাতি' এবং সন্ত্রাসীদের ধর্মগ্রন্থ বলতে মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'কে বুঝিয়েছেন। এজন্য তিনি সূরা তওবার ১ ও ৫ নং আয়াত দু'টিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন। কুরআন সম্পর্কে তার পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা ৭ অন্ধের হাতি দেখার গল্প মনে করিয়ে দেয়। হাতির যে অংগে যে অন্ধ হাত রেখেছে, সে তাকে তেমনি কল্পনা করেছে। কেউ হাতির লেজ ধরে বলেছে হাতি লাঠির মত, কেউ হাতির শুঁড় ধরে বলেছে হাতি পাইপের মত, কেউ হাতির পা ধরে বলেছে, হাতি বিল্ডিংয়ের খাম্বার মত। কেউ হাতির কান ধরে বলেছে, হাতি পাখার মত। আসলে ৭ অন্ধের কেউই পূর্ণাঙ্গ হাতি দেখেনি। হ্যাঙ্গ জাতীয় পণ্ডিতদের অবস্থা ঐ সাত অন্ধের হাতি দেখার মত। যে রাসূলকে আল্লাহ পাক 'বিশ্ববাসীর জন্য রহমত' (আম্বিয়া ১০৭) বলেছেন, এরা তাঁকে 'যুদ্ধবাজ' (War Lord) বলছে। কারণ হোদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী ১০ বছরের 'যুদ্ধ বিরতি চুক্তি' লংঘন করে দেড় বছরের মাথায় যখন মুশরিকেরা মুসলিম মিত্র বনু খোযা'আ গোত্রের উপরে হামলা করল, তখনই তাদের সঙ্গে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেওয়া হয় সূরা তওবা ১নং আয়াতের মাধ্যমে। চুক্তি ভঙ্গকারী ছিল সেদিন কাফির পক্ষ। অপরাধী মক্কার মুশরিকদের উষ্কানীদাতা মদীনার ইহুদী-নাছারারা এতে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত তারা মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও গোপনে ষড়যন্ত্রে মেতে আছে। বর্তমানে তারা একক পরাশক্তি হওয়ার আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে মুসলিম শক্তিগুলিকে একে একে ধ্বংস করার অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেরা ১১ই সেপ্টেম্বরের ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়ে উল্টা বিন লাদেন-এর জুজুর নামে মুসলমানদের উপর দোষ চাপিয়ে প্রথমে আফগানিস্তান ও পরে গণবিধ্বংসী অস্ত্র উদ্ধারের নামে ইরাক দখল করে নিল। সেখানে তারা দৈনিক রক্ত ঝরাচ্ছে। সেদেশের সবকিছু একে একে ধ্বংস করে চলেছে। একই ধারায় সিরিয়া, ইরান ও সঊদী আরবের দিকে তারা এখন নিশানা তাক করেছে।

আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদূদ আহমাদকে ধন্যবাদ যে, তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের অস্তিত্ব নেই'। জঙ্গীবাদের মূল উৎস রাজনৈতিক নিপীড়ন, দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনা'। নিঃসন্দেহে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক নিপীড়ন, দারিদ্র্য ও শোষণ-বঞ্চনার মূল নায়ক হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের দোসর বহুজাতিক সূদী কোম্পানীগুলো। জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড সবাই আজ মার্কিনীদের তাবেদার। তারাই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে বিশ্বব্যাপী দলাদলি, হানাহানি ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিচ্ছে।

পক্ষান্তরে ইসলামের আহ্বান সর্বদা মানব কল্যাণের দিকে। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কারু উপরে যবরদস্তি করা ইসলামে নিষিদ্ধ' (বাক্বারাহ ২৫৬)। ইসলাম মানুষকে মানুষের গোলামী হ'তে মুক্ত করে আল্লাহ্র গোলামীর দিকে আহ্বান জানিয়েছে। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'কোন আরবের উপরে অনারবের, অনারবের উপরে আরবের, লালের উপরে কালোর, কালোর উপরে লালের কোন প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত। তোমরা সবাই এক আদমের সন্তান এবং আদম ছিলেন মাটির তৈরী' (আহমাদ)। রাসূল (ছাঃ) কেবল ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি বাস্তবে দেখিয়ে গিয়েছেন। তাইতো দেখি তাঁর পার্শ্বে থাকতেন যেমন কুরায়েশ নেতা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)। অনুরূপভাবে থাকতেন আফ্রিকার নিগ্রো কৃষ্ণকায় গোলাম বেলাল। এমনকি মক্কা বিজয়ের পর কা'বার ছাদে উঠে প্রথম আযান দেওয়ার মহান সুযোগ তিনি বেলালকে দান করেছিলেন। যা দেখে আভিজাত্যগর্বী কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, 'এ দৃশ্য দেখার আগে আমাদের মরণ ভাল ছিল'। মৃত্যুর পূর্বে গোলামের পুত্র গোলাম উসামা বিন যায়েদকে সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন তিনি। ওমরের জানাযা পড়ালেন ক্রীতদাস ছোহায়েব রূমী। ইসলাম মানুষের মেধা, যোগ্যতা, সততা ও সর্বোপরি আল্লাহভীরুতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। যা তাকে সত্যিকারের মানুষের মর্যাদায় সমাসীন করে। আর এখানেই সার্বজনীন ধর্ম ইসলামের বিশ্বজয়ের গোপন রহস্য নিহিত। মূলতঃ এটাই হ'ল ইসলামের প্রকৃত দাওয়াত।

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কোন অবস্থায় অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করতে শিখায়নি। আল্লাহ প্রেরিত সত্যকেই ইসলাম চূড়ান্ত সত্য বলেছে। এর বিপরীতে মানবরচিত কোন বিধানকে ইসলাম কোনই তোয়াক্কা করেনি। কারণ আল্লাহ্র গোলামীর মধ্যেই মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা নিহিত এবং মানুষের গোলামীর মধ্যে রয়েছে মানবতার প্রকৃত পরাজয়। ইসলামের এই দাওয়াতে কেউ বাধার সৃষ্টি করলে সেখানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কিংবা বাতিলের সঙ্গে আপোষ করতে বলা হয়নি, বরং বুক পেতে দিয়ে সার্বিক প্রচেষ্টায় সম্মুখে এগিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আর একেই বলা হয় 'জিহাদ'। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা' *(আবুদাঊদ প্রভৃতি)*। ইসলামে জিহাদ হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য নয়। এই জিহাদ হ'ল আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য, যালিমের বিরুদ্ধে মযলূমের অধিকার কায়েমের জন্য। আর এখানেই যালেমদের যত ভয়। বিশ্বের তাবৎ যালেম ও শোষকগোষ্ঠী আজ এক হয়েছে মানবতার মুক্তি সনদ ইসলামের বিরুদ্ধে এ কারণেই।

পক্ষান্তরে ৬০ লাখ ইহুদীকে হত্যাকারী মানবতার শত্রু জার্মান নেতা এডলফ হিটলার, নাগাসাকি-হিরোশিমাতে এটমবোমা মেরে লাখ লাখ নিরীহ মানুষ হত্যাকারী মার্কিন ও মিত্রবাহিনীর নেতারা এবং আজকের আফগানিস্তান ও ইরাকে হাযার হাযার বনু আদমকে হত্যাকারী নেতারা কি খৃষ্টান জঙ্গীবাদী নন? আফগানিস্তানের উপরে হামলাকারী রাশিয়াকে হটানোর জন্য এবং দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামকে রক্ষার জন্য তালেবানের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যাদেরকে আমরা 'মুক্তিযোদ্ধা' বলব। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য মার্কিনীরাই তখন 'বিন লাদেন'-কে কাজে লাগিয়েছিল। প্রয়োজন শেষে 'বিন লাদেন' এখন সন্ত্রাসী হয়ে গেল। আর নিজেরা হয়ে গেলেন সাধু ও মানবাধিকারবাদী?

'বিস' নেতারা তাদের সেমিনারের যে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন ও নির্ধারিত বিষয়বস্তু দিয়ে বক্তা আমদানী করেছেন, তাতে তাদের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। তারাই যে মূলতঃ ধর্মনিরপেক্ষতার 'বিষ' গিলেছেন এবং নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে কিছু চিহ্নিত পণ্ডিত আমদানী করে তাদের মুখ দিয়ে নিজেদের কথাগুলো বলিয়ে নিয়েছেন এটা পরিষ্কার। তা না হ'লে ইসলাম ও ইসলামের নবীকে গালি দিয়ে ইহুদী হ্যাঙ্গ নির্বিবাদে বহাল তবিয়তে ঢাকা ত্যাগ করতে পারত না। 'বিস' নেতাদের বলছি, আপনারা এবারে দিল্লীতে অনুরূপ একটা সম্মেলন করে হিন্দু ও হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে গালি দেওয়ানোর ব্যবস্থা করুন। দেখব কেমন ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের অনুসারী আপনারা। মনে রাখুন, জিহাদ ও জঙ্গীবাদ এক নয়। জিহাদ হয় স্রেফ আল্লাহ্র জন্য। পক্ষান্তরে জঙ্গীবাদ হ'ল দুনিয়ার জন্য। তাই পৃথিবীর যে প্রান্তে মুসলমানেরা তাদের দ্বীন, ঈমান ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, সবই জিহাদ, যদি তা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হয়। মূলতঃ মানবতার মুক্তির একটাই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ। আর এটাই ছিল নবীদের তরীকা।

আজকের বিশ্বে সর্বত্র শোষণ, নির্যাতন ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মূলে রয়েছে শোসকগোষ্ঠী ইঙ্গ-মার্কিন দুষ্টচক্র ও তাদের দোসররা। ইসলামের উত্থান তাদের বাধাহীন শোষণের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। তাই তারা একে সর্বত্র ভয়ের চোখে দেখছে। অন্ধকারে ভূত দেখে আঁৎকে ওঠার ন্যায় তারা এখন সর্বত্র মুসলিম জঙ্গী দেখছে। মূলতঃ ইসলামের অস্ত্র লুকিয়ে আছে তার বিশ্বজয়ী আদর্শের মধ্যে। বোমা মেরে সেটাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। তাই হ্যাঙ্গদের বলব, ইসলাম কবুল কর। ইহকাল ও পরকালের শান্তি এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তুমি ইসলাম ও মানবতাকে হেফাযত কর- আমীন!! (স.স)।

***আসন্ন ঈদুল ফিৎর উপলক্ষে আমরা আমাদের দেশী ও প্রবাসী সকল পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনকে জানাই** আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অসংখ্য মুবারকবাদ* (সম্পাদক)।

প্রবন্ধ

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আহলেহাদীছের পরিচয়ঃ

ফারসী সম্বন্ধ পদে 'আহলেহাদীছ' এবং আরবী সম্বন্ধ পদে 'আহলুল হাদীছ'-এর আভিধানিক অর্থঃ হাদীছের অনুসারী। পারিভাষিক অর্থঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী'। যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীক্বা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন।

ছাহাবায়ে কেরাম হ'লেন জামা'আতে আহলেহাদীছের প্রথম সারির সম্মানিত দল, যাঁরা এ নামে অভিহিত হ'তেন। যেমন- (১) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃঃ ৭৪হিঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন,

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الشَّبَابَ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِى الْمَجْلِسِ وَ أَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيْثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَ أَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا-

'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী 'আহলেহাদীছ'।[১]

(২) খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম শা'বী *(২২-১০৪ হিঃ)* ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে 'আহলুল হাদীছ' বলতেন। যেমন একদা তিনি বলেন,

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا حَدَّثْتُ إِلاَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيْثِ -

'এখন যেসব ঘটছে, তা আগে জানলে আমি কোন হাদীছ বর্ণনা করতাম না, কেবল ঐ হাদীছ ব্যতীত, যার উপরে 'আহলুল হাদীছ' অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম একমত হয়েছেন'।[২]

(৩) ছাহাবায়ে কেরামের শিষ্যমণ্ডলী তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন সকলে 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। ইবনু নাদীম (মৃঃ ৩৭০ হিঃ) তাঁর *'কিতাবুল ফিহ্‌রিস্ত'* গ্রন্থে, ইমাম খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) স্বীয় *'তারীখু বাগদাদ'* দ্বাদশ ও চতুর্দশ খণ্ডে এবং ইমাম হেবাতুল্লাহ লালকাঈ (মৃঃ ৪১৮ হিঃ) স্বীয় *'শারহু উছূলি ই'তিক্বাদ ....'* গ্রন্থে ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে শুরু করে তাঁর যুগ পর্যন্ত তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের নামের বিরাট তালিকা দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত 'আহলেহাদীছ-এর মর্যাদা' শীর্ষক *'শারফু আছহাবিল হাদীছ'* নামে ইমাম খত্বীব বাগদাদীর একটি পৃথক বইও রয়েছে।

(৪) ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ), ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ), ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) সকলেই 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। স্বীয় যুগে হাদীছ তেমন সংগৃহীত না হওয়ার ফলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অধিকহারে রায় ও ক্বিয়াসের আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে তাঁকে إِمَامُ أَهْلِ الرَّأْىِ বা 'আহলুর রায়দের ইমাম' বলা হয়ে থাকে। তিনি নিজে কোন কেতাব লিখে যাননি। বরং শিষ্যদের অছিয়ত করে গিয়েছেন এই বলে যে,

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي *'ইযা ছাহ্‌হাল হাদীছু ফাহুয়া মাযহাবী'* অর্থাৎ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'।[৩]

(৫) একবার তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হিঃ)-কে বলেন,

لاَ تَرْوِ عَنِّي شَيْئًا فَإِنِّيْ وَ اللّٰهِ مَا أَدْرِيْ مُخْطِئٌ أَنَا أَمْ مُصِيْبٌ؟

'তুমি আমার পক্ষ হ'তে কোন মাসআলা বর্ণনা করো না। আল্লাহ্‌র ক্বসম আমি জানি না নিজ সিদ্ধান্তে আমি বেঠিক না সঠিক'।[৪]

(৬) আরেকবার তিনি তাকে তাঁর বক্তব্য লিখতে দেখে ধমক দিয়ে বলেন,

وَيْكَ يَا يَعْقُوْبُ ! لاَ تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُهُ مِنِّىْ فَإِنِّىْ قَدْ أَرَى الرَّأْىَ الْيَوْمَ فَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَ أَرَى

১. *আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোরঃ রিপন প্রেস, তারিখ বিহীন) পৃঃ ১২; হাকেম একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।- আল-মুস্তাদরাক ১/৮৮ পৃঃ; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০।*

২. *শামসুদ্দীন যাহাবী, তাযকেরাতুল হুফফায (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৮৩ পৃঃ।*

৩. *ইবনু আবেদীন, শামী হাশিয়া রাদ্দুল মুহতার (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র ১৩৯৯/১৯৭৯) ১/৬৭ পৃঃ; আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লীঃ ১২৮৬ হিঃ) ১/৩০ পৃঃ।*

৪. *আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ১৩/৪০২ পৃঃ।*

الرَّأْىَ غَدًا وَ أَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ -

'সাবধান হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শোন, তাই-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে রায় দেই, কালকে তা পরিত্যাগ করি; কাল যে রায় দেই, পরদিন তা প্রত্যাহার করি'।[৫]

চার ইমামের সকলেই তাঁদের তাক্বলীদ তথা দ্বীনী বিষয়ে অন্ধ অনুসরণ বর্জন করে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।[৬] এ জন্য তাঁরা সবাই নিঃসন্দেহে 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনুসারী মুক্বাল্লিদগণ ইমামদের নির্দেশ উপেক্ষা করে পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে গিয়ে স্ব স্ব মাযহাবী বিদ্বানদের রায় ও তাঁদের রচিত ফিক্বহ ও ফৎওয়া সমূহের অন্ধ অনুসারী হয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে এক ইমামের নামে অসংখ্য আলেমের রায়পন্থী 'আহলুর রায়' বনে গেছেন। এ জন্য অনুসারীগণ দায়ী হলেও ইমামগণ দায়ী নন। সেকারণ খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হিঃ) বলেন, فَالْإِمَامُ مَعْذُوْرٌ وَ أَتْبَاعُهُ غَيْرُ مَعْذُوْرِيْنَ 'ইমামের ওযর আছে, কিন্তু অনুসারীদের জন্য কোন ওযর নেই'।[৭]

ইমামদের ওযর আছে এজন্য যে, তাঁরা যে অনেক হাদীছ জানতেন না, সেকথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে গিয়েছেন ও পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ পেলে তা অনুসরণের জন্য সবাইকে তাকীদ দিয়ে বলে গিয়েছেন। কিন্তু অনুসারীদের কোন ওযর নেই এ কারণে যে, তারা ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ করেনি ও তার উপরে আমল করেনি। বরং তাদের মধ্যে এই অন্ধ বিশ্বাস দানা বেঁধে আছে যে, তাদের অনুসরণীয় ইমাম বা পীর সবকিছু জানেন। তাঁর ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। এমনকি তাঁর ভুল হ'তে পারে, এমনটি চিন্তা করাও বে-আদবী। সেকারণ তাঁরা যেকোন ভাবেই হৌক, ইমামের রায় বা মাযহাবী ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। এমনকি এজন্য ছহীহ হাদীছকে বাদ দিতে হ'লেও কুছ পরওয়া নেই। অথচ ইমাম গাযযালী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) স্বীয় 'কিতাবুল মানখূলে' বলেন যে, أَنَّهُمَا خَالَفَا أَبَا حَنِيْفَةَ فِىْ ثُلُثَىْ مَذْهَبِهِ : 'ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) তাঁদের উস্তাদ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাবের দুই-তৃতীয়াংশের বিরোধিতা করেছেন'।[৮] এতদ্ব্যতীত চার ইমামের নামে প্রচলিত ফৎওয়া সমূহ ও বিশেষ করে হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত ক্বিয়াসী ফৎওয়া সমূহের সবটুকু অথবা অধিকাংশ ফৎওয়াই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নয় বলে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীসহ বহু বিদ্বান মন্তব্য করেছেন।[৯] শুধু ফিক্বহী বা ব্যবহারিক বিষয়েই নয় বরং উছূলে ফিক্বহ বা ব্যবহারিক আইন সূত্র সমূহেও উক্ত শিষ্যদ্বয় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন।[১০] অতএব ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং অন্যান্য ইমামদের নামে যেসব মাযহাব বর্তমানে চালু আছে, তার অধিকাংশ পরবর্তী যুগে দলীয় আলেমদের সৃষ্টি।

নিরপেক্ষভাবে হাদীছ অনুসরণের কারণে ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ), ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১ হিঃ), ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হিঃ), ইমাম আবু দাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ), ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ), ইমাম ইবনু মাজাহ (২০৯-২৭৩ হিঃ), ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হিঃ), ইমাম ইসহাক্ব ইবনে রাহ্ওয়াইহ (১৬৬-২৩৮ হিঃ), ইমাম আবুবকর ইবনু আবী শায়বা (মৃঃ ২৩৫ হিঃ), ইমাম দারেমী (১৮১-২৫৫ হিঃ), ইমাম আবু যুর'আ রাযী (মৃঃ ২৬৪ হিঃ), ইমাম ইবনু খুযায়মা (২২৩-৩১১ হিঃ), ইমাম দারাকুত্বনী (৩০৫-৩৮৫ হিঃ), ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫ হিঃ), ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ), ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (৪৩৬-৫১৬ হিঃ) প্রমুখ হাদীছ শাস্ত্রের জগদ্বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দেছীনে কেরাম এবং তাঁদের শিষ্যবর্গ ও অনুসারীবৃন্দ সকলেই 'আহলুল হাদীছ' ছিলেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত এবং ছাহাবী ও তাবেঈগণের জামা'আতের অনুসারী ব্যক্তিকে 'আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বলা হয়। এক্ষণে আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় দিতে গিয়ে স্পেনের বিশ্বখ্যাত মনীষী হিজরী পঞ্চম শতকের ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু আহমাদ ইবনু হায্ম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন,

وَ أَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ وَ مَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْلُ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ كُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ جَيْلاً فَجَيْلاً إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَ مَنِ اقْتَدَى

---

৫. প্রাগুক্ত; থিসিস পৃঃ ১৭৯, টীকা ৪৮।

৬. আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লীঃ ১২৮৬ হিঃ) ১/৬০।

৭. প্রাগুক্ত ১/৭৩ পৃঃ।

৮. শারহু বেকায়াহ-এর মুক্বাদ্দামাহ (দিল্লী ছাপা ১৩২৭) পৃঃ ২৮, শেষ লাইন; ঐ, দেউবন্দ ছাপা, তাবি, পৃঃ ৮।

৯. শাহ অলিউল্লাহ, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (কায়রোঃ ১৩৫৫ হিঃ) ১/১৬০; ছালেহ ফুল্লানী, ঈক্বায্ হিমাম পৃঃ ৯৯; 'তালবীহ'-এর বরাতে মোল্লা মুঈন সিন্ধী, দিরাসাতুল লাবীব (লাহোরঃ ১২৮৪হিঃ) পৃঃ ১৮৩, ২৯০, ২৯১; আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী, নাফে' কাবীর পৃঃ ১৩ প্রভৃতি; দ্রঃ থিসিস পৃঃ ১৮০, টীকা ৫৯, ৬০।

১০. (فَإِنَّهُمَا يُخَالِفَانِ أُصُوْلَ صَاحِبِهِمَا) সুবকী, 'ত্বাবাক্বাতুশ শাফেঈয়াহ কুবরা' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ১/২৪৩ পৃঃ।

بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ فِيْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ -

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হক্বপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত (ঙ) এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন'।[১১]

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, মুহাদ্দেছীন ও হাদীছপন্থী ফক্বীহগণই কেবল আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা 'আহলুল হাদীছ' ছিলেন না, বরং তাঁদের তরীক্বার অনুসারী 'আম জনসাধারণও 'আহলুল হাদীছ' নামে সকল যুগে কথিত হ'তেন বা আজও হয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন,

وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُوْنَ -

'আমার সৃষ্টির (মানুষের) মধ্যে একটি দল আছে, যারা হক্ব পথে চলে ও সেই অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে' *(আ'রাফ ১৮১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ 'আমার কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা কম' *(সাবা ১৩)*।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্যে হক্বপন্থী একদল উম্মত চিরদিন ছিলেন, আজও আছেন; যদিও তারা সংখ্যায় কম হবেন। এমনকি কোন কোন নবীকে তার উম্মতের মধ্যে একজন মাত্র ব্যক্তি সত্য বলে বিশ্বাস করবেন।[১২] রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিজের উম্মত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَ هُمْ كَذَالِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

('লা তাযা-লু ত্বা-য়েফাতুম মিন উম্মাতী যা-হিরীনা 'আলাল হাক্বক্বে, লা ইয়াযুররুহুম মান খাযালাহুম, হাত্তা ইয়া'তিয়া আমরুল্লা-হি ওয়াহুম কাযা-লিকা')

অর্থঃ 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক্বের উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে'।[১৩] অর্থাৎ নিতান্ত অল্প সংখ্যক হ'লেও ক্বিয়ামত পূর্বকাল পর্যন্ত হকপন্থী দলের অস্তিত্ব থাকবে এবং তাঁরাই হবেন সত্যিকার অর্থে বিজয়ী দল। উল্লেখ্য যে, হাদীছে বিজয়ী দল বলতে আখেরাতে বিজয়ী বুঝানো হয়েছে, দুনিয়াবী বিজয় নয়। নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) কেউই দুনিয়াবী দিক দিয়ে বিজয়ী ছিলেন না। তথাপি তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত বিজয়ী, হক্বপন্থী ও বিশ্ব মানবতার আদর্শ পুরুষ।

এক্ষণে 'হক্ব' কোথায় পাওয়া যাবে? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَاراً...

'(হে নবী!) আপনি বলে দিন 'হক্ব' তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আসে। অতঃপর যে চায় সেটা বিশ্বাস করুক, যে চায় সেটা অবিশ্বাস করুক। আমরা সীমা লংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি..... *(কাহফ ২৯)*।

উক্ত আয়াতের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষের চিন্তাপ্রসূত কোন ইযম, মাযহাব, মতবাদ বা তরীক্বা কখনই চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। এ সত্য পাওয়া যাবে কেবলমাত্র আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'-র মধ্যে, যা সংরক্ষিত আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মধ্যে। এদিকে ইঙ্গিত করেই ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন,

فَلَيْسَ لِلْعَقْلِ حُكْمٌ فِىْ حُسْنِ الْأَشْيَاءِ وَقُبْحِهَا

'কোন বস্তুর চূড়ান্ত ভাল ও মন্দ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা 'জ্ঞান'-এর নেই'।[১৪] তাই সব কিছুর বিনিময়ে যারা সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী থাকবেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেবল তারাই হবেন উম্মতের হক্বপন্থী 'নাজী' বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ كَمَا أَتَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ...وَ إِنَّ بَنِيْ

১১. *আলী ইবনু হাযম, কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরুতঃ মাকতাবা খাইয়াত্ব ১৩২১/১৯০৩) শহরস্তানীর 'মিলাল' সহ ২/১১৩ পৃঃ; কিতাবুল ফিছাল (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪২০/১৯৯৯) ১/৩৭১ পৃঃ 'ইসলামী ফের্কাসমূহ' অধ্যায়।*

১২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৪ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়।*

১৩. *ছহীহ মুসলিম 'ইমারত' অধ্যায় ৩৩, অনুচ্ছেদ ৫৩, হা/১৯২০; অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ ঐ, দেউবন্দ ছাপা শরহ নববী ২/১৪৩ পৃঃ; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৭১ 'ইল্ম' অধ্যায় ও হা/৭৩১১-এর ভাষ্য 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে [illegible]' অধ্যায়; আলবানী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা।*

১৪. *শাহ অলিউল্লাহ, আল-'আক্বীদাতুল হাসানাহ [illegible] হিঃ/১৮৮৪খৃঃ) পৃঃ ৫; থিসিস পৃঃ ১১৩ টীকা [illegible]*

إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِينَ مِلَّةً وَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَّ سَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَّاحِدَةً، قَالُوْا: مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِيْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ فِيْ رِوَايَةٍ لِّلْحَاكِمِ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ " مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَ أَصْحَابِيْ " وَ حَسَّنَهُمَا الْأَلْبَانِيُّ-

'বনু ইসরাঈলদের (ইহুদী-নাছারাদের) যেমন অবস্থা হয়েছিল, আমার উম্মতেরও ঠিক তেমন অবস্থা হবে। যেমন এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার ঠিক সমান হয়।...... বনু ইসরাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের সব দলই জাহান্নামে যাবে একটি দল ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সে দল কোনটি? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার উপরে যে দল থাকবে'। হাকেম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ আজকের দিনে যার উপরে আছি'।[১৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَ هِيَ الْجَمَاعَةُ 'সেটি হ'ল জামা'আত'।[১৬] উক্ত জামা'আত বলতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ 'হক্ব'-এর অনুসারী দলই হ'ল জামা'আত, যদিও তুমি একাকী হও'।[১৭] এক্ষণে সেই হক্বপন্থী জামা'আত বা 'নাজী' দল কোনটি, সে সম্পর্কে বিগত ওলামায়ে দ্বীন ও সালাফে ছালেহীনের অভিমত আমরা শ্রবণ করব।

[চলবে]

---

১৫. সনদ হাসান, আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/২১২৯; ঐ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮; হাকেম ১/১২৯ পৃঃ; আলবানী, মিশকাত হা/১৭১ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

১৬. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৭২ ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

১৭. ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক্ব, সনদ ছহীহ, আলবানী মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা নং ৫ দ্রষ্টব্য।

গীবত ও গীবতকারীর পরিণতি

*আখতারুল আমান**

ইসলাম ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টকারী সমুদয় কর্ম হ'তে বিরত থাকতে সকলকে তাকীদ দিয়েছে। সমাজে যেসব বিষয়ে ফাটল ধরাতে এবং ঐক্যের সুরম্য প্রাসাদকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিতে সক্ষম এমন বিষয়গুলির অন্যতম হ'ল পরনিন্দা বা 'গীবত'। এর মাধ্যমেই শয়তান সমাজে ফাটল ধরিয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ 'পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ' (*হুমাযাহ ১*)। কুরআন-হাদীছে এই আচরণ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে গীবতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।-

গীবত-এর সংজ্ঞাঃ 'গীবত' অর্থ বিনা প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির দোষ অপরের নিকটে উল্লেখ করা। ইবনুল আছীর বলেন, 'গীবত হ'ল- মানুষের এমন কিছু বিষয় তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা, যা সে অপসন্দ করে, যদিও তা তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে'। এসব সংজ্ঞা মূলতঃ হাদীছ হ'তে নেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গীবতের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'গীবত হ'ল তোমার ভাইয়ের এমন আচরণ বর্ণনা করা, যা সে খারাপ জানে'।[১]

গীবত করার পরিণামঃ গীবত কবীরা গুণাহ্র অন্তর্ভুক্ত। গীবতের পাপ সূদ অপেক্ষা বড়; বরং হাদীছে গীবতকে বড় সূদ বলা হয়েছে *(ছহীহ আত-তারগীব)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আয়েশা (রাঃ) ছাফিইয়াহ (রাঃ)-এর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য ছাফিইয়ার এরকম এরকম হওয়াই যথেষ্ট। এর দ্বারা তিনি ছাফিইয়ার বেঁটে সাইজ বুঝাতে চেয়েছিলেন। এতদশ্রবণে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'হে আয়েশা! তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সাগরের পানির সঙ্গে মিশানো যেত তবে তার রঙকে তা বদলে দিত'।[২]

১. গীবত জাহান্নামে শাস্তি ভোগের কারণঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মি'রাজ কালে আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলি পিতলের তৈরী, তারা তা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষগুলিকে ছিড়ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা হে জিবরীল? তিনি বললেন, এরা তারাই, যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইযযত-আবরু বিনষ্ট করত'।[৩]

** লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁ।*

১. মুসলিম, হা/১৮০৩।

২. আবুদাঊদ, তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৫১৪০; মিশকাত হা/৪৮৪৩।

৩. আবুদাঊদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ছহীহ।

২. গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার শামিলঃ আল্লাহ বলেন,

وَلاَيَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ-

'তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে, তোমাদের কেউ কি চায় যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করবে? তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই করে থাক' *(হুজুরাত ১২)*। অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, গীবত করা মৃত ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ করার শামিল।

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আরবরা সফরে বের হ'লে একে অপরের খেদমত করত। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সাথে একজন খাদেম ছিল। (একবার সফর অবস্থায়) ঘুম থেকে তারা উভয়ে জাগ্রত হয়ে দেখেন যে, তাদের খাদেম তাদের জন্য খানা প্রস্তুত করেনি, তখন তাঁরা পরস্পরকে বললেন, দেখ এই ব্যক্তিটি বাড়ীর ঘুমের ন্যায় ঘুমাচ্ছে (অর্থাৎ এমনভাবে নিদ্রায় বিভোর যে, মনে হচ্ছে সে বাড়ীতেই রয়েছে, সফরে নয়)। অতঃপর তারা তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে যাও এবং বল আবুবকর ও ওমর আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনার কাছে তরকারী চেয়ে পাঠিয়েছেন (নাস্তা খাওয়ার জন্য)। লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গেলে তিনি বললেন, তারাতো তরকারী খেয়েছে। তখন তারা বিস্মিত হ'লেন এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার নিকটে লোক পাঠালাম তরকারী তলব করে, অথচ আপনি বলেছেন, আমরা তরকারী খেয়েছি? তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের (খাদেমের) গোশত খেয়েছ। কসম ঐ সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই আমি ঐ খাদেমটির গোশত তোমাদের সামনের দাঁতের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। তারা বললেন, (হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)!) আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, বরং সেই তোমাদের জন্য ক্ষমা তলব করুক *(যিয়া মাক্বদেসী, আল-আহাদীছুল মুখতারাহ)*। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।[৪]

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ (أَيْ غَابَ عَنِ الْمَجْلِسِ) فَوَقَعَ فِيْهِ رَجُلٌ مِّنْ بَعْدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِهَذَا الرَّجُلِ تَخَلَّلْ، فَقَالَ وَمِمَّ أَتَخَلَّلُ وَمَا أَكَلْتُ لَحْمًا قَالَ إِنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ أَخِيْكَ -

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, (একদা) আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তি উঠে চলে গেল। তার প্রস্থানের পর একজন তার সমালোচনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার দাঁত খিলাল কর। লোকটি বলল, কি কারণে দাঁত খিলাল করব? আমিতো কোন গোশত ভক্ষণ করিনি। তখন তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করেছ' অর্থাৎ 'গীবত' করেছ।[৫]

গীবত কবরে শাস্তি ভোগের অন্যতম কারণঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে তাদেরকে তেমন বড় কোন অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না (যা পালন করা তাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল)। এদের একজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, চুগলখোরী করার কারণে এবং অন্যজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে পেশাবের ব্যাপারে অসতর্কতার কারণে'।[৬] অপর হাদীছে চুগোলখোরীর পরিবর্তে গীবত করার কথা উল্লেখ রয়েছে।[৭]

গীবতের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বিষয় সমূহঃ

রাগ ও ক্রোধঃ রাগ ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অনেকে গীবত করে থাকে। অথচ রাগ দমন করা একটি মহৎ গুণ। আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

'যারা সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করে থাকে, ক্রোধকে সংবরণ করে থাকে এবং মানুষের অপরাধকে মার্জনা করে থাকে, আল্লাহ এই জাতীয় সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ১৩৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রাগ দমন করে নিবে অথচ সে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম, আল্লাহ তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সম্মুখে ডেকে 'হূর'দের ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দিবেন। সে যত সংখ্যক 'হূর' চাইবে আল্লাহ তাকে তাদের সাথে বিয়ে দিয়ে দিবেন'।[৮]

নিজেকে বড় মনে করা এবং অপরকে খাটো করাঃ এই অসৎ উদ্দেশ্যে মানুষ একে অপরের গীবত করে থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির অমঙ্গলের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজ মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে' *(মুসলিম)*।

---

৪. দ্রঃ আমসিক আলায়কা লিসানাকা (কুয়েতঃ ১ম সংস্করণ ১৯৯৭ইং), পৃঃ ৪৩।

৫. ত্বাবারাণী, ইবনু আবী শায়বা, হাদীছ ছহীহ দ্রঃ গায়াতুল মারাম হা/৪২৮।

৬. বুখারী, মুসলিম, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৭।

৭. আহমাদ প্রভৃতি, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।

৮. সুনান চতুষ্টয়, মুসনাদে আহমাদ, ত্বাবারাণী ছাগীর প্রভৃতির বরাতে ছহীহুল জামে' হা/৬৫২২।

খেলাধুলা ও হাসিঠাট্টাঃ অর্থাৎ খেল-তামাসা ও ঠাট্টা-মশকরা করতে গিয়ে বিনা প্রয়োজনে অনেক সময় মানুষ পরনিন্দায় জড়িয়ে পড়ে। অনেকে এই সমালোচনা দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহেরও ব্যবস্থা করে থাকে। নবী করীম (ছাঃ) এই ধরনের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন,

وَيْلٌ لِّلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ-

'দুর্ভোগ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। দুর্ভোগ তার, দুর্ভোগ তার'।[৯]

পরস্পরের কথায় মিল দিয়ে চলাঃ বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিল দিয়ে চলা এবং তাদের কথার প্রতিবাদ না করে বাহ্যিকভাবে তা সমর্থন করা। কারণ প্রতিবাদ করলে তাকে তারা ভারী মনে করবে ও খারাপ ভাববে।

এই প্রকৃতির লোকদের নবী (ছাঃ)-এর নিম্নের বাণী স্মরণ রাখা উচিত,

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ -

'যে ব্যক্তি মানুষকে নাখোশ রেখে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, আল্লাহ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন মানুষো সাহায্য হ'তে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাকে মানুষের নিকট সোপর্দ করে দিবেন'।[১০]

হিংসা-বিদ্বেষঃ হিংসা-বিদ্বেষের তাড়নায় অনেকে অপরের গীবতে জড়িয়ে পড়ে। এই হিংসা-বিদ্বেষ শরী'আতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা একে অপরের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ কর না'*(বুখারী)*। নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন,

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْبَغْضَاءُ وَالْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَيْسَ حَالِقَةُ الشَّعْرِ، وَلَكِنْ حَالِقَةُ الدِّيْنِ-

'তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির রোগ তথা হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এ ঘৃণাবোধ হ'ল মুণ্ডনকারী বিষয়। এটা চুল মুন্ডনকারী নয়; বরং দিনকে মুণ্ডনকারী'।[১১]

৯. *আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, হাকেম প্রভৃতির বরাতে ছহীহুল জামে' হা/৭১৩৬।*
১০. *ছহীহুল জামে' হা/৬০৯৭।*
১১. *আহমাদ, তিরমিযী, ছহীহুল জামে' হা/৩৩৬১।*

বেশী বেশী অবসরে থাকা এবং ক্লান্তি অনুভব করাঃ এ ধরণের মানুষই অধিকহারে গীবত করে থাকে। কারণ তার কোন কাজ থাকে না। সময় কাটানোর মাধ্যম হিসাবে সে ঐ নোংরা পথকে বেছে নেয়। এই প্রকৃতির ব্যক্তিদের উচিত অবসর সময়কে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে, ইবাদতে, ইলম অন্বেষণে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের উপকারে আসে এমন কাজে ব্যয় করা। তবেই তারা অন্যের সমালোচনা করার সময় পাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ -

'দু'টি নে'মত এমন রয়েছে, যার ব্যাপারে অনেক মানুষ ধোঁকাগ্রস্ত রয়েছে। সুস্থতা ও অবসর'।[১২] এজন্যই তিনি অন্য একটি হাদীছে বলেন,

إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ-

'পাঁচটি বস্তুকে অপর পাঁচটি বস্তুর পূর্বে মূল্যায়ন করবে, যৌবনকালকে বার্ধক্য আসার পূর্বে, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, সচ্ছলতাকে অসচ্ছলতার পূর্বে, অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, জীবনকে মরণের পূর্বে'।[১৩]

আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজের দোষ-ক্রুটির প্রতি দৃষ্টি না দেওয়াঃ এ কারণেও অনেকে গীবতে জড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ-

'এবং ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলি হ'ল, অনুসৃত বখীলী ও প্রবৃত্তি এবং আত্মপ্রশংসা'।[১৪]

পরিবেশিত সংবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করাঃ অনেক সময় দেখা যায়, একটা সংবাদের উপর ভিত্তি করে অনেকে অনেক কিছু বলাবলি করে। অথচ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সংবাদটি সম্পূর্ণ ভুয়া প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গে একটি গুজবের কথা উল্লেখ করা যায়, ছাহাবী ছা'লাবা নাকি খুব নিঃস্ব ছিলেন। তাই নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় শেষ হ'লেই সে দৌড়ে বাড়ি চলে যেতে। নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এমনটি কর কেন? উত্তরে সে বলল, আমাদের একটি মাত্র কাপড় আছে। তাই আমি যখন ছালাত আদায় করতে আসি, তখন আমার স্ত্রী

১২. *বুখারী হা/২৯১।*
১৩. *হাকেম, বায়হাক্বী, আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/১০৭৭।*
১৪. *বাযযার, বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' হা/৫০।*

উলঙ্গ হয়ে ঘরে অপেক্ষায় থাকে। আমি গিয়ে তাকে আমার পরনের কাপড় খুলে দিলে সে তা পরিধান করে ছালাত আদায় করে। এজন্যই আমি ছালাত শেষে দ্রুত বাড়ী চলে যাই। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তার সচ্ছলতার দরখাস্ত করলে নবী করীম (ছাঃ) তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দো'আ করেন। ফলে অল্প দিনেই সে বিত্তশালী হয়ে যায়। গরু-বকরীর পালে তার বাড়ী-ঘর ভরে যায়। ফলে সে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে আসা ত্যাগ করে। শুধু যোহর ও আছর জামা'আতে আদায় করতে লাগলেন। গরু-ছাগল বেড়ে গেলে যোহর-আছরেও আসা ত্যাগ করল। শুধু জুম'আয় শরীক হ'ত। সম্পদ আরো বেড়ে যাওয়ায় জুম'আও পরিত্যাগ করল। নবী করীম (ছাঃ) এক সময় তার কাছে যাকাত আদায় করতে লোক পাঠালে সে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে নবী করীম (ছাঃ) তার জন্য আফসোস করেন এবং তার সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়। পরবর্তীতে সে নিজে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে যাকাতের সম্পদ নিয়ে আসলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করার পর আবুবকর (রাঃ)-এর যামানায় সে যাকাত নিয়ে তার দরবারে উপস্থিত হ'লে তিনিও তার যাকাত নিতে অস্বীকৃতি জানান। আবুবকর (রাঃ)-এর পর ওমর (রাঃ)-এর যামানায় সে যাকাত জমা দিতে আসলে, ওমর (রাঃ)ও একইভাবে যাকাত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ওছমান (রাঃ)-এর যামানাতে যাকাত নিয়ে গেলে ওছমান (রাঃ)ও তাই করেন এবং ওছমানের যামানাতেই তার মৃত্যু হয়।[১৫] ঘটনাটি ছহীহ নয়।[১৬] উক্ত ঘটনার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। অথচ এই বানাওয়াট কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই জলীলুল ক্বদর ছাহাবী ছা'লাবাহ (রাঃ)-এর গীবত করা হয়েছে।

এরকমই আরেকটি ঘটনাঃ দাউদ (আঃ) নাকি আওরিয়া নামক জনৈক ব্যক্তিকে জিহাদে প্রেরণ করেছিলেন এজন্য যে, তার স্ত্রী খুবই সুন্দরী ছিল। জিহাদে সে শহীদ হ'লে, তার স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবেন এবং বাস্তবে নাকি তাই করেছিলেন। অর্থাৎ তাকে একাধিকবার যুদ্ধে পাঠান, যাতে সে নিহত হয় এবং শেষবার যুদ্ধে নিহত হ'লে তিনি তার সুন্দরী স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। এ ঘটনাটিও একটি বানাওয়াট ঘটনা।

বিদ্বেষী মহল দাউদ (আঃ)-কে খাটো করে দেখানোর জন্যই উক্ত ঘটনা রচনা করেছে। অথচ উক্ত ঘটনা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। পরিবেশিত তথ্য যাচাই না করার কারণে নবীদের নামেও গীবত করা হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে আরেকটি গীবত বহুল প্রচলিত যে, ছাহাবায়ে কেরাম বগলে পুতুল রেখে ছালাত আদায় করতেন। তাই নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে রাফ'উল ইয়াদায়েন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেন পুতুলগুলি সব ঝরে পড়ে যায়। একথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানাওয়াট। অথচ এই ভিত্তিহীন কথাটি আলেম-জাহেল সকলের মুখে সমানভাবে শোনা যায়। যদি তাই হয়, তবে কেন নবী করীম (ছাঃ) স্বয়ং নিজে রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছিলেন, যার জাজ্বল্য প্রমাণ বুখারী ও মুসলিম শরীফের একাধিক হাদীছে রয়েছে? তবে কি নবীও বগলে পুতুল নিয়ে ছালাতে হাযির হ'তেন? (নাঊযুবিল্লাহ)। জানি না, সর্বপ্রথম কোন জাহেল এই জঘন্য মন্তব্যটি করেছিল? ছাহাবীদের শানে এই ধরনের বেআদবী, তাদের নামে এ ধরনের গীবত সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত দুঃখজনক। আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরনের বদ আক্বীদা হ'তে তওবা করার তাওফীক্ব দিন।

'খেলাফত ও মুলক' কিতাবে বর্ণিত ওছমান ও মু'আবিয়া এবং আমর ইবনুল আছ (রাঃ) প্রমুখের বিরুদ্ধে ইতিহাসের বরাতে আনিত অভিযোগগুলির কোন সঠিক ভিত্তি নেই। অথচ এই বইয়ে পরিবেশিত ভিত্তিহীন কথাগুলিকে কেন্দ্র করে বিশেষ একটি মহল ছাহাবীদের অহেতুক সমালোচনায় নিয়োজিত। অভিযোগগুলির মূল রেফারেন্স হ'ল ঐ সব ঐতিহাসিক কিতাব, যাদের লেখকগণ স্বয়ং নিজেরাই ঐ ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলির সত্যাসত্যের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। কাজেই ইতিহাসের এসব মিথ্যা ও বানাওয়াট বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছাহাবীদের সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা এবং শী'আ বা রাফেযী মতবাদের পুষ্টিসাধন বৈ আর কিছুই নয়।

গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকারী পাপের দিক থেকে সমানঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ رَاَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ-

'তোমাদের কেউ যদি কোন মুনকার তথা গর্হিত কাজ দেখে, তাহ'লে সে যেন তা প্রতিহত করে হাত দিয়ে, যদি না পারে তবে যবান দিয়ে, যদি তাও না পারে তবে অন্তর দিয়ে যেন ঘৃণা করে। আর এটা হ'ল সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়'।[১৭] গীবত করা যেহেতু একটি মুনকার কাজ, সেহেতু তারও প্রতিবাদ করা আবশ্যক। যদি কেউ শক্তি থাকতেও প্রতিবাদ না করে, তবে সেও গীবতকারী বলে গণ্য হবে।

আবুবকর ও ওমর (রাঃ) এই দু'জনের একজন মাত্র এ উক্তিই করেছিলেন যে, দেখ এ ব্যক্তিটি তোমাদের বাড়ীতে ঘুমের সাথে সাদৃশ্য করছে অর্থাৎ সে এতো ঘুমে অচেতন যে, মনে হচ্ছে যেন সে সফরে নেই বরং বাড়ীতেই রয়েছে।

---

১৫. *আল-কুরআনের গল্প শুনি সামান্য তারতম্যে, পৃঃ ৪৬-৫১।*

১৬. *দ্রঃ ক্বাছাছুন লা তাছবুতু ১/৪৩ পৃঃ, ক্বিচ্ছা নং ৩।*

১৭. *মুসলিম, ছহীহ সুনানু আবুদাঊদ হা/১০৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৬২৫০।*

অথচ নবী করীম (ছাঃ) তাদের উভয়কেই গীবতকারী গণ্য করেছেন। এজন্যই ওমর ইবনু আব্দুল আযীয গীবতকারীর সম্পর্কে তদন্ত করতেন। একদা কোন এক ব্যক্তি তার সামনে অপর একজন সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলে তিনি তাকে বললেন, যদি তুমি চাও আমরা তোমার এ বিষয়ে দৃষ্টি দিব। যদি তুমি মিথ্যুক হও, তবে এই আয়াতের আওতাভুক্ত হবে, -إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا

'যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা নিরীক্ষা কর' (*হুজুরাত ৬*)। আর যদি তুমি সত্যবাদী হও তবুও তুমি এই আয়াতের আওতাভুক্ত হবে, -هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ 'যে ব্যক্তি পশ্চাদে নিন্দা করে বেড়ায় এবং একজনের কথা অন্যজনের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়' (*ক্বালাম ১১*)। আর যদি চাও আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দিব। তখন সে লোকটি বলল, ক্ষমা করুন হে আমীরুল মুমেনিন! আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি করব না।[১৮]

মুসলিম ব্যক্তির মান-সম্মান রক্ষা করার ফযীলতঃ

মুসলিম ব্যক্তির মর্যাদা সবকিছুর শীর্ষে। একদা ইবনু ওমর (রাঃ) কা'বাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'হে কা'বা! তুমি কতইনা মহান, তোমার সম্মান কতইনা মহান, কিন্তু তোমার চেয়েও মুমিন ব্যক্তি বেশী মর্যাদাসম্পন্ন'।[১৯]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইয্যত-আব্রু রক্ষা করবে এটা তার জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী আড় স্বরূপ হয়ে যাবে'।[২০]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رضى الله عنها مَرْفُوْعًا: مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُّعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ-

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইয্যতের পক্ষ থেকে প্রতিহত করবে, আল্লাহর পবিত্র দায়িত্ব হয়ে যাবে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা'।[২১]

১৮. *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃঃ ২৯২।*
১৯. *তিরমিযী, ইবনু হিব্বান প্রভৃতি, হাদীছ হাসান দ্রঃ গায়াতুল মারাম হা/৪৩৫।*
২০. *ছহীহুল জামে' হা/৬১৩৯।*
২১. *আহমাদ, ত্বাবারাণী, আবু নু'আইম ফিল হিলয়াহ, হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/৬২৪০; গায়াতুল মারাম হা/৪৩১; ছহীহ আত-তারগীব।*

ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে পানি

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

(শেষ কিস্তি)

মিঠা পানি পানঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। তখন আমাদের সাথে অল্প মিঠা পানি থাকে এ অবস্থায় সমুদ্রের লোনা পানি দ্বারা কি ওযূ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মিঠা পানি পান করবে এবং লোনা পানি দ্বারা ওযূ করবে।[৩০] আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় পানীয় ছিল।[৩১] হাদীছদ্বয়ে মিঠা পানি পানের বিশেষ গুরুত্ব বুঝা যায়। এ পানিতে যথেষ্ট পরিমাণ স্বাস্থ্যসম্মত উপাদান আছে। পক্ষান্তরে অধিক মাত্রায় লবণাক্ত পানি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

মিঠা পানির উৎস সম্বন্ধে গবেষণা করে জনৈক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রিপোর্ট পেশ করেছেন যে, যেখানে খেজুর গাছ ঘনঘন ও বেশী পরিমাণ দেখা যায় সেখানকার পানি অধিক মিঠা।[৩২]

মহান আল্লাহ তাঁর কালামে বলেন, 'তোমরা যে পানি পান কর সে পানি সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি। তাহ'লে কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না' (*ওয়াক্বিয়া ৬৮-৭০*)। এখানে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তা'আলা অশেষ করুণায় মানুষকে পানি দান করেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে তা লোনা করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা না করে বান্দাদের উপযোগী করে মিঠা পানি বর্ষণ করেন এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদেরকে মিঠা পানির যোগান দেন। যা পান করে তারা পরিতৃপ্ত হয়। বৃষ্টির পানি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বর্ষণ করেন বিশুদ্ধ পানি' (*ফুরক্বান ৪৮*)। পানির মাঝে বৃষ্টির পানিই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট। পরবর্তীতে পৃথিবীর পরিবেশ বা মাটির সংস্পর্শে এসে তা দূষিত হয়।[৩৩] বৃষ্টির পানি যে বিশুদ্ধ এটা বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার। নদ-নদী, খাল-বিল বা

৩০. *মালেক, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও দারেমী। গৃহীত, ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খাতিব আত-তাবরিজী, মেশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি), পৃঃ ৫১।*
৩১. *তিরমিযী, গৃহীত, আলবানী- মিশকাত, হা/৪২৮২।*
৩২. *ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, অনুবাদ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান (ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, প্রকাশকাল রমযান ১৪২০ হিঃ), পৃঃ ১২৪।*
৩৩. *বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন-সুন্নাহ, পৃঃ ৪০।*

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

সমুদ্র হ'তে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানি যখন জলীয় বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়, তখন পানি ময়লা-আবর্জনা মুক্ত হয়ে যায়। এই জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ তৈরী হয়। পরে মেঘ হ'তে যখন বৃষ্টি হয়, তখন বিশুদ্ধ পানি ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। আজ থেকে প্রায় 'সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই আল-কুরআন বিশ্ববাসীকে বৃষ্টির পানির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে অবহিত করেছে।[৩৪]

বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস হ'লে সমুদ্রের লোনা পানি, মিঠা পানির পুকুর, নদী বা জলাশয়ে ঢুকে পড়ে। পানি পর্যাপ্ত বর্ষিত হ'লে এবং বাষ্পীভবন কমে গেলে পৃথিবী পৃষ্ঠের পানি বেড়ে যাবে। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বর্ধিত হয়ে তা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর সমুদয় পানি তখন হয়ে পড়বে লবণাক্ত। মহান রাব্বুল আলামীন তা যে করছেন না এটা মানুষের জন্য বড় মেহেরবানী। এজন্য মানুষের অবশ্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। আল্লাহ ক্ষমাশীল।[৩৫]

পানি দ্বারা চিকিৎসাঃ

কিছু কিছু রোগ আছে যেগুলি পানির দ্বারা চিকিৎসা করে বেশ উপকৃত হওয়া যায়। যেমন- জ্বর, শরীরে অতিরিক্ত জ্বর হ'লে মাথায় পানি ঢেলে এবং ভিজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছলে তড়িৎ রোগী উপকার পায়। যা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও স্বীকৃত। বহু পূর্বে চিকিৎসা বিজ্ঞান বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত উন্নত ছিল না। সে সময় পানি ব্যবহার জ্বরের বিশেষ ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। যেমন হাদীছে লক্ষণীয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ হ'তে। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা কর'।[৩৬]

বিজ্ঞানের মতে সকল প্রকার তাপের উৎস হ'ল সূর্য। জান্নাত ও জাহান্নাম যেহেতু বিজ্ঞানের গবেষণা বহির্ভূত জিনিস, সেহেতু এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের বিরোধের কোন প্রশ্নই উঠে না। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ হ'তে হয়ে থাকে। কারণ জাগতিক সকল তাপের উৎস জাহান্নাম। সেখান হ'তেই আল্লাহর কুদরতে জগতের সব রকম গরম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়।

জ্বরে পানি ও বরফের ব্যবহার বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং একটি সাধারণ ব্যবস্থা। জ্বর বেড়ে গেলে মাথায় পানি ঢেলে কিংবা আইস ব্যাগ লাগিয়ে তাপ নিবারণ করা একটি ডাক্তারী বিধান। এমনকি অতি মাত্রায় তাপ বেড়ে গেলে রোগীর সারা শরীর বরফ দিয়া ঠাণ্ডা করা হয়। অবশ্য রোগ ও রোগীভেদে চিকিৎসকের পরামর্শে তা করতে হয়। সুতরাং একথা মানতে হবে যে, মহানবী (ছাঃ)-এর বাণী আধুনিক কালের চিকিৎসা শাস্ত্রেও বিধি সম্মত।[৩৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাত্রিতে ছালাত আদায় করছিলেন এমতাবস্থায় একটি বিচ্ছু তাঁর হাতে কামড় দেয়। তখন তিনি ছালাত শেষ করে বিচ্ছুটিকে জুতা দ্বারা মেরে ফেললেন। অতঃপর লবণ ও পানি চাইলেন এবং একটি পাত্রে মিশালেন, অতঃপর অঙ্গুলির দংশিত স্থানে ঢালতে এবং মুছতে লাগলেন।[৩৮] উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ে বুঝা যায় পানিও বহু রোগের প্রতিষেধক। এ ধরনের আরও বহু প্রমাণ রয়েছে।

পানি পানের কতিপয় শিষ্টাচারঃ

পানি পানের কতিপয় আদব রয়েছে। সে নিয়ম-নীতি মোতাবেক পানি পান করলে একদিকে যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত পালিত হবে, অপরদিকে তেমনি স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারীও হবে, যা আধুনিক বিজ্ঞানেও স্বীকৃত।

১. ডান হাতে পানঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দু'টি হাত দিয়েছেন। ভালো কাজের জন্য মানুষ ডান হাত ব্যবহার করবে এবং খারাপ কাজ অর্থাৎ ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহার করবে। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করে তাঁর অনুসারীদের দেখিয়ে গেছেন নির্দেশও দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কিছু খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায়। আর যখন পান করে সে যেন ডান হাতে পান করে'।[৩৯]

অপরপক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাম হাতে খেতে ও পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'সাবধান! তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায় এবং সেই হাতে (বাম হাতে) না পান করে। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে'।[৪০]

ডান ও বাম হাতের তালু থেকে কিছু অদৃশ্য আলোক রশ্মি (Invisible Rays) বিচ্ছুরিত হয়। তবে ডান হাতের রশ্মি পজিটিভ বা ইতিবাচক এবং বাম হাতের রশ্মিগুলি নেগেটিভ বা নেতিবাচক। ডান হাতের রশ্মিগুলিতে রয়েছে শেফা বা রোগমুক্তি আর বাম হাতের রশ্মিগুলিতে রয়েছে রোগ-ব্যাধি। সুতরাং ডান হাতে খানা খাওয়া দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে বাম হাতে খানা খাওয়া দেহে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি জন্মানোর কারণ।[৪১]

২. দাঁড়িয়ে পানের বিধানঃ পানি বসে বসে পান করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।[৪২] বসা অবস্থায় পানি পান করলে দেহের সর্বত্র চাহিদামত পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে দণ্ডায়মান অবস্থায় পানি পান করলে পাকস্থলী ও যকৃতে এমন মারাত্মক রোগ জন্ম নেয়, যা নিরাময় করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তদ্রূপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পায়ে ফোলা রোগ হওয়ার ভয় থাকে। সুতরাং পা ফুলে গেলে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা ছড়িয়ে যেতে পারে। অনুরূপ দাঁড়ানো

৩৪. কমপিউটার ও আল-কোরআন, পৃঃ ১১৫-১১৬।
৩৫. বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন-সুন্নাহ, পৃঃ ৪২।
৩৬. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৩৮৮।
৩৭. এম, আফলাতুন কায়সার, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ মেশকাত শরীফ (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ জুন, ১৯৯৫ইং), পৃঃ ২৬৫-২৬৬।
৩৮. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত, পৃঃ ৩৯০; আলবানী মিশকাত, হা/৪৫৬৬।
৩৯. মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৩৬৩।
৪০. মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৩৬৩।
৪১. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১২৩।
৪২. মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৩৭০।

অবস্থায় পানি পানে ইসতেসকা নামক পানি রোগও হ'তে পারে।[৪৩] তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পানি পান করার প্রমাণেও রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী বিদ্যমান। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন।[৪৪] আলী (রাঃ) ওযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন এবং এটাই সুন্নাত বলেছিলেন।[৪৫]

৩. তিন নিঃশ্বাসে পানি পানঃ তিন শ্বাসে পানি পান বিশেষ ফলদায়ক। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানি পান করতে তিন বার নিঃশ্বাস নিতেন। (অর্থাৎ একবার এক টানে সবটুকু পানি পান করতেন না)। অবশ্য মুসলিমের রেওয়ায়াতে বর্ধিত আছে এভাবে পান করা তৃপ্তিদায়ক, স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও লঘুপাক।[৪৬] তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা খুবই ভাল, যা আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে। তিন শ্বাসে পানি পান না করলে নিম্নে বর্ণিত রোগ-ব্যাধি জন্ম নিতে পারে।

(ক) পানি পানে বিঘ্ন অর্থাৎ শ্বাসনালীতে পানি ঢোকার পরিমাণ অধিক হ'লে মাথার খুলির ভিতর চাপ পড়ে। কারণ পানির শিরাসমূহ মাথার পর্দার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। আবার মাথার ভিতর ফ্লুয়েড আছে, যার সম্পর্ক থাকে পানির সাথে। যদি চুষে বা ধীরে ধীরে পানি পান করা হয় তবে বিপদ ও ক্ষতিকর প্রভাব কখনও মাথার উপর পড়ে না।

(খ) শ্বাসনালীতে পানি ঢুকে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে যেতে পারে।

(গ) পাকস্থলীতে অতিরিক্ত পানি জমা হ'লে বিভিন্ন প্রকার রোগ হয়। যথা- পানি যখন ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে তখন উপর থেকে চাপ পড়লে হার্ট ও লাঙ্গের ক্ষতি হয়। ডান দিক থেকে চাপ হ'লে যকৃত এবং বাম দিক থেকে চাপ পড়লে নাড়ীভুঁড়ি উল্টেপাল্টে যায়। এভাবে নানাবিধ ক্ষতি হ'তে পারে।[৪৭]

৪. পানপাত্রে শ্বাস ত্যাগ করাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তার মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।[৪৮] আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানীয় বস্তুতে (পান করার সময়) ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন, যদি আমি পানির মধ্যে খড়-কুটা দেখতে পাই (তখন কি করব)? (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তা ফেলে দিবে। তিনি আবার বললেন, এক নিঃশ্বাসে পান করলে আমার তৃপ্তি হয় না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এমতাবস্থায় পেয়ালাটি মুখ হ'তে পৃথক করে নিঃশ্বাস ত্যাগ কর। অর্থাৎ পাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ কর না'।[৪৯]

শেষ কথাঃ সর্বোপরি ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে সূক্ষ্ম এমন কোন বিষয় নেই, যে বিষয়ে ইসলামে আলোচনা নেই। হয় সরাসরি সে বিষয়ে আলোচনা করেছে, নতুবা সে বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছে। তাইতো কুরআন এক মহান বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অপরপক্ষে বিজ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যুগে যুগেই পরিবর্তনশীল। তাই মনে পড়ে সেই বিলাসী বৈজ্ঞানিককে যিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন, 'We have seen that the new self consciousness of sciency has resulted in the recoognition that its elaims were greatly exaggerated',

অর্থাৎ 'বিজ্ঞান এতদিন ধরে যে দাবি করে আসছে তার অধিকাংশই অতিরঞ্জিত। বিজ্ঞানের নব জাগ্রত আত্মচেতনা এ সত্য এখন পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে'।[৫০] একটু গভীরভাবে মনোযোগ সহকারে চক্ষুযুগল মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দিকে ফেরালে একথা পূর্ণিমা শশীর মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন বিজ্ঞানী তথ্যাবলীতে পরিপূর্ণ। আল-কুরআনকে নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ যতই গবেষণা করবেন আধুনিক বিজ্ঞান ততই উন্নত ও সভ্যতার উচ্চ শিখরে উন্নীত হবে।

একটু ভেবে দেখা উচিৎ যে, বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অথচ হাযার হাযার বছর পূর্বের কুরআন এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে গেছে, যা বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা করেও সে তথ্যের বিরুদ্ধে কলম ধরার সাহস পায়নি। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের তথ্য ভুল বলে প্রমাণিত হয় এবং ইসলামের মহা বাণীর তথ্য অভ্রান্ত সত্য বলে পরিগৃহীত হয়। তারপরও কেন এত বড়াই? কেন আমরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে ব্যর্থ হচ্ছি? আঁখিদ্বয় মুছে চিন্তার গহীন অরণ্যের অন্ধ কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটু গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে ভেবে দেখুন। আপনার হৃদয় নীরবে আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রশংসা না করে স্থির থাকতে পারবে না।

মহা বৈজ্ঞানিক তুমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছ মোরে
লক্ষ সালাম জানাই তাই আমি বারে বারে॥
আলোবাতাস, পানি দিয়ে জীবের প্রাণ বাঁচে
পাহাড়-পর্বত দিয়েছ বলেই ধরার সমতা আছে॥
আমরা বিজ্ঞানী পারি শুধু ভাঙ্গা-গড়ার কাজ
তোমার সৃষ্টি দেখলে মোরা পাইগো বড় লাজ॥
সৃষ্টি লয়ের আবিষ্কারক মহা বৈজ্ঞানিক তুমি
আকাশ-বাতাস জুড়ে আছে সাগর মরুভূমি॥[৫১]

---

৪৩. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১২৩।*
৪৪. *মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৩৭০।*
৪৫. *বুখারী, মিশকাত, পৃঃ ৩৭০।*
৪৬. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৩৭০।*
৪৭. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১২৩।*
৪৮. *আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, পৃঃ ৩৭১; আলবানী মিশকাত, হা/৪২৭৭।*
৪৯. *তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত, পৃঃ ৩৭১; আলবাণী মিশকাত, হা/৪২৭৯।*
৫০. *বিজ্ঞান না কোরআন, পৃঃ xi (সূচনা)।*
৫১. *পূর্বোক্ত।*

কবি ও কবিতা

*মাস'উদ আহমাদ**

কবিতা সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন ও প্রধান শাখা। যেকোন ভাষা ও দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এমনটি সাক্ষ্য দেয়। মানুষ যখন তার অন্তর-মানসের ভাব ও গভীর আত্মোপলব্ধিকে ভাষা দিতে চেয়েছে, তখনই আশ্রয় নিয়েছে ছন্দের। আর সেখান থেকেই কবিতার জন্ম। তাই বলা হয়, সমগ্র শিল্পের প্রকৃত সত্তা বা প্রাণ হ'ল কবিতা।

স্বল্প পরিসরে অনুপম বাক্যবিন্যাসে কোন সুদীর্ঘ ঘটনা, ইতিহাস, দর্শন ও চিত্রকল্প কবিতায় যত নিপুণ গাঁথুনিতে আঁকা যায়, সাহিত্যের অন্য কোন মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায় না। কবিতাকে আমরা বিশুদ্ধ ঘৃত'র সঙ্গে তুলনা করতে পারি অনায়াসে। কারণ সমস্ত জ্ঞানের মূলীভূত প্রশ্বাস বা শ্রেষ্ঠতম বিন্যাসে শ্রেষ্ঠতম বাক্যের সমন্বয়ই হচ্ছে কবিতা। অবশ্য কবিতা মনুষ্য জগতের বাইরের রহস্যময় কোন আধার নয়। কবিতা অপার্থিব কোন বস্তুও নয়। কবিতা চর্চার জন্য সমাজ-সংসার ছেড়ে দুর্গম পাহাড়-পর্বতে ননস্টপ তপস্যাও করতে হয় না। আবার কবিতার জন্য লম্বা চুল, ঢোলাহাতা পাঞ্জাবী আর কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে কখন চাঁদ উঠবে সেই প্রতীক্ষায় আকাশপানে চিরন্তর চেয়ে থাকার আবশ্যকতা নেই। বৈশিষ্ট্যে কিঞ্চিত তারতম্য থাকলেও কবিতা আসলে মানুষ ও মানুষের জীবন-সমাজ-সংসার এইসব বিষয়কে আবর্তন করেই রূপায়িত হয়।

তবে কবিতা কোন ছেলেখেলাও নয়। কবিতা লেখা, স্পষ্ট করে বলতে গেলে, একটা স্বার্থক কবিতার জন্ম দেওয়া যে কোন সৃজনশীল কাজের প্রক্রিয়ার অনুরূপ, সন্দেহ নেই। এতে কিছু রহস্য ও জটিলতা আছে বৈকি।

একটা ভাল কবিতা কয়েক ঘণ্টায় লেখা যেতে পারে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছরও লাগতে পারে। এটা হয় একারণে যে, সুন্দর চেতনা জাগানো চমৎকার কবিতার দু'টি চরণ মনের আকাশে উঁকি দিয়েই নিভে গেল...। কবির হৃদয় দীঘিতে মাছের ন্যায় শব্দমালা আর খেলা করল না, পরবর্তী পংক্তির দেখা মিলন না অনাদিকাল...। সেক্ষেত্রে এমন হওয়াটা অযাচিত নয়।

স্বীকার করতে হবে, কবিরা স্বপ্নের মানুষ। কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়ানো আবেগপ্রবণ কল্পনাচারী। তাই তো কবিরা যুগে যুগে কাব্যসুষমায় ধন্য করেছেন কাব্যপিপাসুদের। আবার পথহারা মানুষের মনে কাব্য-কথায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। জোরদার করেছেন আন্দোলনকে। জাগিয়ে তুলেছেন ঘুমিয়ে পড়া জাতিকে। একটি স্বার্থক কবিতা বদলে দিতে পারে সমাজ-সভ্যতার কুটিলতা। তৈরী করতে পারে নব উত্থান কিংবা জাগ্রত করতে পারে ঝিমিয়ে পড়া জাতির বিবেক। একজন কবি কেবল তো কবি নন, একই সঙ্গে তিনি চিত্রকর, গল্পকার, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, গীতিকারও বটে। তাই কবি মানেই যেমন উদ্ভ্রান্ত পাগল নন, তেমনি কবিতা বলতেই প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্য কিংবা সুন্দরী নারীর অনিন্দ্যসুন্দর রূপের স্তুতি গাওয়া বা দেহের বর্ণনা দিয়ে শব্দের খেলা নয়। কবিতার শরীরে থাকতে হবে ছন্দ, লয়, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, কাহিনী, আদর্শ, ট্র্যাজেডি, ভাবের গভীরতা, অনন্য গঠন-রীতি ও শৈলী, উপমা, অলংকার, দর্শনচিন্তা, ইতিহাসবোধ, চিত্রকলা প্রভৃতি। অপরিহার্য এইসব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় কবিতার বসতবাড়ি- আঙ্গিক।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কবি ও কবিতা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত মনোজ্ঞ আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস সাধন হয়েছে।

কবি ও কবিতার পরিচয়ঃ

সাধারণভাবে যিনি কবিতা লিখেন, সংখ্যায় স্বল্প কিংবা বিস্তর কাব্যের চর্চা করেন তিনিই কবি। কিন্তু সমালোচকগণ তা বলেন না। তাদের মতে, সবাই নয়, কেউ কেউ কবি। কারণ কবির হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভেতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্ত রয়েছে। কাব্য-বিকীরণে তা কবিদের সাহায্য করে। সব কবিকে সাহায্য করে না। যারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, তারাই কবি।

কবি কাকে বলে,এই সম্বন্ধে ক্রোচে কবির হৃদয়ের বেদনা-অনুভূতির রূপান্তর-ক্রিয়ার কথা বলেছেন। তার মতে "Poetic idealisation is no a frivolous embellishment, but a profound penteration in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation." 'আসল কথা এই যে, বাইরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ বা আপন মনের ভাবনা-বেদনা কল্পনাকে যে লেখক অনুভূতি-স্নিগ্ধ ছন্দোবদ্ধ তনুশ্রী দান করতে পারেন, তাকেই আমরা কবি নামে বিশেষিত করি'।[১]

অনেকে বলেন যে, যিনি জগতের একখানি যথাযথ স্বাভাবিক চিত্রপট এঁকে দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি। অনেক সমালোচক এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা বলেন, 'কাব্যাদর্শ বাস্তবাদর্শ থেকে ভিন্ন। কাব্যের জগৎ বাস্তব জগতের যথাযথ চিত্র নয়; বরং এটা এক প্রকার স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্বশ, অখণ্ড জগৎ'।[২]

ইদানীং কবিদের সংখ্যা এবং তাদের সৃষ্টিশীল কর্মের ধরন দেখে অনেকেই বিশেষ করে সমালোচকগণ নাখোশ। কবিতার সাধারণ পাঠকরাও বিভ্রান্ত, তাঁরা বর্তমান কবিতাকে অপাঠ্য বলতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না।

* দমদমা, পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

১. *শ্রীশচন্দ্র দাশ, সাহিত্য সন্দর্শন (ঢাকাঃ সুচয়নী পাবলিশার্স, ১৯৯৭ইং), পৃঃ ২৮।*
২. *সাহিত্য সন্দর্শন, পৃঃ ২৮।*

কবিতার পরিচয়ঃ

কবিতা এক ধরনের উপমাশোভিত, ছন্দোবদ্ধ বাণীবিন্যাস, যা কবিমনের পুঞ্জিত আবেগ থেকে নিঃসৃত হয়। তাতে একটা সুস্পষ্ট বিষয়, ঘটনা অবশ্য থাকা চাই। কারণ ছন্দোবদ্ধ বাক্যাবলীর সমাবেশ ঘটলে তা কবিতা নাও হ'তে পারে। অবশ্য কবিতার সংজ্ঞা নিয়ে কাব্য-সমালোচকদের মাঝে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে।

প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক জুরজী যায়দান কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'কবিতা হ'ল শব্দের মাধ্যমে কল্পনাকে ফুটিয়ে তোলা, যার প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে এবং যাতে আনন্দের উপকরণ বিদ্যমান'। তিনি আরও বলেন, 'শুধু ছন্দোবদ্ধ বাক্যই কবিতা নয়; বরং মনের ভাষাকে ফুটিয়ে তোলা তথা অপ্রকাশ্যকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার নামই কবিতা'।[৩]

এমিলি ডিকিন্সন চমৎকার কথা বলেছেন, 'আমি যদি কোন বই পড়ি এবং বইটি আমার সমগ্র শরীর এরকম শীতল করে ফেলে যে, কোন আগুনই আমাকে আর গরম করতে পারে না, আমি জানি এটা হ'ল কবিতার বই। দৈহিকভাবে যদি আমি এরকম অনুভব করি যে, যেন আমার মাথাটাই কেউ কেটে নিয়ে গেছে, আমি জানি এটা শুধু কবিতারই কাজ'।[৪]

বাংলা সাহিত্য সমালোচক মাহবুবুল আলম বলেন, 'প্রকৃতি ও জীবনের সান্নিধ্যে কবি মনে সৃষ্ট বিচিত্র ভাব যখন ছবির মত প্রত্যক্ষ এবং গানের মত মধুর করে ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে কবিতা বলা চলে'।[৫]

সারকথা এই যে, কবিতা ছান্দিক কাঠামোয় সৃষ্ট বাক্য, যা বিরল চিন্তা, নতুন কল্পনা ও অর্থপূর্ণ ছবি ফুটিয়ে তোলে।

কবিতার ইতিহাসঃ

পৃথিবীর প্রথম কবিতা কোন কবি কখন ও কোথায় লিখেছিলেন, তা সুস্পষ্টরূপে জানা সম্ভব হয়নি। হয়ত ভাবুক কোন কবি মনের ভাবকে অক্ষরে রূপ দিতে গাছের বাকলে কিংবা পাথর খোদাই বা মৃত্তিকায় রেখা টেনে লিখেছিলেন প্রথম কবিতা। সেই ইতিহাস লিপিবদ্ধ নেই সুস্পষ্ট কোন দলীল-দস্তাবেজে।

তবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, পৃথিবীর আদি কবি বাল্মীকি। পৃথিবীর এই প্রথম কবিতার সৃষ্টি ইতিহাসও বেশ রোমাঞ্চকর। একদা মহাকবি বাল্মীকি তন্ময় হয়ে উপভোগ করছিলেন মিথুনরত দু'টো পাখির নয়ন জুড়ানো দৃশ্য। পাখি-দম্পতির মিলনের আনন্দে কবির হৃদয়ও ভরে উঠেছিল সীমাহীন আনন্দের বন্যায়। এমন সময় হঠাৎ এক শিকারী এসে পাখি দু'টোকে উদ্দেশ্য করে ছুড়ে মারল বিষাক্ত তীর। পুরুষ পাখিটি তীরবিদ্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে মরে গেল সেখানেই। স্ত্রী-পাখিটি সঙ্গী হারানোর শোকে পাগলপ্রায় হয়ে উঠল। স্ত্রী-পাখিটার যন্ত্রণা কবির হৃদয়েও ঢেলে দিল যন্ত্রণার বারুদ। কবি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে শিকারীকে অভিশাপ দিতে গিয়ে নিজের অজান্তে উচ্চারণ করে ফেললেন বিখ্যাত দু'টো পংক্তিঃ

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মধবীঃ কামমোহিতম॥

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, এ পংক্তি দু'টোই পৃথিবীর প্রথম কবিতা।[৬]

কবিতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যঃ

কবিতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, কবিতা নিছক শব্দের খেলা। আবার কারো মতে, শব্দের খেলা নয়, কবিতা হ'ল এক ধরনের সত্য আবিষ্কার।

সে যাইহোক, কবিতা নিরাভরণা নয়- একথা বলা চলে অবলীলায়। নারী যেমন আকার-ইঙ্গিতে, সাজসজ্জায়, বিলাসে-প্রসাধনে নিজেকে মনোরমা করে তোলে, কবিতাও তেমনি শব্দে, সঙ্গীতে, উপমায়, চিত্তে ও অনুভূতির নিবিড়তায় নিজেকে প্রকাশিত করে।

নীতি প্রচার, শিক্ষাদান বা রাজনীতি বা সমাজনীতি প্রচার কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। জীবনের সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোহ প্রভৃতি যেকোন বিষয়ই কাব্যের উপাদান বা অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হ'তে পারে। কিন্তু এগুলি যেন কাব্যাত্মার দেহ মাত্র। শ্রেষ্ঠ কাব্য পাঠে পাঠক জীবনের যেকোন জিজ্ঞাসা সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক সম্বন্ধে গৌণভাবে অবহিত হ'তে পারেন। কিন্তু সৎকাব্য কখনো সাক্ষাৎভাবে কোন সমস্যা সমাধান করতে বসে না। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য-

'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নয়।... কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা কিন্তু ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁরা শিক্ষা দেন না। তারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন'।[৭]

সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, নিছক কোন আদর্শ, মতবাদ প্রতিষ্ঠা করাই কবিতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নয়। নীতিকথা, পরামর্শ, উপদেশ এসব কবিতায় বলা যাবে না বা এসব ছাড়া অন্যসব নীতি বর্জিত তথাকথিত আধুনিক বিষয়ই

৩. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা (মিসর: মাকতাবুল হিলাল, ১৯২৪), ১/৫১ পৃঃ।

৪. সায়ীদ আবুবকর, প্রবন্ধঃ প্রসঙ্গঃ কবিতা, দৈনিক বার্তা ঈদ ও বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৭, পৃঃ ১৭।

৫. মাহবুবুল আলম, বাংলা ছন্দের রূপরেখা (ঢাকাঃ খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৬ইং), পৃঃ ২।

৬. দৈনিক বার্তা ঈদ ও বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৯৭, পৃঃ ১৬; সাহিত্য সন্দর্শন, পৃঃ ২৮।

৭. সাহিত্য সন্দর্শন, পৃঃ ৩৩।

কবিতার প্রকৃত প্রকৃতি তা বলা চলে না। কবিতা লিখতে হ'লে নেশাখোর, লম্পট, আদর্শহীন মন-মগজের অধিকারী হ'তে হবে এমন কথাকেও প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। মূলতঃ কবিতা নিজেই এক ধরনের শক্তির অধিকারী। এই শক্তির বদৌলতেই আমাদের বিশেষ কোন চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। মনের ভেতর সুনীতির উদ্ভব ঘটায়। নীতি প্রচার করা কবিতার বৈশিষ্ট্য নয়, তবু মানুষকে নৈতিক প্রেরণা জোগাতে, মহৎ কোন আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করতে পারবে না, একথাও অস্বীকার যোগ্য।

কবিতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে আমরা দু'ভাগে চিহ্নিত করতে পারি। ভাল কবিতা ও মন্দ কবিতা।

ভাল কবিতা কি? ভাল কবিতা তাই, যা সকলেরই ভাল লাগে। ভাল কবিতা পড়লে মনের ভেতর প্রশান্তির ঢেউ খেলে যায় মৃদু ঝংকারে। ভাল কবিতায় একটা ভাল প্লট থাকা চাই। ছন্দের নিপুণ ব্যবহার আর শব্দের গাঁথুনি মযবূত হওয়া চাই। আর মন্দ কবিতা যা পাঠকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বোধের আঙ্গিনায় সন্দেহ আর দ্বিধার সুকোমল বলয়ে বিষাদের ছায়া ফেলে। অবশ্য এই কথাকে আমরা শিল্পের সঙ্গেও তুলনা করতে পারি। 'কবিতা-শিল্প' হ'ল ভাল কবিতা। শিল্পিত উপস্থাপনায় গ্রন্থিত কবিতাই ভাল কবিতা। এখন আমাদের জানতে হবে শিল্প কি?

শিল্প হচ্ছে মানুষের সুকৃতি এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মসাধন, একটি উন্নত এবং তাৎপর্যবহ কর্মব্যঞ্জনা। শিল্প মানুষের ব্যক্তিগত একটি আবেগের প্রকাশ, আবার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের উন্নত মানসিকতার প্রতিবিম্ব। শিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্যকে বোধের আয়ত্বে আনা। মানুষ তার অনুভূতির দ্বারা সৌন্দর্যকে গ্রহণযোগ্য করে। সৌন্দর্য সব সময় সকলের কাছে ধরা পড়ে না। যা অন্যের কাছে ধরা পড়ে না, শিল্পী তাকে উপলব্ধিতে আনার চেষ্টা করেন।[৮]

কাব্য-প্রসঙ্গে ম্যাথু আর্নল্ডের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। কবিতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'কবিতা মূলত জীবন-দীপিকা (Criticism of life) বা জীবন জিজ্ঞাসা। শ্রেষ্ঠ কবিতা পাঠে পাঠক কবির সুগভীর আন্তরিকতা ও বিষয়-তন্ময়তায় প্রবুদ্ধ হয়। কবি বা ঔপন্যাসিক আদর্শগত জীবনালেখ্য চিত্রিত করে বাস্তব জীবনের সাথে তুলনা করার এমন ইঙ্গিত দান করবেন যে, আদর্শগত জীবন ও বাস্তব জীবনের তুলনার সাহায্যে আমরা যেন জীবন ও জগতের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কাব্যে 'How to live'-এই গভীর প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত পাই। এভাবে কাব্য আমাদের নিকট জীবন-দীপিকার কাজ করে। শ্রেষ্ঠ কবি জীবনের আদর্শগত চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে একদিকে যেমন পাঠকের মনে জীবন রহস্য আলোকিত করে তোলেন, তেমন আবার কিভাবে জীবনযাপন করতে হবে, এই গভীর প্রশ্নের উত্তরদানে সাহায্য করেন'।[৯]

---

৮. সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পের স্বভাব ও আনন্দ (ঢাকাঃ বইপত্র, ১ম প্রকাশঃ এপ্রিল ২০০২ ইং), পৃঃ ৩৩।

৯. সাহিত্য সন্দর্শন, পৃঃ ৩৪।

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। ইহা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে উহা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[১] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[২]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৩] হজ্জের তালবিয়াহ ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[৪] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[৫] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[৬]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[৭] তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী বলেন যে, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে দু'হাত তুলে সকলকে নিয়ে দো'আ করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৯]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১০] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১১] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

---

১. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮।
২. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।
৩. কুরতুবী ১৫/১০৮। *৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।*
৫. নায়ল ৪/২৫১। *৬. ঐ ৩/৫৫।*
৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।
৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিক্বহ ১/৩১৯।
৯. মির'আৎ ২/৩৩০-৩১।
১০. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।
১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশখাত হা/২০৪৮।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১২] ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعـوة المسلمـين অর্থাৎ 'মুসলমানদের দো'আ শামিল হবে' কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৩]

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশো গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১৪] সুতরাং কোন বাধ্যগত কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[১৫] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[১৬]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি'।[১৭]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিন্কা' *(অর্থঃ আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)*।[১৮] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১৯] কিন্তু পটকাবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীরঃ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা সিজদায়ে সহো লাগেনা।[২০]

বারো তাকবীর সম্পর্কিত কাছীর বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত মরফূ হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ فِى الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِمِىُّ-

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও শেষ রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২১] ইমাম মালেক ও আহমাদ তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর বলেন। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।[২২] কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয। আর এটি হ'ল অতিরিক্ত এবং সুন্নাত। দ্বিতীয়তঃ কূফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল 'আছ হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করেন।[২৩] তিনি নিশ্চয়ই সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি। তৃতীয়তঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ৭, ৯, ১১ ও ১৩ তাকবীরের আছার সমূহ ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[২৪] চতুর্থতঃ শায়খ আলবানী উক্ত তাকবীর সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাছ 'অতিরিক্ত তাকবীর' হিসাবে গণ্য করেছেন।[২৫] অতএব অতিরিক্ত তাকবীর কখনো তাকবীরে তাহরীমার ফরয তাকবীরের সাথে যুক্ত হ'তে পারে না। পঞ্চমতঃ উক্ত তাকবীর গুলি ছিল ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। অথচ তাকবীরে তাহরীমা ছানার পূর্বে হয়ে থাকে। অতএব ঈদায়নের ১২ তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীর ছাড়াই হওয়া দলীল সম্মত।

উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِىَ فِىْ هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত।[২৬] তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لَيْسَ فِىْ هَذَا الْبَابِ شَيْئٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَبِهِ أَقُوْلُ

'ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়ায়াত নেই এবং

---

১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।*
১৩. *মির'আৎ ২/৩৩১।*
১৪. *ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭।*
১৫. *ফিক্হ ১/৩১৮।*
১৬. *বুখারী, ফৎহসহ ২/৫৫০-৫১।*
১৭. *ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১৬, নায়ল ৪/২৩১।*
১৮. *ফিক্হ ১/৩১৫।*
১৯. *ফিক্হ ১/৩২২।*
২০. *মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৪১, হাকেম ১/২৯৮।*

২১. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
২২. *মির'আৎ ২/৩৩৮।*
২৩. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৪. *ইরওয়া ৩/১১২।*
২৫. *ঐ ৩/১১৩।*
২৬. *জামে তিরমিযী (দিল্লীঃ ১৩০৮ হিঃ) ১/৭০ পৃঃ; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২, ইবনু মাজাহ (বৈরুতঃ তাবি) হা/১২৭৯।*

আমিও একথা বলে থাকি'।[২৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, বারো তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে 'হাসান' সনদে অনেকগুলি হাদীছ এসেছে। কিন্তু এর বিপরীতে শক্তিশালী বা দুর্বল সনদে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'। হাফেয হাযেমী বলেন, দু'টি হাদীছের মধ্যে যেটির উপরে খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেন, সেটিই অকাট্য। এটা জানা কথা যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ১২ তাকবীরের উপরে আমল করতেন। অতএব এটাই আমলযোগ্য *(মির'আৎ ২/৩৪০)*। হানাফী ফিক্বহ হেদায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যদি ইমাম ৬ তাকবীরের বেশী ১২ তাকবীর দেন, তবে মুক্তাদী তার অনুকরণ করবে। অতএব এটি জায়েয। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাতে[২৮] এবং নয় তাকবীর বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে[২৯] যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাসঊদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন।[৩০] সুতরাং ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

هَذَا رَأْىٌ مِّنْ جِهَةِ عَبْدِ اللَّه رضى الله عنه وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ،

'এটি আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম' আল্লাহ সবাইকে তাওফীক্ব দিন'।[৩১]

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। এটি নাজায়েয হ'লে নিশ্চয়ই তাঁরা এটা আমল করতেন না। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৩২]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হওয়ার তাওফীক দান করুন। -আমীন!!

২৭. *বায়হাক্বী (বৈরুতঃ তাবি) ৩/২৮৬পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৩৯ পৃঃ।*
২৮. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বোম্বাইঃ ১৯৭৯; ২/১৭৩ পৃঃ।*
৩০. *বায়হাক্বী ৩/২৯০ পৃঃ; নায়ল ৪/২৫৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৪৩ পৃঃ; আলবানী-মিশকাত হা/১৪৪৩।*
৩১. *বায়হাক্বী ৩/২৯১ পৃঃ।*
৩২. *মির'আৎ ২/৩৩৮, ৪১ পৃঃ।*

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান যা আল্লাহ্‌র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্যঃ

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[১]

ইবাদতে মালীঃ

ইসলাম মুসলিম উম্মাহ্‌কে পৃথিবীর বুকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এজন্য যাকাতকে 'ইবাদতে মালী' তথা অর্থনৈতিক ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। ছালাত ও ছিয়াম ইবাদতে বদনী বা দৈহিক ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষকে শুদ্ধাচারী ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্বা পুঁজি ভেঙ্গে দিয়ে তা জনসাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয় ও হকদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ 'আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কাফের ও পাপীকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*।

যাকাতের প্রকারভেদঃ

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১- স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা, ২- ব্যবসায়রত সম্পদ ৩-উৎপন্ন ফসল ৪-গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*

ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাবঃ

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, একালে স্বর্ণভিত্তিক নিছাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় *(ইসলামের যাকাত বিধান ১/২৫২)*। গহনাও স্বর্ণের যাকাত হিসাবে গণ্য।

২. ব্যবসায়রত সম্পদ -এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। চলতি বাজার দর হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা ১/২০ অংশ নির্ধারিত।

৪. গবাদি পশুঃ (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর। (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[২]

যাকাতুল ফিৎরঃ

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়।

(ক) আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[৩]

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকার মালিক হওয়া শর্ত নয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। ইমাম নবভী (রহঃ) বলেন, যাঁরা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর 'রায়'-এর অনুসরণ করেন মাত্র।[৪]

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহঃ

ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআনে 'ছাদাক্বাহ' শব্দটি মুৎলাক্ব বা এককভাবে এলে তার অর্থ হবে ফরয ছাদাক্বা।[৫] পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০ আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ

১. **ফক্বীরঃ** নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, ২। **মিসকীনঃ** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারেনা, মুখ ফুটে চাইতেও পারেনা। বাহ্যিক ভাবে তাকে স্বচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩। **'আমেলীনঃ** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, ৪। **ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, ৫। **দাসমুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, ৬। **ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিঃ** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, ৭। **ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা। খাতটি ব্যাপক। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা জিহাদের খাতই প্রধান। আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান ও বিজয়ী করার জন্য যেকোন ইসলামী পথে ব্যয় হবে, ৮। **দুস্থ মুসাফিরঃ** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হ'য়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূত ভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৬]

বায়তুল মাল জমা করা সুন্নাত

ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তার কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বন্টন করা হ'ত।[৭]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বন্টন করাই

---

২. *বিস্তারিত নিছাব 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়ে দেখুন। -লেখক।*

৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।*

৪. *ফাৎহুলবারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।*

৫. *ঐ, তাফসীর ৪/১৬৮।*

৬. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আত হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*

৭. *দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুলবারী হা/১৫১১-এর আলোচনা' মির'আত ১/২০৭।*

হ'ল বায়তুল মাল বন্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বন্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। কেননা নিজ হাতে নিজের যাকাত বন্টন করার মধ্যে একাধিক মন্দ দিক নিহিত রয়েছে। যেমন ১- এর দ্বারা সীমিত সংখ্যক লোক উপকৃত হয়। ২- স্বজনপ্রীতির আধিক্য হ'তে পারে। ৩- নিজের মধ্যে 'রিয়া' ও অহংকার সৃষ্টি হ'তে পারে। ফলে যাকাত কবুল না হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিবে। ৪- এর দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বড় ধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ৫- দেশের অন্যান্য এলাকার হকদারগণ মাহরূম হয়। ৬- যারা আসতে পারে, তারাই পায়। যারা চায় না বা আসতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয়। ৭- একাধিক যাকাত দাতার নিকটে সমর্থ লোকেরা ভিড় করে এবং বেশী পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা দৌড়াতে অসমর্থ, তারা বঞ্চিত হয়।

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহে মুসলমানদের সঞ্চিত হাযার হাযার কোটি টাকার বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যদি যাকাত নেওয়া হয় এবং দেশের মোট উৎপন্ন ফসলের ১/১০ বা ১/২০ অংশ ওশর হিসাবে আদায় করা হয়, অনুরূপভাবে এলাকার কুরবানী ও ফিৎরা সমূহ স্ব স্ব বায়তুল মালে জমা করে তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যয়-বন্টন ও বিনিয়োগ করা হয়, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ যাকাত ও ছাদাক্বাই হ'তে পারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

ছাহাবা চরিত

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)

*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুরআন সংকলনে অবদানঃ

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) কুরআনুল কারীমের যে স্ট্যাণ্ডার্ড কপি তৈরী করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান, সেক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন মূলতঃ হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)। তিনি সিরিয়াবাসীদের সাথে ইরাক, আরমেনিয়া, আজারবাইজান অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এ সকল এলাকার নবদীক্ষিত অনারব মুসলিমদের কুরআন পাঠে তারতম্য লক্ষ্য করে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি মদীনায় ফিরে খলীফাকে বললেন, হে আমীরুল মু'মেনীন! আমি আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের লোকদের দেখেছি, তারা সঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানে না। তাদের কাছে কুরআনের স্ট্যাণ্ডার্ড কপি না পৌঁছাতে পারলে ইহুদী ও নাছারাদের হাতে তাওরাত ও ইনজীলের যে দশা হয়েছে, এ উম্মাতের হাতে আল-কুরআনের দশাও অনুরূপ হওয়ার আশংকা রয়েছে। খলীফা ওছমান (রাঃ) এ অবস্থা অবগত হয়ে উম্মুল মু'মিনীন হাফছা (রাঃ)-এর নিকট থেকে আবুবকর (রাঃ)-এর প্রস্তুতকৃত মাছহাফ নিয়ে যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে কাতিবে অহি-র মাধ্যমে কুরাইশ ভাষায় কুরআন সংকলন করে সকল প্রদেশে প্রেরণ করেন।[১৮]

ইলমে হাদীছে অবদানঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে হুযায়ফা (রাঃ) বিভিন্ন রণাঙ্গনে এবং রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকায় হাদীছ বর্ণনায় অবদান রাখতে পারেননি। তদুপরি যেটুকু অবদান রেখেছেন তা একেবারে কম নয়। তিনি কূফার মসজিদে হাদীছের দরস দিতেন। তাঁর দরসে ইলমে হাদীছের জ্ঞান পিপাসু অনেক ছাহাবী ও তাবেঈ অংশগ্রহণ করতেন। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই তিনি হুঁশিয়ার ছিলেন।[১৯]

তিনি শতাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২০] তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিতভাবে বারটি, এককভাবে বুখারীতে আটটি ও মুসলিমে সতেরটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২১]

তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, আলী ইবনু আবু ত্বালিব, আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল-খুতামী, আল-আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ আন-নাখঈ,

১৮. *তাহযীবুত তাহযীব ২/১৯৩ পৃঃ।*
১৯. *আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ ১/৩৩২ পৃঃ।*
২০. *বুখারী ২/৭৪৬ পৃঃ।*
২১. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ৩/২৩২-৩৩ পৃঃ।*

বিলাল ইবনু ইয়াহইয়া আল-আবসী, ছা'লাবা ইবনু যাহদাম আত-তামীমী, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ আল-বাজালী, হোসাইন ইবনু জুনদুব আবু যাবইয়ান আল-জানবী, খালিদ ইবনু খালিদ, খালিদ ইবনু রবীঈ আল-আবসী, রুবাই ইবনু খিরাস আল-আবসী, আবু আমর আল-কিনদী, যিররু ইবনু হুবাইশ আল-আসাদী, সায়িদ ইবনু ওয়াহাব আল-জুহনী, আবুশ শা'ছা সুলাইম ইবনু আসওয়াদ আল-মাহারেবী, আবু ওয়ায়েল শাকিক ইবনু সালমা আল-আসদী, ছিলাহ ইবনু যুফার আল-আবসী, ত্বারিক ইবনু শিহাব, আবু হামযাহ ত্বালহা ইবনু ইয়াযীদ, আবু ইদরীস আয়িযুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-খাওলানী, আবু ক্বিলাবাহ আব্দুল্লাহ ইবনু ছামিত, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান আল-আশহালী, আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা, আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ আন-নাখঈ, ছা'লাবা ইবনু যাহদাম, মুসলিম ইবনু নুদাইর, হুমাম ইবনুল হারিছ প্রমুখ।[২২]

মুনাফিক ও ফিৎনা সম্পর্কিত জ্ঞানঃ

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে এমন দু'টি গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যে সম্পর্কে অন্য কাউকে অবহিত করেননি। তার একটি হ'ল মুনাফিকদের তালিকা অন্যটি হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ফিৎনা।[২৩]

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, অতীতে পৃথিবীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে তা সবই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন।[২৪]

একদা হুযায়ফা (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবী মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। ওমর (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, ফিৎনা সম্পর্কে কারো কোন কিছু জানা আছে কি? হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে মানুষের যা কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, ছালাত, ছাদাক্বা, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার দ্বারা তার কাফফারা হয়ে যায়। ওমর (রাঃ) বললেন, আমার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এটা নয়। আমাকে সে ফিৎনার কথা বলুন, যা বিক্ষুব্ধ সাগরের উত্তাল ঊর্মী মালার মত হয়ে উঠবে। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, তবে এ বিষয়ে আপনার দ্বিধান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা সে ফিৎনা এবং আপনার মাঝে একটা দরজার বাঁধা আছে। ওমর (রাঃ) জানতে চাইলেন দরজা খোলা হবে, না ভেঙ্গে ফেলা হবে? তিনি বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। ওমর (রাঃ) বললেন, তাহ'লে তো আর কখনও থামবে না। হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাই। প্রখ্যাত তাবেঈ শাক্বীক অন্য এক সময় হুযায়ফা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ওমর (রাঃ) কি সে দরজা সম্পর্কে জানতেন? তিনি বললেন, তোমরা যেমন জান দিনের পর রাত হয় ঠিক তেমনি তিনিও দরজা সম্পর্কে জানতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল- দরজার অর্থ কি? হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, ওমর (রাঃ) নিজেই।[২৫]

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বর্তমান সময় হ'তে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সময়ের সকল ফিৎনা সম্পর্কে জানি। তবে একথা দ্বারা কেউ যেন না বুঝে যে, আমি ছাড়া আর কেউ বিষয়টি জানত না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মজলিসে কথাগুলি বলেছিলেন। ছোট-বড় সকল ঘটনার সংবাদ দিয়েছিলেন। তবে সেই মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একমাত্র আমি ছাড়া আজ আর কেউ বেঁচে নেই।[২৬]

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, যতদিন প্রতিটি গোত্রের মুনাফিকরা তার নেতা না হবে ততদিন ক্বিয়ামত হবে না। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, কোন ফিৎনা সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, যদি তোমার সামনে ভাল ও মন্দ দু'টিই পেশ করা হয় আর কোনটি তুমি গ্রহণ করবে তা ঠিক করতে না পার, তাহ'লে সেটাই বড় ফিৎনা। তিনি আরো বলেন, মানবজাতির জন্য এমন এক সংকটময় মুহূর্ত আসবে যখন কেউ ফিৎনা থেকে মুক্তি পাবে না। শুধু তারাই মুক্তি পাবে যারা পানিতে নিমজ্জমান ব্যক্তির ডাকার মত আল্লাহ্কে ডাকবে।[২৭]

একদা ওমর (রাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কর্মকর্তাদের মাঝে কি কোন মুনাফিক আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ একজন আছে। খলীফা বললেন, আমাকে তার একটু পরিচয় দাও। তিনি বললেন, আমি তার পরিচয় দিব না। উল্লেখ্য, সেই মুনাফিকটিকে ওমর (রাঃ) অল্প কিছুকাল পর বরখাস্ত করেন। সম্ভবতঃ আল্লাহ ওমর (রাঃ)-কে সঠিক হেদায়াত দিয়েছিলেন।[২৮]

একদা ছালাতান্তে হুযায়ফা (রাঃ) মসজিদে বসে আছেন, ইতিমধ্যে ওমর (রাঃ) তাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, হুযায়ফা অমুক মারা গেছে, চলুন তার জানাযায় যাই। একথা বলে তিনি মসজিদ থেকে বের হ'তে লাগলেন হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন হুযায়ফা (রাঃ) স্বস্থানে পূর্বাবস্থায় বসে আছেন। তিনি বুঝতে পেরে তাঁর কাছে ফিরে এসে বললেন, হুযায়ফা, আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, সত্যি করে বলতো আমিও কি মুনাফিকদের একজন? হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই না। আপনার পর আর কাউকে কখনো আমি এমনভাবে সত্যায়ন করব না।[২৯]

চরিত্র ও মর্যাদাঃ

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) ছিলেন সত্যবাদিতা, দানশীলতা, সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা ও ন্যায়পরায়নতার মূর্তপ্রতীক। তাঁর পিতাকে যারা ভুলক্রমে হত্যা করেছিল,

---

২২. প্রাগুক্ত।
২৩. সিয়ারু আলামিন-নুবালা ২/৩৬১ পৃঃ।
২৪. তাহযীবুল কামাল ৪/১৯২ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ২/১৯৩ পৃঃ; আল-ইছাবাহ ১/৩১৮ পৃঃ।
২৫. বুখারী ১/১৪ পৃঃ; মুসলিম হা/১৪৪; তিরমিযী হা/২২৫৯।
২৬. তাহযীবুত তাহযীব ১/১৯৩ পৃঃ; আল-ইছাবা ১/৩৩২ পৃঃ।
২৭. বুখারী, 'কিতাবুল ফিতান' ২/১০৫১ পৃঃ।
২৮. মুসলিম ২/৩৯৭ পৃঃ।
২৯. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৪/১৩৬ পৃঃ।

তিনি তাদের প্রতি উত্তেজিত হননি বা প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেননি। বরং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেছেন। উরওয়া ইবনু জুবাইর (রাঃ) বলেন, ক্ষমা ও সহনশীলতার গুণ দু'টি হুযায়ফা (রাঃ)-এর মধ্যে আমরণ বিদ্যমান ছিল।[৩০]

তিনি সত্যবাদিতার এমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন যে, তাঁর ছাত্র বিরঈ যখন তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করতেন, তখন তিনি বলতেন, حَدَّثَنِي مَنْ لَمْ يَكْذِبْنِي 'আমাকে এমন ব্যক্তি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যিনি আমাকে মিথ্যা বলেননি'। তাঁর এ কথা লোকেরা বুঝত যে সনদে উল্লেখিত ব্যক্তিটি হুযায়ফা (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ নন।[৩১] একটি হাদীছে এসেছে,

كَانَ النَّاسُ يَسْئَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي-

'লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন, আর আমি তাঁকে প্রশ্ন করতাম অকল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে। এজন্য যে, যাতে আমি অকল্যাণকর কাজে নিপতিত না হই'।[৩২]

হুযায়ফা (রাঃ) পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি ছিলেন দারুণ উদাসীন। এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, মাদায়েনের গভর্ণর থাকা কালেও তাঁর জীবন যাপনে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। অনারব পরিবেশ এবং সে সাথে ইমারতের পদে অধিষ্ঠিত থাকা, এত কিছু সত্ত্বেও তাঁর কোন সাজসজ্জা ছিল না। বাহনের জন্য সব সময় একটি গাধা ব্যবহার করতেন। এমনকি জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম খাবার ছাড়া কাছে আর কিছুই রাখতেন না।[৩৩]

আলক্বামা (রাঃ) বলেন, আমি শাম দেশে গিয়ে তথাকার মসজিদে ছালাত সমাপন করে বললাম, اَللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيْسًا صَالِحًا 'হে আল্লাহ! আমাকে একজন সৎ সাথীর সাহচর্য লাভ সহজ করে দাও'। ইতিমধ্যে আমার পাশে একজন বৃদ্ধ লোক এসে বসলেন। আমি লোকদেরকে বৃদ্ধ লোকটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললাম ইনি কে? আমাকে বলা হ'ল, ইনি প্রখ্যাত ছাহাবী আবু দারদা (রাঃ)। আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আমি আল্লাহ্‌র নিকট একজন সৎ সাথীর জন্য প্রার্থনা করেছি এবং তাঁর প্রেক্ষিতে আল্লাহ আপনার সাহচর্য লাভ করার সুযোগ দিয়েছেন। আবু দারদা (রাঃ) বললেন, তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ? আমি বললাম, কূফা থেকে। তখন তিনি বললেন, لَيْسَ فِيْكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِيْ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِي حُذَيْفَةَ 'তোমাদের কি সেই মহান ব্যক্তিটি নেই যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপন বিষয় (মুনাফিকদের নাম তালিকা ও ফিৎনা) সম্পর্কে অবগত। তিনি ব্যতীত এ বিষয়ে অন্য কেউ অবহিত নন। আর সেই ব্যক্তিটি হ'লেন, হুযায়ফা (রাঃ)'। তাঁর সাহচর্য লাভ করতে পারলেই তুমি ধন্য হ'তে।[৩৪]

তিনি শরী'আতের কোন হুকুম-আহকাম যথাযথ পালিত হ'তে না দেখলে তাঁর রাগের সীমা থাকত না। শরী'আতের কোন কাজ বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক হওয়া তিনি সহ্য করতে পারতেন না। মাদায়েনে অবস্থানকালে একবার এক গোত্র প্রধানের গৃহে পানি চাইলেন। গোত্র প্রধান রূপার পাত্রে পানি দিলে তিনি ভীষণভাবে ক্ষেপে যান। তার হাত থেকে পাত্রটি নিয়ে তিনি গোত্র প্রধানের গায়ে ছুড়ে মারেন, তারপর তিনি বলেন, আমি আপনাকে সতর্ক করে দেইনি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোনা-রূপার পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন?[৩৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এমন কোন নবী নেই যে, আল্লাহ তাঁকে সাতজন পরম বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক দান করেননি। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে চৌদ্দজন নিবেদিতপ্রাণ বন্ধু দান করেছেন। তাঁরা হ'লেন- হামযা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, আবুবকর ইবনু আবী কুহাফা, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, আলী ইবনু আবু ত্বালিব, জা'ফর ইবনু আবু ত্বালিব, হাসান ইবনু আলী, হোসাইন ইবনু আলী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আবু যার গিফারী, মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিন্দী, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, আম্মার ইবনু ইয়াসার বিলাল ইবনু রাবাহ ও সালমান ফারেসী (রাঃ)।[৩৬]

অন্তিমকালঃ

অন্তিম কাল সমাগত হ'লে হুযায়ফা (রাঃ)-এর মধ্যে এক আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাঁর সাদাসিধে ভাব আরো বেড়ে যায় এবং দারুণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সব সময় কান্নাকাটি করতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করত, 'হে হুযাইফা! আপনি কাঁদছেন কেন'? তখন তিনি বলতেন, 'দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দে মোহাবিষ্ট হয়ে আমি কাঁদছি না। বরং মৃত্যুই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। কিন্তু কাঁদছি এই জন্য যে, মৃত্যুর পর আমার যে কি অবস্থা হবে, (আল্লাহ) আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন নাকি অসন্তুষ্ট হবেন'। অতঃপর তিনি বলেন, هَذِهِ آخِرُ سَاعَةٍ مِّنَ الدُّنْيَا اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّيْ أُحِبُّكَ فَبَارِكْ لِيْ فِيْ لِقَائِكَ 'এটাই আমার দুনিয়ার জীবনের শেষ মুহূর্ত। হে আল্লাহ! তোমার সাক্ষাত আমার জন্য কল্যাণময় কর। তুমি তো জান আমি তোমায় কত ভালোবাসি'।[৩৭]

তাঁর অন্তিম শয্যায় একদা রাতের বেলায় কয়েকজন ছাহাবী তাঁকে দেখতে গেলেন। হুযায়ফা (রাঃ) তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেন, এটা কোন সময়? তাঁরা বললেন, প্রভাতের

৩০. ঐ, ৪/১৩৬ পৃঃ।
৩১. সিয়ারু আলামিন-নুবালা ২/৩৬৩ পৃঃ।
৩২. বুখারী, 'কিতাবুল মাগাযী', ২/৫৮১ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ৪/১৯২ পৃঃ; সিয়ারু আলামিন-নুবালা ২/৩৬২ পৃঃ।
৩৩. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ৩/২৩৪।
৩৪. বুখারী, 'কিতাবুল ফিতান', ২/১০৫১ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ২/১৯৩।
৩৫. বুখারী, 'মানাক্বিবু আম্মার ওয়া হুযায়ফা' ১/৫৪৯-৫০ পৃঃ।
৩৬. বুখারী হা/৩৭৪২ ও ৩৭৬১; সিয়ারু আলামিন-নুবালা ১/৪১৭ পৃঃ।
৩৭. উসদুল গাবাহ ফী মারিফাতিছ ছাহাবাহ ১/৩৯২ পৃঃ।

কাছাকাছি সময়। তিনি বললেন, আমি সেই সকালের ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই যা আমারদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। একথাটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন,

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ الْفَقْرَ عَلَي الْغِنَي وَأُحِبُّ الذِّلَّةَ عَلَي الْعِزِّ وَأُحِبُّ الْمَوْتَ عَلَي الْحَيَاةِ

'হে আল্লাহ! তুমি তো জান, আমি সচ্ছলতার পরিবর্তে অসচ্ছলতাকে, ইযযতের পরিবর্তে যিল্লতীকে, জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুকে ভালবাসি। তাঁর সর্বশেষ কথাটি ছিল- حَبِيْبٌ جَاءَ عَلَي شَوْقٍ لاَ أَفْلَحَ مَنْ نَدِمْ 'অতি আবেগের সাথে বন্ধু এসেছে, যে অনুশোচনা করে তার সফলতা নেই'।[৩৮]

তিনি ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের চল্লিশ দিন পর ছত্রিশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৩৯]

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্যঃ

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ইরাকের বাদশাহ ফায়ছাল এক রাতে একটি আজব স্বপ্ন দেখলেন। তাঁকে প্রখ্যাত ছাহাবী হুযায়ফা (রাঃ) বলছেন, ফায়ছাল! জাবির বিন আব্দুল্লাহ ও আমার লাশ কবর থেকে তুলে জলদী করে দজলা নদী থেকে দূরে নিয়ে দাফন কর। কারণ আমার কবরের মধ্যে পানি ঢুকে পড়েছে আর জাবিরের কবরে লোনা ধরে গেছে। সকাল হ'ল। দিনের কোলাহলে বাদশাহ রাতের সেই স্বপ্নের কথা বিলকুল ভুলে গেলেন।

দ্বিতীয় রাতেও বাদশাহ একই স্বপ্ন দেখলেন। কিন্তু এবারও তিনি দিনের বেলায় ভুলে গেলেন সে স্বপ্নের কথা।

আল্লাহ্র কি কুদরত! তৃতীয় রাতে সেই একই স্বপ্ন দেখলেন বাগদাদের গ্রাণ্ড মুফ্তী। স্বপ্নে গ্রাণ্ড মুফতীকে বুযুর্গ ব্যক্তি বলছেন, 'বাদশাহকে দু'-দু-বার আমাদের লাশ সরানোর কথা বলেছি। কিন্তু তিনি বার বার স্বপ্নের কথা ভুলে যাচ্ছেন। এখন তোমার উপর এ কাজের দায়িত্ব দিলাম। তুমি জলদী আমাদের লাশ এখান থেকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় দাফনের ব্যবস্থা করো।

মুফতী এই আজব স্বপ্ন দেখে একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন। সকাল হ'লেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নূরী আস-সাঈদের সাথে দেখা করে সব কথা খুলে বললেন। পরে তাঁরা দু'জনে বাদশাহ্র কাছে গিয়ে সব কথা বললেন। বাদশাহ সাথে সাথেই বলে উঠলেন, কি আশ্চর্য! আমিও পরপর দু'রাত একই স্বপ্ন দেখেছি। মুফতী ছাহেব, এ তো বড় চিন্তার কথা! আপনি বলুন, এখন কি করা যায়? মুফতী ছাহেব বললেন, হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, আমাদের এখান থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় দাফন করো। এর চেয়ে পরিষ্কার কথা আর কি হ'তে পারে? বাদশাহ তখন বললেন, আগে পরীক্ষা করে দেখা যাক, সত্যিই কবরের ভেতর পানি ঢুকেছে কি-না। বাদশাহর হুকুমে কবর থেকে নদীর বিশ ফুট দূরে মাটি খোঁড়া হ'ল। কিন্তু কোথাও পানির কোন চিহ্নও পাওয়া গেলো না। চোখে পড়লো না লোনা ধরার কোন নমুনা। বিষয়টি বাদশাহকে জানানো হ'ল। তিনি এ খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'লেন।

সেই রাতে বাদশাহ আবারও দেখলেন সেই একই স্বপ্ন। শুনলেন সেই একই ব্যাকুল কণ্ঠস্বর, এখান থেকে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেও। আমাদের কবরে পানি জমতে শুরু করেছে।

বাদশাহ ইঞ্জিনিয়ারদের রিপোর্টে জেনেছেন যে, কবরে পানি ঢোকেনি। তাই স্বপ্নের গুরুত্ব দিলেন না। পরের রাতে হুযায়ফা (রাঃ) স্বপ্নে মুফতী ছাহেবকেও বললেন একই কথা। সকাল বেলা মুফতী ছাহেব বাদশাহ্র কাছে গিয়ে বললেন, স্বপ্নের কথা। এবার বাদশাহ রাগ করে বললেন, 'মুফতী ছাহেব মাটি খোঁড়ার সময় সেখানে আপনিও ছিলেন, সেখানে পানি বা লোনা ধরার কোন নমুনাই পাওয়া যায়নি। তবুও কেন এ ব্যাপারে অযথা আমাকে বিরক্ত করছেন?

মুফতী ছাহেব মোটেও ঘাবড়ালেন না। তিনি বললেন, যাই হোক, স্বপ্নে একই কথা যখন বার বার বলা হচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হয়েছে। আমার মতে কবর খুড়ে দেখা যাক, আসল ব্যাপারটা কি?

বাদশাহ বললেন, তাই হোক। এ সম্পর্কে আপনি ফৎওয়া জারী করুন। মুফতী ছাহেব কবর খোঁড়ার ফৎওয়া জারী করলেন। বাদশাহ্র ফরমান এবং মুফতী ছাহেবের ফৎওয়া খবরের কাগজে প্রকাশিত হ'ল। সারা দুনিয়া এ খবর ফলাও করে প্রচার করল। এ খবরে সর্বত্র হৈ চৈ পড়ে গেল। শেষে ঠিক হ'ল হজ্জের দশদিন পর কবর খোঁড়া হবে। এই আজব ঘটনা দেখার জন্য পাঁচ লক্ষ কৌতুহলী মানুষ এসে জড়ো হ'ল।

সেদিন ছিল সোমবার। লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে কবর দু'টো খোঁড়া হ'ল। দেখা গেল, সত্যি স্বপ্ন মুতাবিক হুযায়ফা (রাঃ)-এর কবরে কিছুটা পানি ঢুকে গেছে, আর জাবির (রাঃ)-এর কবরে লোনা ধরতে শুরু করেছে। আরও আজব ব্যাপার লাশ দু'টির কাফন এবং চুল-দাঁড়ি বিলকুল ঠিক রয়েছে, একটুও নষ্ট হয়নি। দেখে মনেই হয়নি যে, লাশ দু'টো সাড়ে তেরশ' বছর আগের। তাঁদের দু'জনের চোখই খোলা ছিল। উপস্থিত ডাক্তারেরা এ অবস্থা দেখে থমকে যান।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন জার্মান চক্ষু চিকিৎসক এই অপূর্ব দীপ্তিময় চোখ দেখে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। শেষে এ মহান দু'ছাহাবীর লাশ দু'টি মাদায়েন শহরের ভেতরে ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়েছে।[৪০]

---

৩৮. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৪/১৩৮; সিয়ারু আলামিন-নুবালা ২/৩৬৮ পৃঃ।

৩৯. আল-ইছাবা ১/৩৩২ পৃঃ।

৪০. আবুল খায়ের আহমদ আলী, সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রাঃ) (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭) পৃঃ ১১-১৪।

Contents

অর্থনীতির পাতা

সূদ হারামের অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا، 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। মনে রাখা দরকার, আল্লাহ তা'আলা ঐ সব কাজ ও বিষয়কে মানবজাতির জন্যে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন, যার মধ্যে অপরিমেয় অকল্যাণ বা ক্ষতি রয়েছে। পক্ষান্তরে ঐসব বিষয়কে হালাল বা বৈধ হিসাবে গণ্য করেছেন, যার দ্বারা সমাজের বা মানবগোষ্ঠীর চিরকালীন মঙ্গল বা হিতসাধন নিশ্চিত হবে। বস্তুতঃ তাঁর কাজের সকল ক্ষেত্রেই একাধারে কল্যাণ ও যুক্তির যে সম্পর্ক রয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই তিনি যেসব দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সেসব বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেওয়াই উচিৎ। তবে মানুষের মধ্যে যেহেতু তিনিই জ্ঞান দিয়েছেন, যুক্তি ও বিচারের ক্ষমতা প্রদান করেছেন সেহেতু তাঁর নির্দেশ সমূহের যৌক্তিকতা ও অন্তর্নিহিত সারবত্তা বিশ্লেষণ করাও মানুষেরই দায়িত্ব। কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজেই আল-কুরআনে বহু জায়গায় চিন্তা করতে, পর্যবেক্ষণ করতে, গভীরভাবে অনুধাবন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আজকের সময়ে সূদ তেমনি একটি বিষয়, যার গভীর পর্যালোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ গোটা সমাজ সূদের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ উভয়েরই অর্থনৈতিক লেনদেন ও আর্থিক কার্যক্রমে সূদ এত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট যে, এদু'টি মতবাদ সূদ ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করার চিন্তাই করা যায় না। অথচ ইসলামে সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক কার্যক্রম হ'তে শোষণের অবসান ও যুলুমতন্ত্রের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যে মোক্ষম আঘাতটি ইসলাম হেনেছে তা হচ্ছে সূদের উচ্ছেদ। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ও অর্থনীতিতে যাবতীয় অসৎ কাজের মধ্যে সূদকে সবচেয়ে পাপের বিষয় বলে গণ্য করা হয়েছে। এক হাদীছে বলা হয়েছে, اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ جُزْءً، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ 'সূদের গোনাহে সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ এ পরিমাণ যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় মাতাকে বিবাহ করে' *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, সনদ ছহীহ, দ্রঃ সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৭১; হেদায়াতুর রুওয়াত ৩/১৫৩ পৃঃ)* (নাঊযুবিল্লাহ)। এ কারণেই জানা প্রয়োজন, সূদ কিভাবে সমাজকে তিলে তিলে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। সূদের অন্তর্নিহিত খারাপ বা অকল্যাণকর দিকগুলি কি? সমাজে সূদ যে বিষবাষ্প ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে যার করাল গ্রাস হ'তে সহজে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়, সেই বিষাক্ত প্রসঙ্গগুলি আলোচনা করলেই বোঝা যাবে সূদের মতো সমাজ বিধ্বংসী অর্থনৈতিক হাতিয়ার আর দ্বিতীয়টি নেই। সূদের কুফলগুলির প্রতি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, সূদ কেন চিরতরে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। নীচে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণের সাহায্যে সেই চেষ্টাই করা হ'ল-

১. সূদের ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়ঃ সূদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে), অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যসামগ্রীর বিক্রিমূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সূদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সূদ যোগ করে দেওয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চার বার পর্যন্ত, ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশীবার সূদ যুক্ত হয়ে থাকে। ফলে দ্রব্যসামগ্রী মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে থাকে। সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হয় দ্রব্যমূল্যের যাঁতাকলে।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা সহজে বোঝা যাবে। আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের কথাই ধরা যাক। এদেশে যে তুলা উৎপন্ন হয় তা দিয়ে আমাদের বস্ত্রশিল্পের ১০% চাহিদা পূরণ হয় না। ফলে বিদেশ হ'তে তুলা আমদানী করতেই হয়। এজন্য আমদানীকারকরা বিদেশ থেকে তুলা আমদানীর জন্য ব্যাংক হ'তে যে ঋণ নেয় তার জন্য সূদ যুক্ত হয় ঐ আমদানীকৃত তুলার বিক্রয় মূল্যের উপর। এবার সুতার কলগুলিও ব্যাংক হ'তে ঋণ নেয় তুলা কেনার জন্য ও অন্যান্য ব্যয় মেটাবার জন্য। একে বলা হয় 'ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল'। এজন্য প্রদেয় সূদ যুক্ত হয় ঐ তুলা থেকে তৈরী সুতার উপর। পুনরায় ঐ সুতা হ'তে কাপড় তৈরীর সময়ে বস্ত্রকলগুলি যে ঋণ নেয় সুতা ক্রয় ও কারখানা চালাবার জন্য সেই অর্থের উপর এদের সূদ যুক্ত হয় তৈরী করা কাপড়ের উপর। এরপর এজেন্ট বা ডিলার তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ঐ কাপড় কেনার জন্য ব্যাংক হ'তে যে ঋণ নেয় তারও সূদ যুক্ত হয় ঐ কাপড়ের মূল্যের উপর। এভাবে চারটি পর্যায় বা স্তরে সূদের অর্থ যুক্ত হ'লে বাজারে যখন ঐ কাপড় খুচরা দোকানে বিক্রির জন্য আসে বা প্রকৃত ভোক্তা ক্রয় করে, তখন সে আসল মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী দাম দিয়ে থাকে।

ব্যাংকের হিসাব কষে বিষয়টা আরও স্পষ্ট করা যাক। ধরা যাক, বিদেশ হ'তে তুলা আমদানীর জন্যে কোন আমদানীকারক ব্যাংক হ'তে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নিল। পূর্বে উল্লিখিত চারটি পর্যায় পেরিয়ে ঐ তুলা হ'তে তৈরী কাপড় বাজারে ক্রেতার নিকট পর্যন্ত পৌঁছলে সূদজনিত মূল্য বৃদ্ধির চিত্রটি কেমন দাঁড়াবে? এখানে দু'টো অনুমিতি (Assumption) ধরা হয়েছেঃ (ক) ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণের

* *প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; সদস্য, শরী'আহ কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।*

জন্য সূদের হার সকল ক্ষেত্রেই ১৬% এবং (খ) উৎপাদন, বিপণন, গুদামজাতকরণ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাংক হ'তে ঋণ নেওয়া হয়েছে। এই উদাহরণে বিভিন্ন পর্যায়ের অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় ধরা হয়নি। এসব আবশ্যকীয় ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে জাহাজ ভাড়া, কুলি খরচ, গুদাম ভাড়া, পরিবহণ ব্যয়, বিদ্যুৎ/জ্বালানী ব্যয়, শ্রমিকের মজুরী/বেতন, সরকারী কর বা শুল্ক প্রভৃতি। অর্থাৎ শুধুমাত্র সূদ প্রদানের জন্য কত ব্যয় বাড়ছে বা দ্রব্যমূল্যের চিত্রটি কেমন দাঁড়াচ্ছে সেটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

ক. আমদানীকারীর তুলার ক্রয়মূল্য ১০,০০,০০০/= হ'লে ঐ তুলার বিক্রয়মূল্য দাঁড়াবে ১১,৬০,০০০/=

খ. সুতা তৈরীর কারখানার তুলার ক্রয়মূল্য ১১,৬০,০০০/= হ'লে ঐ সুতার বিক্রয়মূল্য দাঁড়াবে ১৩,৪৫,৬০০/=।

গ. কাপড় তৈরীর মিলের সুতার ক্রয়মূল্য ১৩,৪৫,৬০০/= হ'লে তৈরী কাপড়ের বিক্রয়মূল্য দাঁড়াবে ১৫,৬০,৮৯০/=।

ঘ. কাপড়ের মিল হ'তে এজেন্ট/ডিলারের কাপড়ের ক্রয়মূল্য ১৫,৬০,৮৯০/= হ'লে তার বিক্রয়মূল্য দাঁড়াবে, অর্থাৎ পাইকারী/খুচরা বিক্রেতারা তার কাছ থেকে কিনবে ১৮,১০,৬৪০/= দরে।

অতএব খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, তুলার মূল ক্রয়মূল্য ছিল ১০,০০,০০০/=, অথচ সেই মূল্য হ'তে তৈরী কাপড় প্রকৃত ক্রেতার বা ভোক্তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে সূদ বাদেই চূড়ান্ত মূল্যের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে অতিরিক্ত ৮,১০,৬৪০/= যুক্ত হয়েছে যা পরিণামে ভোক্তাকেই দিতে হবে। কারণ চূড়ান্ত বিচারে শেষাবধি প্রকৃত ভোক্তাকেই মোট সূদের প্রকৃত ভার বহন করতে হয়। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হ'ল সূদ দিতে না হ'লে অর্থাৎ সমাজে সূদ না থাকলে এই অতিরিক্ত বিপুল পরিমাণের অর্থ (এক্ষেত্রে টাকা পিছু ০.৮১ পয়সা) ভোক্তাকে দিতে হ'ত না।

এভাবে সমাজে দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রত্যেকটিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূদ জড়িয়ে রয়েছে। নিরুপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সূদের জন্য সৃষ্ট এই চড়া মূল্য দিতে হয়। সূদনির্ভর অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অথচ সূদ না থাকলে অর্থাৎ সূদবিহীন অর্থনীতি চালু থাকলে, এই যুলুম হ'তে জনগণ রেহাই পেতে। এই যুলুম হ'তে রাস্তার ভিখারী থেকে বিত্তশালী কারোরই রেহাই নেই। সূদের হারের চেয়ে আয় বৃদ্ধির বার্ষিক হার বেশী না হ'লে, মানুষ আরও দরিদ্র হ'তে বাধ্য, জীবন যাত্রার মান কমতে বাধ্য। পক্ষান্তরে সূদ না থাকলে তার জীবন যাত্রার ব্যয় কম হ'ত, ফলে তার জীবনে স্বস্তির সৃষ্টি হ'ত।

২. সূদ সমাজ শোষণের নীরব, কিন্তু অত্যন্ত বলিষ্ঠ মাধ্যমঃ সূদভিত্তিক লেনদেনের ফলেই সমাজে শোষণ সার্বিক, সামষ্টিক, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক হওয়ার সুযোগ হয়েছে। সূদভিত্তিক ব্যাংক ও বীমা ব্যবসার কারণে ছোট ছোট সঞ্চয় একত্র করে বিরাট পুঁজি গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বীমা ও ব্যাংক ব্যবসায়ে নিযুক্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এই পুঁজি চড়া সূদে ঋণ দিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। একই সাথে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বাছ-বিচারের কারণে ধনীরা বিপুল অংকের ঋণ পায়, অথচ দরিদ্র তার ভগ্নাংশও আশা করতে পারে না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক শ্রেণী বৈষম্য। উপরন্তু বাংলাদেশের সূদী ব্যাংকগুলি এখন তাদের প্রদত্ত সূদকে ক্ষেত্র বিশেষে মুনাফার লেবাস পরিয়ে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ফলে প্রতারিত হচ্ছে ধর্মপ্রাণ মুসলমান।

আধুনিক সূদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজ শোষণ যে সার্বিক ও কৌশলপূর্ণ রূপ নিয়েছে, একটা উদাহরণের সাহায্যে তা তুলে ধরা হ'লঃ ব্যাংকে টাকা আমানতকারীরা যে অর্থ জমা রাখে তার পুরোটা ব্যাংক কখনই তার নিজের কাছে গচ্ছিত রাখে না। সাধারণতঃ ঐ অর্থের ৯০% ঋণ দিয়ে থাকে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের। তারা এই অর্থের জন্য ব্যাংককে যে সূদ দিয়ে থাকে তা তারা আদায় করে নেয় জনগণের নিকট হ'তেই তাদের প্রদত্ত সেবা ও পণ্যসামগ্রীর মূল্যের সঙ্গেই। ইতিপূর্বে উল্লিখিত তুলা-সুতা-কাপড় তৈরী ও বিক্রির উদাহরণ এক্ষেত্রে পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই জনগণের মধ্যে ঐসব ব্যক্তিরাও রয়েছেন, যারা ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রেখেছিলেন সূদের মাধ্যমে নিশ্চিত নিরাপদ আয়ের উদ্দেশ্যে। মনে রাখা দরকার, ঋণগ্রহীতার নিকট হ'তে আদায়কৃত সূদ হ'তে ব্যাংক একটা অংশ নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য রেখে বাকী অংশ আমানতকারীদের এ্যাকাউন্টে জমা করে দেয় তাদের প্রাপ্য সূদ বাবদ। এভাবেই ব্যাংক মাছের তেলে মাছ ভেজে নেয়। পরিণামে প্রতারিত হয় আমানতকারীরা। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির লক্ষ লক্ষ ব্যাংক হিসাবধারী ব্যক্তি কি কখনও তা তলিয়ে দেখার অবকাশ পায়? বরং বছর শেষে পাশ বই বা কম্পিউটারাইজড় এ্যাকাউন্ট ব্যালান্স শীটে যখন আমানতের বিপরীতে সূদ বাদে প্রাপ্ত অর্থ দেখে তখন তারা দৃশ্যতঃই পুলকিত বোধ করে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা আরও একটু পরিষ্কার করা যাক।

সূদের জন্য উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ীকে ভোক্তা অর্থাৎ আমানতকারী মূল্যের আকারে প্রদান করে শতকরা ১৬/=।

সূদ বাবদ আমানতকারী ব্যাংক হ'তে পায় শতকারা ৬/=।

অতএব ব্যাংকে সঞ্চয়ের বিপরীতে আমানতকারীর নীট লোকসান দাঁড়ায় শতকরা ১০/=।

বর্তমানে চালু সূদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং সামষ্টিক অর্থনীতির (Macroeconomics) কর্মকৌশলের প্রেক্ষিতে কোনভাবেই এই অদৃশ্য অথচ প্রকৃতই লোকসান বা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই, এই শোষণ প্রতিরোধেরও কোন সহজ উপায় নেই।

৩. সূদের কারণে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছেঃ বাংলাদেশেরই শুধু নয়, দুনিয়ার অধিকাংশ কৃষি প্রধান দেশে কৃষকেরা ফসল ফলাবার তাকীদে নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। এই ঋণ শুধু আত্মীয় স্বজন বা গ্রামীণ মহাজনের কাছ থেকেই নেয় তা

নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক হ'তেও নিয়ে থাকে। কিন্তু আশানুরূপ বা আশাতিরিক্ত ফসল হওয়া সব সময়েই অনিশ্চিত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তো রয়েছেই। যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে ফসল খুবই কম হয়, তবুও কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সূদসহ তার ঋণ শোধ করতেই হবে। তখন হয় তাকে আবার নতুন ঋণের সন্ধানে বের হ'তে হয় অথবা জমি-জিরাত বেচে কিংবা বন্ধক রেখে সূদসহ আসল পরিশোধ করতে হয়। তা না হ'লে কি মহাজন, কি ব্যাংক, কি এনজিও সকলেই আদালতে নালিশ ঠুকে তার সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করে নেবে। নীলামে চড়াবে দেনার দায়ে।

এখানেও একটা বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, কৃষি ব্যাংক হ'তে আলু চাষের জন্য কোন কৃষক ১৬% সূদে ৫০০০/= ঋণ নিল। এজন্য তাকে অবশ্যই বছর শেষে বাড়তি ৮০০/= পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ ঐ কৃষকের জমিতে সাধারণতঃ যে আলু সচরাচর উৎপন্ন হ'ত তা বেচে অন্ততঃ আরও ৮/১০ মন আলু বেশী উৎপন্ন হ'তে হবে। আলুর মণপ্রতি পাইকারী বাজার দর ১০০/= হ'লে তার অবশ্যই আরও আট মণ আলু অতিরিক্ত উৎপাদন হওয়া চাইই। মজার কথা হ'ল, আলুর ফলন যদি কোনবার বেশী হয় তাহ'লে তা সাধারণতঃ এলাকার সকল চাষীর ক্ষেতেই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রায়শই দাম পড়ে যায়। আলুর দাম যদি মণপ্রতি ১০০/= হ'তে ৮০/= তে নেমে আসে, তাহ'লে চাষীর এক্ষেত্রে ঘাটতি হবে ১৬০/=। এ ঘাটতি শুধু ঐ আট মণের ক্ষেত্রেই, এমন কিন্তু নয়। তার পুরো আলুর দামই মণপ্রতি ৮০/= হারে পেলে মোট ফসলের জন্য নীট ঘাটতি হবে অনেক বেশী। উপরন্তু ঋণের পরিমাণ যতবেশী হবে সূদ শোধের ক্ষেত্রে ঘাটতিও তত বেশী হবে। ফলে তাকে পরবর্তীবারে আরও বেশী ঋণ নিতে হবে এবং এক সময়ে ঋণ পরিশোধের জন্য জমি বিক্রি করতে শুরু করতে হবে। এভাবেই এক সময়ের ভূমিমালিক ভূমিহীন বা প্রান্তিক কৃষকে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

৪. সূদ গ্রহীতারা সমাজের পরগাছাঃ সমাজে একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সূদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সেকাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সূদের অর্থ পরিশোধ করতেই হবে। ফলে বহু সময়ে ঋণগ্রহীতাকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হ'লেও সূদসহ আসল পরিশোধ করতে হয়। সূদগ্রহীতারা সমাজে নানা নামে পরিচিত, অন্যের শ্রমে ও উপার্জনে ভাগ বসিয়ে জীবন যাপন করে। পরগাছা যেমন মূল গাছের প্রাণশক্তিতে ভাগ বসিয়ে জীবনধারণ করে এবং এক সময়ে মূল গাছটিই মরণোন্মুখ হয়, তেমনি সূদখোরদের কারণে কর্মজীবী মানুষেরাও ক্রমাগত দরিদ্র হয়ে পড়ে। তাদের জীবন যাপনের মানে ভাটা পড়ে। উপরন্তু বিনাশ্রমে অর্থ লাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সূদখোরদের কোন অবদান থাকে না।

৫. শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টিতে সূদের অবদান অনন্যঃ সূদের ফলে সমাজে দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র এবং ধনী আরও ধনী হয়। পরিণামে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে ধনীরা যে ক্রমাগত ধনী হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ সূদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার বিশেষ সহযোগিতা। যোগ্যতা, দক্ষতা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় যামানত দিতে না পারার কারণে সূদী ব্যাংকগুলি হ'তে আর্থিক বা প্রয়োজনীয় অংকের ঋণ লাভে ব্যর্থ হয়। অথচ বিত্তশালী ব্যবসায়ী বা শিল্প উদ্যোক্তারা সহজেই ঋণ পায়। ব্যাংক হাযার হাযার লোকের নিকট হ'তে আমানত সংগ্রহ করে থাকে। ঐ অর্থ ঋণ আকারে পায় মুষ্টিমেয় বিত্তশালীরাই। এ থেকে উপার্জিত বিপুল মুনাফা তাদের হাতে রয়ে যায়। উপরন্তু উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা ব্যাংককে যে সূদ পরিশোধ করে থাকে তা জনগণের কাছ থেকেই তুলে নেয় তাদের সেবা ও উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের সাথেই। ফলে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় সাধারণ জনগণের। তাই সমাজ হিতৈষীরা যতই 'গরীবী হঠাও' বলে চিৎকার করুক না কেন সমাজের মধ্যেই সূদের মতো সর্বব্যাপী শোষণ প্রক্রিয়া ও দৃঢ়মূল কৌশল বহাল থাকা অবস্থায় দারিদ্র্য দূরীকরণের কোন প্রেসক্রিপশনই কার্যকর হবে না।

ঠিক এ কারণেই এদেশের এনজিওগুলি, যাদের ঘোষিত লক্ষ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন, এখন দারিদ্র্যের চাষ করছে বলে ঘোরতর ও প্রবল সমালোচনা শুরু হয়েছে। বস্তুতঃ এনজিওগুলি যে ক্ষুদ্র ঋণ দেয় এবং তার জন্য যে পরিমাণ সূদ শেষাবধি গ্রাহককে পরিশোধ করতে হয় তাতে 'লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায় না' বরং মূল উর্পাজনেরই একটা অংশ তুলে দিতে হয় নতুন এই বেনিয়াদের হাতে। 'করযে হাসানা' বা ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হ'লে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হ'ত। কিন্তু এদেশের বৃহৎ এনজিওগুলির ইসলামের প্রতি যে তীব্র এলার্জি রয়েছে, তা আলাদা করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার দরকার হয় না।

এই নাতিদীর্ঘ আলোচনা হ'তেই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ব্যক্তি, সমাজ ও অর্থনীতির জন্য সূদ কি ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে। সূদের যেসব ক্ষতি বা অকল্যাণকর দিক এখানে আলোচিত হয়েছে সেসবের বাইরেও আরও অনেক ক্ষতি বা অকল্যাণকর দিক রয়েছে, রয়েছে সূদের নৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষতিকর দিক। সেসব আলোচনার সুযোগ বর্তমান প্রবন্ধে নেই। বস্তুতঃ এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্যই ছিল সূদনির্ভর অর্থনীতি প্রকৃতপক্ষে কতখানি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হ'তে পারে তার একটা চিত্র তুলে ধরা। এ থেকেই বোঝা সম্ভব সূদ কেন ইসলামে হারাম ঘোষিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে সূদ অর্থনৈতিক কল্যাণ ও সাম্যেরই শুধু বিরোধী নয়, অগ্রগতিরও বিরোধী। সূদ সমাজ শোষণের বলিষ্ঠ হাতিয়ার। তাই যতদিন সূদ প্রচলিত থাকবে, ততদিন বনী আদমের জীবনে শান্তি ও স্বস্তির পরশ হবে দুর্লভ। এরই বিপরীতে ইসলামের অনুশাসন তথা ঐশী নির্দেশ বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য চাই ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা ও সীসাঢালা প্রাচীরের মতো একতা। বাস্তবিকই সূদের ইহকালীন ক্ষতি ও পরকালীন আযাব হ'তে রেহাই পেতে সূদ উচ্ছেদের কোন বিকল্প নেই। কোন ইজমই তা পারেনি; বরং সে নিজেই এর নাগপাশে জড়িয়ে পড়ে পিষ্ট হয়েছে। একমাত্র ইসলামই একাজে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং আজ আমাদের সেই ইসলামের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা কি সিকিমের ভাগ্য থেকে শিক্ষা নেব না

মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর রহমান

গত নব্বইর দশক হ'তে দেশে বোমাবাজি জোরে-সোরে শুরু হয়। প্রথমে বোমা ফাটতে থাকে বড় বড় রাজনৈতিক জনসভাগুলিতে। তখন জনমনে এর একটি রাজনৈতিক চরিত্র প্রতিভাত হয়েছিল। যার কুশীলব ধরা হ'ত সেকুল্যার দল সমূহকে। পরে বোমাবাজির প্যাটার্ন পরিবর্তন-এর সাথে অন্যদের ব্যাপারে জনগণ সন্দেহ পোষণ করতে আরম্ভ করে। যেমন বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমাবাজি। বর্তমানে বোমাবাজি বারোয়ারী রূপ পরিগ্রহ করেছে। একদিকে যেমন ওলী-আওলিয়াদের মাযারে বোমা ফাটছে, একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বোমাতংক ছড়ানো হচ্ছে দেশের বড় বড় স্থাপনাসমূহে। এর কারণ কি? কেন এই বোমাবাজি? কেন বোমাতংক ছড়ানো হচ্ছে দেশময়? এ সম্বন্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে রাজনৈতিক দলসমূহ। একে অপরকে দোষারোপ করে কিংবা আগবাড়িয়ে দোষ খণ্ডন করে। দেশবাসী এ সম্পর্কে কমবেশী ওয়াকিফহাল। দেশের বিজ্ঞজনেরাও তাদের সুচিন্তিত মতামত ইতিমধ্যেই দিয়েছেন। তাদের লেখনীতে যে অশনিসংকেতটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে, আমরা সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের জালে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েছি, যার অনেকগুলি মরণফাঁদের মধ্যে বোমাবাজি একটি। যার যুগকাষ্ঠে আমরা নিজেরাই বলির পাঠায় পরিণত হচ্ছি। হয়ত সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন কেবলমাত্র খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের প্রাণপ্রিয় দেশ-জাতি-ধর্মকে অন্যের পাদপাদ্যে অর্ঘ হিসাবে দিতে হ'তে পারে। একটু গভীরভাবে এই মহাষড়যন্ত্রের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে এর যে ধারাবাহিকতা প্রতিভাত হয় তার কিছু নিম্নে আলোকপাত করা হ'লঃ

(ক) মুক্তিযুদ্ধ শেষে মিত্র বাহিনী দেশে ঐ সময় প্রায় ৬০ হাযার কোটি টাকার মালামাল এবং মিল কারখানার যন্ত্রপাতি লুটপাট করে সদ্য স্বাধীনতা অর্জনকারী বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করে দিয়ে পরনির্ভশীল করতে চেয়েছিল। তদুপরি পঁচিশ বছরের মৈত্রী চুক্তিসহ অন্য চুক্তি তো ছিলই।

(খ) স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতীয় রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি করে দেশে সশস্ত্রবাহিনী শক্তিশালী হিসাবে গড়ে ওঠার পথকে রুদ্ধ করবার অপপ্রয়াস চালানো হয়। যাতে স্বাধীনতা রক্ষায় আমরা মিত্র দেশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়ি।

(গ) কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য চালু করা হয় মরণফাঁদ ফারাক্কা বাঁধ, যার প্রভাবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ ধ্বংসের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। শুরু হয়েছে মরুকরণ প্রক্রিয়া। এদিকে ফারাক্কার বিরূপ প্রভাবে চার কোটি মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছে।

(ঘ) এর পরে শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। যার যুপকাষ্ঠে বলি হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, চার জাতীয় নেতা, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সহ আরো অনেকে। উদ্দেশ্য বাংলাদেশকে নেতা শূন্য করা। সংঘটিত হয় সেনাবিদ্রোহ যার মূলে ছিল দেশের সেনাবাহিনীকে সমূলে বিনাশ করার জঘন্য ষড়যন্ত্র।

(ঙ) দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিবেশী দেশের প্রত্যক্ষ মদদে আরম্ভ হয় শান্তিবাহিনীর 'সশস্ত্র সন্ত্রাসী' কার্যকলাপ, যা আজও শান্ত হয়নি বলা যায়। এর জন্য অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বাংলাদেশকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে।

(চ) একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সার্বভৌম অংশ তালপট্টি দ্বীপ দখল করে নিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমান্ত মহিসোপানের বিপুল সমুদ্র সম্পদ আহরণ করা থেকে শুধু বঞ্চিতই হবে না, বরং আখেরে আমরা একটি স্থল বেষ্টিত দেশে পরিণত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে বন্ধ্যা হয়ে যাব।

(ছ) চলমান ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনকে আলাদা করে দেখবার কোন অবকাশ নেই। এর পিছনে ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক গোষ্ঠীগত বিভাজনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে খণ্ডিত করার অপপ্রয়াশ নিহিত রয়েছে।

(জ) প্রতিবেশী দেশটির সীমান্ত ঘিরে ১০/১২ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে হাযার হাযার ফেন্সিডিল তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয়েছে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কোমলমতি তরুণদের নেশাগ্রস্ত করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেওয়া, যাতে দেশ এবং জাতি মেধা ও নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পরনির্ভর হয়ে পড়ে।

(ঝ) ইসরাঈলের সাথে ভারতের সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর হ'তে খুব জোরালো এবং অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। যাতে প্রচারের জোরে বাংলাদেশকে সন্ত্রাসবাদী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রতিবেশী দেশের সামরিক হস্তক্ষেপ জায়েয করা। যেমনটি আফগানিস্তান ও ইরাকে করা হয়েছে।

(ঞ) বর্তমানে বাণিজ্য আগ্রাসন কি পর্যায়ে পৌঁছেছে তা দেশবাসী লক্ষ্য করছেন। এভাবে চলতে থাকলে দেশের পাট শিল্পের মত অন্যান্য সেক্টরে বন্ধ্যাত্ব নেমে আসার ফলে আমাদের অমিত সম্ভাবনার দেশ প্রতিবেশী দেশটির করুণার পাত্রে পরিণত হবে।

(ট) সর্বশেষ প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের ৫৪টি অভিন্ন নদীর মধ্যে ৫৩টিতে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে অবৈধভাবে বাঁধ, গ্রোয়েন এবং স্পার নির্মাণের মাধ্যমে

পানি প্রত্যাহার আরম্ভ করেছে। ফলে দেশ আক্রান্ত হচ্ছে প্রবল খরা এবং বন্যায়। বৃদ্ধি পাচ্ছে লবণাক্ততা ও আর্সেনিক সমস্যাসহ মরুকরণ প্রক্রিয়া। এতদ্ব্যতীত ভারত ২০১৬ সালের মধ্যে আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশের উজান দিয়ে সমস্ত পানি ভারতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা বাস্তবায়িত হ'লে আগামী ৩০/৪০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে ধুকে ধুকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

সংবাদপত্রে যা দেখেছি তা হ'ল, ভারতের স্বাধীনতা দিবসে আসামে যে বোমা ফাটানো হয় শাহজালাল (রহঃ)-এর মাযার প্রাঙ্গণে বিস্ফোরিত বোমাটির সাথে তার মিল রয়েছে। এতে যা প্রমাণিত হয় তা হ'ল সীমান্তের ওপার হ'তে বাংলাদেশে বোমা আসছে। প্রতিবেশী দেশের বোমা তো আর পায়ে হেঁটে আসতে পারে না। এর জন্য চাই উপযুক্ত বাহক এবং এদেশীয় এজেন্ট, যারা এই বোমার উপযুক্ত ব্যবহার করবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশে তাদের বশংবদদের ক্ষমতায় বসানো। এখন বড় সমস্যা হ'ল এই হামীদ কারজাই এবং আয়াদ আলাওয়ীরা কারা? কথায় বলে 'চেনা বামুনের পৈতা লাগে না' কিংবা 'যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর'। এই যাদের পরিচয় তারা কি জেনেশুনে কেষ্টা সাজতে যাবে? সেনাবাহিনীতে ফিল্ড ক্রাফ্ট-এর একটা টার্ম হ'ল 'ক্যামাফ্লাজ এন্ড কনসিলমেন্ট' অর্থ হচ্ছে- ছদ্মবেশ ও গোপনীয়তা। অর্থাৎ ছদ্মবেশ ধারণ করে সহজেই অন্যকে ধোঁকা দেওয়া বা নিজেকে গোপন রেখে চেনা বামুনকে কেষ্টা সাজানো যায়। দেশে বোমাবাজির বারোয়ারী রূপ তার দিক-নির্দেশনা দেয় বৈকি। যাদের ভোটের মাধ্যমেই ক্ষমতায় যাবার অতীতের মত বর্তমানেও সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে তারা বোমাবাজির মত আত্মঘাতী পরিকল্পনা কি হাতে নিবে? এর বিচারের ভার পাঠকদের উপর রইল। অতএব চোখ-কান খোলা রেখে দেশের অভ্যন্তরে এবং প্রতিবেশী দেশের বাইরেও যারা এই বোমাবাজির মত জঘন্য ষড়যন্ত্রমূলক কাজে মদদ দিচ্ছে দেশ ও জাতির স্বার্থে সবাইকে তা খতিয়ে দেখতে আহ্বান জানাই।

দেশ আজ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে মহাসংকটে নিপতিত। এখন কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ির সময় নয়। এখন সময় সকল বোমাবাজি, বোমাতংক ছড়ানো এবং অবৈধ অস্ত্রের চালান সমূহের রহস্য উদঘাটন করে দেশবাসীকে তা অবহিত ও সতর্ক করা। তা না হ'লে বেশী দেরী হয়ে যাবার ফলে আম-ছালা উভয়ই যাবে, তখন আহাজারি করে কোন লাভ হবে না। কারণ সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। অতএব যা করতে হবে তা এখনই। আমরা কি সিকিমের ভাগ্য হ'তে শিক্ষা নেব না?

(সংকলিত)

লেখকঃ সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেল্‌স ও আহ্বায়ক, নির্দলীয় জন আন্দোলন।

নবীনদের পাতা

ধূমপানের কবলে যুবসমাজঃ উত্তরণের উপায়

*মহিববুর রহমান বিন আবু তাহের**

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। এ দেশে যেসব সামাজিক সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে ধূমপান অন্যতম। দরিদ্র্যতার নির্মম কষাঘাতে এ দেশের সমাজ জীবন যখন চরমভাবে বিপর্যস্ত, তখন দেশের মানুষ ধূমপান করে প্রতিদিন প্রায় এক কোটি টাকা অপচয় করছে।[১] ধূমপানের নিত্যদিনের বাজেট আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করে চলেছে। ধূমপায়ীদের বিষাক্ত ধোঁয়া অধূমপায়ীদের জীবন পরিক্রমাকে গ্রাস করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ধূমপায়ীরা স্বাভাবিকের চেয়ে ২২ বছর কম বাঁচে।[২]

ধূমপানের ইতিহাসঃ

বিড়ি-সিগারেটের কাঁচামাল হ'ল তামাক। আমেরিকার 'মায়া' ভাষায় 'সিকার' অর্থ হ'ল 'ধূমপান'। আর সিকার থেকে পরবর্তীতে ফ্রান্সে 'সিকারো' শব্দটির 'সিগারেট' নামকরণ করা হয়েছে।[৩]

১৪৯৮ সালে রাণী ইসাবেলার পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রিস্টোফার কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন তিনি ও তার সঙ্গীরা রেড ইণ্ডিয়ানদের ধূমপান করতে দেখেন। এক ধরনের পাতা ছোট বাঁশের নলের ভিতরে দিয়ে এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে রেড ইণ্ডিয়ানরা ধোঁয়া পান করত। সে সময় ধূমপানকে এরা এক ধরনের চিকিৎসার অংশ হিসাবে মনে করত। যে পাতাতে আগুন জ্বেলে ধূমপান করত, তার নাম ছিল 'কয়োবা' আর নলটির নাম ছিল 'টোব্যাকো' পরবর্তীতে পাতার মূল নামের পরিবর্তে নলের নামে পাতাটির পরিচয় 'টোব্যাকো' (TOBACCO) হয়ে যায়।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে প্রথম রাণী এলিজাবেথের রাজদরবারে ধূমপান চালু করেন। উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকে ইউরোপীয়রা ভার্জিনিয়া থেকে তামাকের ছোট ছোট চারাগাছ ও তামাক পাতা ইউরোপে আমদানী শুরু করে। তামাক চাষ ও ধূমপান এভাবেই শুরু হয় ইউরোপে। ১৮৫৩ সালে কিউবার রাজধানী হাভানায় সর্বপ্রথম সিগারেট কারখানা স্থাপন করা হয়। ১৮৮৩ সালে সিগারেট উৎপাদন শুরু হয় ইংল্যাণ্ডে।[৪] এমনি করে

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *'ধূমপান মানেই বিষপান', মাসিক কারেন্ট নিউজ (ঢাকা) জুলাই ২০০৪, পৃঃ ৫১।*
২. *ঐ, পৃঃ ৫১।*
৩. *আব্দুল আওয়াল, প্রবন্ধঃ ধূমপান এক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র, মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী'৯৯, পৃঃ ২৭।*
৪. *ধূয়ার কবলে জীবন ক্ষয়, প্রকাশক, সারোয়ার জাহান, প্রকাশকাল ১৯৯২, পৃঃ ৫।*

আমেরিকা, ইউরোপ এবং পরবর্তীতে বিশ্বের প্রায় সকল জায়গায় তামাকের ব্যবহার ও চাষ শুরু হয়। ১৭৯০ সালে সুদূর ভার্জিনিয়া থেকে এ তামাকের বীজ আমদানী করা হয়।[৫] কালপরিক্রমায় এবং জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণাগুণের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সকল যেলাতেই তামাক উৎপন্ন হয়।

ধূমপানের উপকরণঃ

ধূমপানের মূল উপকরণ অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর মূল উপাদান হ'ল 'তামাক' ও 'গাঁজা পাতা'। ষ্টককৃত তামাক পাতা কুচি কুচি করে কেটে এর সাথে 'রাব' বা ঝোলা গুড় মিশিয়ে এক ধরনের মণ্ড তৈরী করা হয়। এসব মণ্ড কলকেতে পুরে তাতে আগুন লাগিয়ে পান করা হয়। এ তামাক পাতার গুঁড়া অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রণে কাগজে মুড়িয়ে বিড়ি বা সিগারেট তৈরী করা হয়। এ সিগারেটে আগুন লাগিয়ে তার ধোঁয়া পান করা হয়। এটিই হ'ল ধূমপান। ধূমপানে মাদকতা সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও এটি দেহ মনের উপর নানা ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।[৬]

ধূমপানে আসক্তির কারণঃ

ধূমপানে আসক্ত হওয়ার কারণ বহুবিধ। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানী, গবেষক ও চিকিৎসকগণ ধূমপান আসক্তির নেপথ্যে যে কারণগুলি সক্রিয় বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলি হ'ল-

সঙ্গদোষঃ ধূমপানের কারণ হিসাবে সঙ্গদোষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কোন বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত হ'লে সে তার সঙ্গীদেরও নেশার জগতে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে সুস্থ সঙ্গীটিও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এজন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ- فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ تُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً-

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সৎ লোকের সাহচর্য ও অসৎ লোকের সাহচর্য যথাক্রমে কস্তুরি বিক্রেতা ও কর্মকারের হাঁপরে ফুঁকদাতার মত। কস্তুরি বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু কস্তুরি দান করবে অথবা তুমি তার নিকট হ'তে কিছু কস্তুরি ক্রয় করবে। আর কিছু না হ'লেও অন্তত তার সুঘ্রাণ তুমি পাবে। পক্ষান্তরে হাঁপরে ফুঁকদানকারী তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে। আর কিছু না হ'লেও অন্তত তার দুর্গন্ধ তুমি পাবে।[৭]

পরিবারিক প্রভাবঃ এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যারা ধূমপান করে তাদের অধিকাংশের পিতা কিংবা মাতার মধ্যে এই নেশার অভ্যাস ছিল। পরিবারের অভ্যন্তরে ধূমপানের প্রভাবে সন্তানরা সহজেই ধূমপানের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক বিচারে আমরা বুঝতে পারি যে, পিতার আচার-ব্যবহারের অধিকাংশই তার ছেলের উপর প্রভাব ফেলে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ-

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْيُنَصِّرَانِهِ أَوْيُمَجِّسَانِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা (নিজেদের সংশ্রব দ্বারা) তাকে ইহুদী, নাছারা অথবা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে'।[৮] বস্তুতঃ কোন সন্তানই ধূমপায়ী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, তার পরিবেশ তথা তার পিতা-মাতাই তাকে ধূমপায়ী করে তোলে।

পারিবারিক কলহঃ প্রতিটি সন্তানই চায় তার পরিবারের অভ্যন্তরে মা ও বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকুক। কিন্তু অনেক পরিবারে মা ও বাবার মধ্যে সুসম্পর্কের পরিবর্তে প্রায়শঃ দ্বন্দ্ব ও কলহ লেগে থাকে, যা অনেক সন্তানই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। ফলে এক পর্যায়ে এসব সন্তান নেশা করে অন্যভাবে মানসিক প্রশান্তি খোঁজার চেষ্টা করে।

কৌতূহলঃ কৌতূহলও ধূমপানের একটি মারাত্মক কারণ। ধূমপানের ভয়াবহতা জেনেও অনেকে কৌতূহলবশতঃ ধূমপান করে থাকে। এভাবে একবার দু'বার ধূমপান করার ফলে এক সময় সে নেশাগ্রস্ত ধূমপায়ী হয়ে যায়।

নব যৌবনের বিদ্রোহী মনোভাবঃ কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে ছেলে-মেয়েদের বিদ্রোহী মনোভাবের মধ্য দিয়েই তাদের ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে গড়ে উঠে। এই বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে তারা ভাল-মন্দ বিচার না করে সামাজিক অনেক নিয়ম-কানূনের সঙ্গে মিশে যেতে চায়। এই বিদ্রোহী মনোভাব তাদেরকে অনেক সময় ধূমপায়ী করে তোলে।

মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলাঃ তরুণদের মধ্যে ধূমপান বিস্তৃতির একটি প্রধান কারণ হ'ল হতাশা, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা, অন্য কোন কাজে ব্যর্থতা, সেশনজট, বেকারত্ব প্রভৃতি। এসব কারণে তারা শোক, বিষাদ এবং বঞ্চনার দুঃখকে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ভুলে থাকতে চায়।

---

৫. মাসিক অগ্রপথিক, আগষ্ট ১৯৯৬ ইং, পৃঃ ৪৫।

৬. ধূমপানে বিষপান, 'অবিস্মরণীয়' উচ্চতর আধুনিক বাংলা ব্যকরণ ও রচনা (ঢাকা) জুলাই ২০০২, পৃঃ ৫৭২।

৭. মিশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকাঃ ইমদাদিয়া পুস্তকালয়, তাঃবি) পৃঃ ৪২৬।

৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ঐ।

ধর্মীয় মূল্যবোধের বিচ্যুতিঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ইসলামী জ্ঞান মানুষের মধ্যে মানবতাবোধের বিকাশ ঘটায় এবং মানুষকে চরিত্রবান করে তোলে এবং তাকে নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি ধূমপান বিস্তারে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়া ধূমপানে অভ্যস্ত হওয়ার আরো অনেক কারণ রয়েছে। যেমন সাধারণ মানুষ যখন কোন উচ্চ ডিগ্রীধারী ডাক্তারের ঠোঁটে অত্যন্ত দামী ব্র্যাণ্ডের সিগারেট দেখে, তখন স্বভাবতঃ তার মনে ভাবের উদ্রেক হয় যে, সিগারেট খেলে কিছুই হয় না। আবার ছাত্ররা যখন দেখে যে, তার শিক্ষাগুরু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করছেন, তখন স্বভাবতই ছাত্রদের মনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে সে এক সময় ধূমপায়ী হয়ে উঠে।

তথাকথিত আধুনিক কিছু লোক আছে যারা সিগারেটকে তাদের স্মার্টনেসের (Smartness) প্রতীক ভাবে, তারা অহরহ এবং যত্রতত্র সিগারেট টানাকে তাদের আভিজাত্যের প্রকাশ বলে মনে করে।

ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ধূমপান এবং এর ক্ষতিকর দিকসমূহ

শারীরিক ক্ষতি

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেঃ ধূমপান শরীর ও জীবনের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে। ধূমপান বিষপান সদৃশ। বিষ যেমন মানবদেহের প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি ধূমপানও। পার্থক্য হ'ল বিষপানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জীবনের অবসান ঘটে। আর ধূমপানে ধীরে ধীরে মানব দেহে বিষ সঞ্চার করে জীবনের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সিগারেটে প্রায় ১২ হাযার রকমের পদার্থ আছে, যার কোনটিই আমাদের জন্য উপকারী নয়; বরং সব কটিই ক্ষতিকর।[৯] গবেষণাতে দেখা গেছে, ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য বিশ বছর ধূমপান করাই যথেষ্ট। অন্য এক গবেষণাতে দেখা গেছে, যদি কেউ ১৩টি সিগারেট টানে, তাহ'লে তার ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি সাতগুণ বৃদ্ধি পায়। আর যদি ২০টি সিগারেট টানে, তাহ'লে তার ক্যান্সারের ঝুঁকি ২০ গুণ বেড়ে যায়।[১০] জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ধূমপানের ফলে প্রতি সাড়ে ৬ সেকেণ্ডে বিশ্বে একজন মানুষ মারা যায়।[১১] উল্লেখ্য যে, চীনে প্রতি দিন ২৫০০ জন লোক ধূমপানের কারণে মৃত্যুবরণ করে।[১২]

৯. *ধূঁয়ার কবলে জীবন ক্ষয়, পৃঃ ৫।*
১০. *চিকিৎসা জগৎ, মাসিক আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা; অক্টোবর ১৯৯৯, পৃঃ ২৭।*
১১. *মাসিক কারেন্ট নিউজ, জুলাই ২০০৪, পৃঃ ৫১।*
১২. *সাপ্তাহিক অহরহ, ২৮৯ সংখ্যা, ১০-১৬ মে ২০০০ ইং, পৃঃ ২১।*

ইসলামের দৃষ্টিতেঃ ধূমপান মানেই বিষপান আর বিষপান মানেই আত্মহত্যা। আত্মহত্যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ 'তোমরা আত্মহত্যা করবে না' *(নিসা ২৯)*।

বস্তুতঃ সার্বিক ক্ষতিকারক, অতীব ধ্বংসাত্মক এবং নিশ্চিত প্রাণনাশক হিসাবে ধূমপান কঠিনভাবে ইসলামে নিষিদ্ধ এবং নীতিগতভাবে বর্জনীয়।

আর্থিক অপচয়ঃ দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য ধূমপান একটি অমানবিক আর্থিক অপচয়। যে দেশের মানুষ দু'মুঠো অন্নের জন্য হাহাকার করে, বিবস্ত্র অবস্থায় পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, বসতবাড়ির অভাবে ফুটপাতে ঘুমায়, সে দেশে ধূমপানের ক্ষতিকর খাতে দৈনিক এক কোটি টাকা ব্যয় করা সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এক রিপোর্টে দেখা গেছে, বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তার চেয়ে দশগুণ বেশী অর্থ ব্যয়িত হয় ধূমপানে।[১৩] এত টাকা অপচয় না করে আমরা যদি বনী আদমের কল্যাণে ব্যয় করতাম, তাহ'লে স্বীয় আত্মা শান্তি পেত। সাথে সাথে সমাজের হতদরিদ্র মানুষের দুঃখ লাঘব হ'ত। এই অপচয়রোধে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ

'অপচয় কর না, নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(বনী ইসরাঈল ২৬-২৭)*। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও ধূমপান ইসলাম বিরোধী।

ধূমপান এবং অপরের ক্ষতিঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'পরোক্ষ ধূমপান' বা 'পেসিভ স্মোকিং' যারা করেন অর্থাৎ যারা ধূমপায়ীর পাশে বসে থাকেন, তাদের ফুসফুসের ক্যান্সার হবার আশংকা শতকরা পাঁচ ভাগের মত।[১৪] পরীক্ষায় দেখা গেছে, একজন অধূমপায়ী ব্যক্তি যদি দৈনিক এক ঘণ্টা করে ধূমপায়ী ব্যক্তির ধোঁয়ার সান্নিধ্যে থাকে, তাহ'লে যে পরিমাণ ক্যান্সার উদ্রেককারী ডাইমিথাইল নাইট্রোসোমাইন টেনে নেয়, তা ১৫ থেকে ৩৫টি ফিল্টারযুক্ত সিগারেটের সমতুল্য। দীর্ঘ দিন একজন অধূমপায়ী ব্যক্তি ধূমপায়ীর সাথে অবস্থান করলে তার ফুসফুসের ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ বেড়ে যায়।[১৫]

ইসলামের দৃষ্টিতেঃ ধূমপানের মাধ্যমে ধূমপায়ী তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীর ক্ষতি করে। বিশেষতঃ সে ফেরেশতা ও মুছল্লীদের কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

১৩. *কারেন্ট নিউজ, জুলাই ২০০৪, পৃঃ ৫১।*
১৪. *মাসিক আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৯, পৃঃ ২৭।*
১৫. *ধূঁয়ার কবলে জীবন ক্ষয়, পৃঃ ৭।*

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ 'নিজের ক্ষতি করবে না এবং অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না'।[১৬] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَايَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ 'যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১৭]

ধূমপানের সামাজিক অপকারিতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ধূমপান প্রতিবেশীর জন্য একান্ত কষ্টদায়ক। যেখানে ফেরেশতাকুল ও মুছল্লীদের কষ্টের জন্য কাঁচা পিয়াজ খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে ধূমপায়ীর মুখের অস্বস্তিকর দুর্গন্ধ সহ্য করার প্রশ্নই আসে না।

ধূমপান ও মানসিক প্রতিক্রিয়াঃ ধূমপান এক ধরনের নেশা। এটি সুস্থ মানসিকতার উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ধূমপানের ফলে যে শারীরিক ক্ষতি হয় তা ক্রমান্বয়ে সুস্থ মানসিকতাকে নষ্ট করে দেয়। তাছাড়া ধূমপানের অভ্যাস, অনেক মানসিক অসুস্থতার ভেতর দিয়ে সৃষ্টি হয়ে তা ক্রমান্বয়ে নেশাতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে ধূমপানের ক্রমাগত নেশাই ধীরে ধীরে মানুষকে মাদকাসক্তের দিকে নিয়ে যায়। এজন্য বলা হয়েছে, Smoking is the first step of intoxicant.[১৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ 'যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে, তার কম পরিমাণও হারাম'।[১৯] উল্লেখ্য, হারাম বস্তুর ব্যবসা করাও হারাম *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৪৮৫ ও ৩৪৮৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

ধূমপানের মারাত্মক পরিণতিঃ ধূমপায়ী ধূমপানজনিত অপব্যয় পুষিয়ে নেয়ার জন্য অনেক সময় অসদুপায়ে উপার্জন করতে বাধ্য হয়। ফলে সমাজ জীবনে তার চলাফেরা হয়ে উঠে উগ্র। নিজের অপকর্মগুলি গোপন করার জন্য শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের শরণাপন্ন হয়। অশান্তির জীবনে শান্তির জন্য এক সময় মদের আসরে যোগদান করে। ফলে তার জীবনে চলে আসে মারাত্মক অবনতি। ধূমপানের ক্ষতির দিক বিস্তৃত। এর ফলে প্রায়ই কাপড়-চোপড়, বাণিজ্য বিতান, জ্বালানী কেন্দ্র ইত্যাদি ভস্মীভূত হয়ে থাকে। অগ্নি নির্বাপক দমকল বাহিনীর এক সমীক্ষাতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাড়ী-ঘর, শস্য-খামার, যানবাহন প্রভৃতিতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের শতকরা ৭০ ভাগের মূলেই হচ্ছে এই অভিশপ্ত সিগারেটের সামান্য বহ্নি শিখা।[২০]

১৬. আহমাদ, ইবনে মাজাহ; মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭)।
১৭. এ.বি.এম আব্দুল মান্নান মিয়া, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, ১ম পত্র, (ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস, জুলাই ২০০২), পৃঃ ১১৮।
১৮. 'অবিস্মরণীয়' উচ্চতর আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, পৃঃ ৫৭৩।
১৯. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী; ইসলামে হালাল হারামের বিধান পৃঃ ১০৩।
২০. অধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ, প্রবন্ধঃ ধূমপান ও মাদকতা নিবারণে ইসলাম, তাবলীগী ইজতেমা '৯৭ স্মরণিকা, প্রকাশনায়ঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, পৃঃ ১১।

ধূমপান প্রতিরোধের উপায়ঃ

ইচ্ছা শক্তিঃ ধূমপান বর্জনের জন্য ধূমপায়ীর দৃঢ় ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট। রামাযান মাস মুসলমানদের ধূমপান বর্জনের উপযুক্ত সময়। সারাদিন ধূমপান ছাড়া থাকতে পারলে, রাতটুকুও ধূমপান ছাড়া থাকা সম্ভব। এভাবে এক মাস অভ্যাস করলে ধূমপান পরিত্যাগ করা সহজ হয়।

তামাক নিষিদ্ধ করেঃ তামাক উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও আমদানী নিষিদ্ধ করে ধূমপান প্রতিরোধ করা যায়। তামাক শিল্পের সাথে জড়িতদের জন্য বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রচার মাধ্যমঃ পত্র-পত্রিকায়, রেডিও এবং টিভিতে ধূমপানের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করতে হবে। সাথে সাথে ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। যেমনিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৯ সালের ২রা আগষ্ট থেকে ৫০ লাখ ডলার ব্যয় সাপেক্ষে ধূমপান বিরোধী প্রচারাভিযান শুরু করেছে। তাতে খুচরা ব্যবসায়ীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শিশুদের কাছে সিগারেট বিক্রি বেআইনী এবং তা হত্যার শামিল। খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন ধূমপান মুক্ত করার প্রচেষ্টায় পাঁচটি রাজ্যে পত্র-পত্রিকা, রেডিও, প্রচারপত্র ও ১১টি প্রচার মাধ্যম এ প্রচারণায় অংশ নিচ্ছে।[২১]

ধূমপানমুক্ত এলাকা গড়ে তোলাঃ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, যানবাহন, অফিস, আদালত, রেলষ্টেশন, বাসষ্টেশন প্রভৃতি জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। সাথে সাথে ধূমপান বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং আইনকে তার নিজ গতিতে চলতে দিতে হবে। ভারতের মত হিন্দু রাষ্ট্র যদি রেলষ্টেশনে ধূমপান নিষেধ করতে পারে, ভূটান যদি বিশ্বের প্রথম ধূমপানমুক্ত দেশ হিসাবে 'গিনেস বুকে' স্থান পেতে পারে[২২] তাহ'লে আমরা শতকরা ৮৫ জন মুসলমান হয়ে কেন এ দেশে ধূমপানকে নিষেধ করতে পারব না?

চিকিৎসকদের উদ্যোগঃ ধূমপান নিবারণে চিকিৎসকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তারা যদি প্রতিটি রুগীকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করেন, তাহ'লে এক সময় কিছু না কিছু রুগী ধূমপান ছেড়ে দেবে।

শিক্ষকদের ভূমিকাঃ ছাত্র সমাজের ওপর শিক্ষকদের প্রভাব অনস্বীকার্য। সুতরাং তারা ধূমপান মুক্ত থেকে আদর্শ স্থাপন করে ছাত্রদেরকে ধূমপান থেকে মুক্ত রাখতে পারেন।

ইসলামী শিক্ষাঃ ইসলামের শিক্ষা ও বিধি-বিধান পুরোপুরি মেনে চললে ধূমপান বর্জন করা সহজ হয়।

২১. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর '৯৯, পৃঃ ৩৬।
২২. কারেন্ট নিউজ, জুলাই ২০০৪, পৃঃ ৫১।

Contents

শেষ কথাঃ

বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগেও মানুষ যে, এত নির্বোধ তা ভাবতে বড় আশ্চর্য লাগে। প্রতিটি সিগারেটের প্যাকেটে **'সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণঃ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'** লেখা দেখেও তারা সতর্ক হয় না। ক্ষতিকর এ বিষকে তারা বর্জন করে না। পত্রিকাগুলিতে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায়, ধূমপানের বিরুদ্ধে লেখালেখি, ধূমপান বিরোধী শ্লোগান। কিন্তু ঐ লেখাটার নীচেই থাকে সিগারেটের বিরাট আকারের বিজ্ঞাপন। পত্রিকাগুলি সামান্য কয়টা টাকার জন্য একবার পক্ষে কথা বলে আবার যখন তাদের বিবেক জাগ্রত হয় তখন বিপক্ষে কথা বলে।

উচ্চ ডিগ্রীধারী ডাক্তাররাও রুগীকে ধূমপান করতে নিষেধ করেন, তাদের হাতের সিগারেটটিকে সাক্ষী রেখে। আজকের সমাজের আদর্শবান ডক্টরেট নামধারী কিছু শিক্ষক আছেন, যারা ছাত্রদেরকে উপদেশ দেন ধূমপান রত অবস্থায়। হায়রে নীতিবোধ! পিতা যখন ছেলেকে সিগারেট কিনতে পাঠান বা সিগারেট ধরাতে বলেন, তখন একবারও উপলব্ধি করেন না যে, আমার আজকের এই ছোট্ট ছেলেটি দু'দিন পর আমার পকেট থেকে টাকা চুরি করে অথবা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে আমার সামনে সিগারেট টানবে বিনা দ্বিধায়।

বড় বড় সিগারেট ফ্যাক্টরির মালিকেরা বছর শেষে রমযান মাসে দরিদ্র মানুষকে যে হারে শাড়ি-কাপড় দান করেন, মনে হয় যেন তারা নিজের অর্জিত গোনাহকে লাঘব করছেন। হে কোটিপতি সিগারেট ফ্যাক্টরির মালিকেরা! আপনারা একটুও ভেবে দেখেছেন কি, আপনাদের ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত সিগারেট খেয়ে কত সন্তান ইয়াতীম হচ্ছে, কত স্ত্রী হচ্ছে বিধবা। সামান্য কয়টা টাকার জন্য সিগারেট নামের বিষ বিক্রয় করে গ্যাসটিক, আলসার, ক্যান্সার সহ অসংখ্য রোগের সৃষ্টি করছেন। যার ফলে প্রতি বছর আপনারা যা লাভ করেন তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী টাকা এই রোগের পিছনে খরচ করছে এই সকল নিষ্পাপ বনী আদম।

হে দেশের জনগণের শাসক! আপনারা মাত্র কয়টা টাকার জন্য আজকে সিগারেট ফ্যাক্টরিগুলিকে বন্ধের নির্দেশ দিতে পারছেন না? কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি আপনাদের লাভের চেয়ে ক্ষতি হচ্ছে কতটুকু?

হে ধূমপায়ী সমাজ! আপনাদের বিবেকে কি, একটুও ধাক্কা দেয় না যে, ধূমপান করে নিজের হাতে নিজেই প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন। একটুও ভেবেছেন কি, আপনার জন্য আপনার স্ত্রী, কন্যা, সন্তান, আপনার পাড়া-প্রতিবেশী, আপনার বন্ধু কষ্ট পাচ্ছে? আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

দিশারী

কতিপয় অপপ্রচারের জবাব

মুযাফফর বিন মুহসিন

(শেষ কিস্তি)

পাঁচঃ সুন্নাত পরম্পরায় চলে আসছে তাই এর জন্য সনদের প্রয়োজন হয় না। আর হাদীছের জন্য সনদ আবশ্যক। সুন্নাত হ'ল নিশ্চিত ও বিশ্বস্ত আর হাদীছ হ'ল ধারণাপ্রবণ ও সন্দেহযুক্ত। তাই আহলেহাদীছদের ধর্মও সন্দেহযুক্ত। তারা বুখারীর হাদীছের উপর আমল করে না। *(সার সংক্ষেপঃ আহলে সুন্নাহ বনাম আহলে হাদীস, পৃঃ ২-৩)।*

জবাবঃ উপরে আলোচিত মূলনীতিগুলির কারণেই রাসূলের বাণীর প্রতি ঘৃণ্য মনোভাব ও অশ্রদ্ধাবশতঃ মুফতী ছাহেব সুন্নাত ও হাদীছের মধ্যে হাস্যকর পার্থক্য রচনা করেছেন এবং হাদীছকে 'সন্দেহযুক্ত' বলেছেন (নাঊযুবিল্লাহ)। তাছাড়া ফিক্বহী অন্ধত্ব ও তাক্বলীদী ধাঁধার মধ্যে সর্বদা ডুবে থাকার জন্যও এই ভয়ংকর পার্থক্য বেরিয়ে এসেছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) মুক্বাল্লিদ আলেমদের তাচ্ছিল্য করে বলেন, جمعے که سرمایه علم إیشان شرح وقایه وهدایه باشد کجا إدراك سر ایں توانند کرد- 'এদের সমস্ত ইলমের পুঁজি হেদায়াহ, শরহে বেক্বায়াহ প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরা আসল বস্তু কিভাবে বুঝবে'?[৭৫] তাই এ সমস্ত আবর্জনা হ'তে নিজের মস্তিষ্ককে আগে রাসূলের বাণী দ্বারা ধৌত করুন, হাদীছের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হৌন, তারপর অনুধাবন করুনঃ আভিধানিক অর্থে হাদীছ ও সুন্নাহ উভয়ের মাঝে পার্থক্য থাকলেও পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই। 'সুন্নাহ' সমূহ লিখিত ও সংকলিত আকারে হাদীছরূপে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমরা কিতাব খুলে রাসূলের কথা, কর্ম ও সম্মতিসূচক হাদীছ সমূহ পাঠ করে থাকি। হাদীছ ও সুন্নাহ্র এই একক অর্থ সকল যুগের মুহাদ্দিছগণ কর্তৃক গৃহীত। তারা হাদীছকেই শুধু 'ধারণাপ্রবণ ও সন্দেহযুক্ত' বলেননি, বরং সুন্নাহকেও যে তাদের গুরুগণ ধারণাপ্রবণ ও সন্দেহযুক্ত বলেছেন মুফতী ছাহেব তা বে মা'লূম ভুলে গিয়ে এখানে 'নিশ্চিত ও বিশ্বস্ত' বলছেন।[৭৬] যারা হাদীছ ও সুন্নাহ সম্পর্কে এমন মন্তব্য করতে পারেন তাদের কাছে কি কখনও হাদীছের প্রতি

---

৭৫. *ইযালাতুল খাফা, পৃঃ ৮৪-এর বরাতে তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৫৯।*

৭৬. فما ثبت بالكتاب يكون فرضا لأنه قطعى وماثبت بالسنة يكون واجبا لأنه ظنى *-দ্রঃ নূরুল আনওয়ার, পৃঃ ১৯।*

আমল, শ্রদ্ধাবোধ আশা করা যায়? এরূপ ঠুনকো যুক্তি দিয়ে হাদীছ পরিত্যাগ করার পরিণাম বড়ই ভয়াবহ। ইবনুল আরাবী বলেন, لَايَجُوْزُ تَرْكَ أَيَةٍ أو خَبَرٍ صَحِيْحٍ بِقَوْلِ صَاحِبٍ أَوْ إِمَامٍ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيْنًا وَخَرَجَ عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ- 'কোন ব্যক্তি বা কোন ইমামের বক্তব্যে একটি আয়াত অথবা একটি ছহীহ হাদীছ হ'লেও বর্জন করা কখনোই বৈধ নয়। যে বর্জন করবে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট হবে এবং আল্লাহ্র দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে'।[৭৭] মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, مَنْ رَدَّ حَدِيْثًا قَالَ مَشَائِخُنَا يَكْفُرُ- 'কেউ একটি হাদীছও বর্জন করলে আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী বলতেন, সে কাফের হয়ে যাবে'।[৭৮]

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন,

فَإِنْ بَلَغَنَا حَدِيْثٌ مِنَ الرَّسُوْلِ الْمَعْصُوْمِ الَّذِىْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ بِسَنَدٍ صَالِحٍ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِهِ وَتَرَكْنَا حَدِيْثَهُ واتَّبَعْنَا ذَلِكَ التَّخْمِيْنَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا وَمَاعُذْرُنَا يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

'যাঁর আনুগত্য করা আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ফরয করেছেন সেই নিষ্পাপ রাসূলের পক্ষ হ'তে মুক্বাল্লিদের মাযহাবের বিরোধী কোন ছহীহ হাদীছ যদি পৌঁছে এবং আমরা সে হাদীছ পরিত্যাগ করি ও মুজতাহিদের কল্পনার অনুসরণ করি, তাহ'লে আমাদের চেয়ে আর বড় যালিম কে হবে? সেদিন আমাদের কি ওযর থাকবে যেদিন মানুষ বিশ্ব প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হব'?[৭৯]

মুফতী ছাহেব বলেছেন, 'আহলেহাদীছরা বুখারীর হাদীছের উপর আমল করে না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের অতন্দ্র প্রহরী, ধারক ও বাহক হিসাবে যারা শুরু থেকে পরিচিত, তাদেরকেই যদি এরূপ অপবাদ আরোপ করা হয়, তাহ'লে হাদীছের সাথে চিরকাল দুশমনী করে যারা গৌরব প্রকাশ করে আসছেন, তাদের কি বলতে হবে?

ছয়ঃ কুরআন-হাদীছে আবু হানীফা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আবু হানীফা ৪০ হাযার হাদীছ যাচাই করে 'কিতাবুল আছার' লিখেছেন। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীছ হ'তে যাচাই-বাছাই করে পাঁচটি হাদীছ তার ছেলেকে উপহার দেন (সার-সংক্ষেপঃ আহলে সুন্নাত বনাম আহলে হাদীস, পৃঃ ২১ ও ২৪)।

জবাবঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত সংক্ষিপ্ত তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে (পৃঃ ১২৬৩) ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে যে বাড়াবাড়ির নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, উল্লিখিত বক্তব্যটি তারই প্রতিধ্বনি মাত্র। কুরআন ও হাদীছে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, এরকম মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা বলে প্রকারান্তরে তাঁকে হেয় প্রতিপন্নই করা হয়েছে। তাছাড়া হাদীছ সংকলন ও যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত যে কথা বলা হয়েছে, তাতে তাঁর প্রতি ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে। ইবনু খালদূন বলেন, فأبوحنيفة رضى الله عنه يقال بلغت روايته الى سبعة عشرحديثا اونحوها 'আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ১৭টি বা অনুরূপ'।[৮০] এটা সর্বজন বিদিত যে, তাঁর রচিত কোন গ্রন্থ নেই। আর হাদীছের প্রথম সংকলিত গ্রন্থ হ'ল, ইমাম মালেক (রঃ)-এর 'মুওয়াত্ত্বা'। অতএব মহামতি ইমাম (রহঃ) সম্পর্কে এরূপ জঘন্য বাড়াবাড়ি হ'তে বিরত থাকুন।

সাতঃ হিন্দুস্থানে ইসলাম আগমনের সূচনা থেকেই মুসলমানরা হানাফী মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (তথাকথিত আহলে হাদীসের আসলরূপ, পৃঃ ১৭)।

জবাবঃ মুস্তাদরাকে হাকেম-এর হাদীছ অনুযায়ী বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই উপমহাদেশে ইসলামের বার্তা পৌঁছেছিল।[৮১] অতঃপর আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। সুতরাং তখনকার মুসলমান মাযহাবপন্থী হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা তখন তো ইমামদেরই জন্ম হয়নি। যেখানে মাযহাবেরই সৃষ্টি ৪র্থ শতাব্দী হিজীতে সেখানে ইসলামের সূচনাতেই মানুষ কিভাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিল? এইসব উদ্ভট কথা শুনিয়ে জনগণকে আর কতদিন ধোঁকা দিবেন?

আটঃ আহলেহাদীছরা ইংরেজদেরকে উপমহাদেশের জন্য রহমত মনে করেছিল। উপমহাদেশের লোকেরা যখন আহলেহাদীছদের ওয়াহ্হাবী বলতে শুরু করে তখন তারা 'মুহাম্মাদী' নামে পরিচিত হয় (সার-সংক্ষেপঃ তথাকথিত আহলেহাদীসের আসল রূপ, পৃঃ ১৪ ও ২১)।

জবাবঃ এটিও একটি জাজ্বল্যমান ইতিহাস বিকৃতি। এর দ্বারা তারা অজ্ঞতাবশতঃ নিজেদের ঘরের কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। 'ইংরেজদের আগমন উপমহাদেশের জন্য রহমত' একথা কে বলেছিলেন? এ ফৎওয়া তো হানাফী

---

৭৭. ইবনুল আরাবী, ফতূহাতে মাক্কিয়াহ-এর বরাতে হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, পৃঃ ১০২।

৭৮. ঐ, মুক্ষুল আযহার-এর বরাতে মুক্ষুল বারী তরজমা ছহীহ বুখারী (লাহোর ছাপা), পৃঃ ১২।

৭৯. শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ১/৩৭৬-৭৭ পৃঃ।

৮০. মুক্বাদ্দামা তারীখ ইবনু খালদূন (বৈরুত ছাপা, তাবি) ১/৪৪৪, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, 'উলূমুল হাদীছ অধ্যায়'; কে,আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস (ঢাকাঃ ১৯৮৬), পৃঃ ৫৫।

৮১. ঐ, ৪/১৩৫ পৃঃ।

আলেম মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরীই দিয়েছিলেন এবং শেষের দিকে জিহাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি 'ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করা উচিত' বলে ফৎওয়া দিয়েছিলেন।[৮২]

মাওলানা মুহাম্মাদ হোসায়েন বাটালভী আহলেহাদীছ নিরীহ জনগণকে ইংরেজদের অত্যাচার ও জেল-যুলুম হ'তে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে 'ওয়াহ্হাবী' ও 'আহলেহাদীছ' যে এক নয় তা বুঝানোর জন্য এককভাবে এ চেষ্টা করেছিলেন। কারণ সর্বদা আহলেহাদীছ ও ওয়াহ্হাবীরাই ইংরেজদের টার্গেট ছিল। তাই বলে তিনি কি জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন নাকি হানাফী নেতা জৌনপুরীর মত উপরোক্ত ফৎওয়া প্রদান করেছিলেন? তাছাড়া ওয়াহ্হাবীদের মত আহলেহাদীছগণও যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করেছেন তা তো আপনিই প্রকাশ করেছেন। এরূপ দ্বিচারিতা কি অজান্তেই হয়ে গেছে? সত্য এভাবেই প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য, আহলুল হাদীছ, আছহাবুল হাদীছ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত, সালাফী, মুহাম্মাদী নামগুলি মূলতঃ বৈশিষ্ট্যগত নাম। তাই বিভিন্ন দেশে তাঁরা উক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নামে পরিচিত। অনুরূপ উপমহাদেশেও পূর্ব থেকে 'আহলেহাদীছ' নামেই পরিচিত। কিন্তু ৬০২ হিজরীতে কুতুবুদ্দীন আইবকের দিল্লী জয় ও বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর উপমহাদেশে যখন মাযহাবীরা স্ব স্ব ইমামের নামে বাড়াবাড়ি শুরু করে, তখন আহলেহাদীছগণ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারী হিসাবে গৌরবান্বিত হয়ে 'মুহাম্মাদী' নামেও পরিচিত হ'তে থাকেন।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলমানদের জন্য কেবলমাত্র তা-ই অনুসরণীয়, যা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর শেষনবী (ছাঃ)-এর মাধ্যমে অভ্রান্তরূপে প্রেরিত হয়েছে। এছাড়া কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রণীত কোন বিধান কখনোই শর্তহীনভাবে অনুসরণযোগ্য নয়, তা যত যুক্তিপূর্ণই মনে হোক বা যত চিত্তাকর্ষকই হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَاتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ– 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হ'তে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তারই অনুসরণ কর। এছাড়া কোন অলি-আওলিয়ার অনুসরণ কর না' *(আ'রাফ ৩)*। উক্ত নির্দেশের বিপরীত দিক গ্রহণ মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তিকে স্থায়ীরূপ দিয়েছে এবং ধর্মকে আশ্রয় করে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টির পথ সুগম করেছে। আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধানকে উপেক্ষা করে অসংখ্য মাযহাব ও মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) একজন হানাফী মাযহাবভুক্ত আলেম হয়েও হানাফীদের করুণ অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র অংকন করেছেন এভাবে,

فكم من حنفى حنفى فِى الْفُرُوْعِ مُعْتَزِلى عقيدة... وكم مَنْ حنفى حنفى فرعا مرجى أوزيدى أصلا وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة، فمنهم الشيعة ومنهم المعتزلة ومنهم المرجئة .... فالمراد بالحنفية ههنا هم الحنفية المرجئة الذين يتبعون أباحنيفة فى الفروع ويخالفون فى العقيدة بل يوافقون فيها المرجئة الخالصة–

'অনেক হানাফী শাখা-প্রশাখায় হানাফী আর আক্বীদায় মু'তাযেলী। ...আবার অনেকে শাখা-প্রশাখায় হানাফী। কিন্তু মূলে তারা মুরজিয়া অথবা 'যায়দী' (শী'আদের একটি উপদল)। মোট কথা আক্বীদাগত পার্থক্যের কারণে হানাফীরা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে কেউ শী'আ, কেউ মু'তাযেলী, কেউ মুরজিয়া। ...তবে এখানের আলোচ্য বিষয় হ'ল মুরজিয়া হানাফী, যারা শাখা-প্রশাখায় আবু হানীফার অনুসরণ করে এবং আক্বীদায় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে। বরং আক্বীদার দিক থেকে তারা খাঁটি মুরজিয়াদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ'।[৮৩] অতএব হানাফী আলেমগণ নিজেরা ঠিক করুন, তাঁদের প্রকৃত মাযহাব কোন্টি? নিজেদের রচিত ফেক্বহী উছূলের মাধ্যমে রাসূলের রেখে যাওয়া অমূল্য আমানত হাদীছ সমূহ হ'তে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় তাঁরা জনগণকে আমল বঞ্চিত করেছেন। ফলে তাঁরা নিজেরা দিকভ্রান্ত হয়েছেন, সাধারণ মানুষকেও আল্লাহ প্রেরিত প্রকৃত শরী'আত থেকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে চলেছেন। আমরা উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাই, আসুন! যাবতীয় তাক্বলীদী গোঁড়ামী, জঞ্জালপূর্ণ ফিক্বহ শাস্ত্র ও হাদীছগ্রাসী উছূল সমূহ পরিত্যাগ করে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি। মহান রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর প্রতিশ্রুত জান্নাতের পথে পরিচালিত করুন। আমীন!!

---

৮২. তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৫৮, গৃহীতঃ মুযাকারায়ে ইলমিয়াহ (লাক্ষ্ণৌঃ নওলকিশোর ছাপা, ১৮৭০ খৃঃ), পৃঃ ৯; উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স, অনুঃ এম আনিসুজ্জামান (ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮২ খৃঃ), পরিশিষ্ট ৩ দ্রঃ।

৮৩. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আর-রাফউ ওয়াত-তাকমীল (লাক্ষ্ণৌঃ আনওয়ারে মুহাম্মাদী লাক্ষ্ণৌ, ১৩০১ হিঃ), পৃঃ ২৭।

ক্ষেত-খামার

আখ উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল

আখ যুগপৎভাবে একটি খাদ্য ও অর্থকরী ফসল এবং চিনি ও গুড় শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া পাতা ও ডগা পশুখাদ্য, ছোবড়া কাগজ জৈবসার তৈরী এবং মাশরুম উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

আখ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি হ'ল- আবহাওয়াঃ উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ায় আখ ভাল জন্মে। আখের অঙ্কুরোদগমের সময় ১৮ ডিগ্রির চেয়ে বেশী এবং বৃদ্ধিকালীন এরও বেশী তাপমাত্রা সহায়ক। এছাড়া উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ার সঙ্গে প্রায় ১১২৫ সে.মি. বৃষ্টিপাতও দরকার। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের আবহাওয়া আখ চাষের জন্য বেশ উপযোগী।

জমি নির্বাচনঃ প্রায় সব রকম মাটিতেই আখ চাষ করা যায়, তবে পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে উৎপাদিত আখের ফলন ও মান উন্নত।

রোপণের সময়ঃ দীর্ঘমেয়াদি ফসল হওয়া সত্ত্বেও রোপণের সময় আখের আগাম রোপণে ১৫-২০ ভাগ বেশী ফলন নিশ্চিত হয়। আমাদের দেশের জন্য আগষ্ট-অক্টোবর আখের আগাম রোপণের জন্য উপযুক্ত সময়। যদিও নাবি আখ ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে রোপণ করা যায়।

জমি তৈরীঃ বর্ষায় পানি নেমে যাওয়ার পর গভীরভাবে চাষ করে জমি রোপণ উপযোগী করতে হয়। যাতে 'জো' আসতে দেরি হ'লে বর্ষার আগে বা পূর্ববর্তী ফসল কাটার পর জমিতে আড়াআড়িভাবে নালা তৈরী করে রাখলে দ্রুত চাষের উপযোগী হবে। চরাঞ্চলে বিনা চাষে নির্দিষ্ট দুরত্বে গর্ত করে প্রতি গর্তে একাধিক ডগা বীজ হিসাবে রোপণের প্রচলিত পদ্ধতিও উৎকৃষ্ট।

জাত বা বীজ নির্বাচন ও রোপণঃ উৎপাদিত আখ চিনি, গুড় বা চিবিয়ে খাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হবে। এ ভিত্তিতে আখের জাত নির্বাচন করতে হবে। তাছাড়া মুড়ি আখ উৎপাদনের পরিকল্পনা থাকলে মুড়ি আখ উৎপাদনক্ষম জাত নির্বাচন করতে হয়। উন্নতজাতগুলির মধ্যে ঈশ্বরদী ১৬, ২১, ২২, ২৪, ২৭, ৩০ ও ৩৩ আগাম হিসাবে এবং ঈশ্বরদী ২০, ২৮, ২৯, ৩২ ও ৩৪ নাবিজাত হিসাবে বিবেচিত। ঈশ্বরদী ২০, ২৪, ২৯, ৩২ ও ৩৪ জাত তুলনামূলকভাবে ভাল। চিবিয়ে খাওয়ার/রস খাওয়ার জন্য ঈশ্বরদী ২৪, চাঁদপুরী (সিও-২০৮), কাজলা, মিশ্রমালা, অমৃত, হলুদ গেন্ডারি এলাকাভিত্তিক নির্বাচন করা যেতে পারে। নির্বাচিত জাতের উন্নতমানের প্রত্যায়িত বীজ আখ চিনিকলের খামার বা চাষীর জমি থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। ৮-১০ মাস বয়সের আখ বীজ হিসাবে ভাল, তার চেয়ে বেশী হ'লে নীচের তিন ভাগের এক ভাগ বাদ দিতে হবে। সংগৃহীত বীজ সরাসরি রোপণের জন্য তিন চোখবিশিষ্ট টুকরা ও বীজতলায় চারা তৈরী করে রোপণের ক্ষেত্রে দুই বা এক চোখের খণ্ড তৈরী করা হয়। বীজ খণ্ড প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিনের দ্রবণে ৩০ মিনিট শোধন করে রোপণ করতে হয়।

সার প্রয়োগঃ আখ এক বছরেরও বেশী মাঠে থাকে এবং বেশী ফলন দেয়। ফলে এর খাদ্য উপাদানের প্রয়োজনও হয় অনেক বেশী। জমিতে শুধু সার ব্যবহারের ফলেই ৪০% ফলন বৃদ্ধি পায়। সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য আখের প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৫০% জৈবসারের মাধ্যমে পূরণ করা দরকার। তাই রোপণের আগে ১০-১৫ টন গোবর, প্রেসমাড বা ৫০০ কেজি খৈল নালায় প্রয়োগ করতে হবে। দেশের বিভিন্ন এলাকার সারের মাত্রার তারতম্য হওয়া সত্ত্বেও হেক্টরপ্রতি ১০০ টন ঈপ্সিত ফলনের জন্য জৈবসার ছাড়াও ২৫০ কেজি ইউরিয়া, ২০০ কেজি টিএসপি, ২১০ কেজি এমপি, ১১০ কেজি জিপসাম, ২১০ কেজি ম্যাগনেশিয়াম অকসাইড ও ১১০ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের আগে নালায় সমুদয় ফসফেট, জিপসাম ও অর্ধেক পটাশ প্রয়োগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি তিন ভাগের এক ভাগ ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ কুশি গজানোর সময় (১২০-১৩০ দিন) এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া গাছের দ্রুত বৃদ্ধির সময় (এপ্রিল-মে) প্রয়োগ করে কুশির সংখ্যা ও গাছের বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। বেশী দেরিতে ইউরিয়া দিলে রসে চিনির পরিমাণ কমে যায়। সার দেওয়ার সময় জমিতে রসের অভাব হ'লে সেচ দিতে হবে বা বৃষ্টির পর সার দিতে হবে।

বীজ/চারা রোপণঃ বীজ হিসাবে তিন চোখবিশিষ্ট আখ খণ্ড, ব্যাগে অথবা বীজতলায় উৎপাদিত (ধানের চারার মত) চারা রোপণ করা যায়। এছাড়া গাছ চারাও (জুলাই-আগষ্ট) মাসে ছাড়ানো আখের ডগা কেটে দিলে পার্শ্ব থেকে গাজানো চারা রোপণের জন্য ব্যবহার করা যায়। ৭-৮ সেন্টিমিটার লম্বা এক চোখবিশিষ্ট খণ্ড ব্যাগে ভরে চারা তৈরী করা হয়। ব্যাগে জৈবসার মিশ্রিত মাটি ভর্তি করে তাতে বীজ খণ্ড স্থাপন করতে হবে যেন চোখ ২.৫ সে.মি. নীচে থাকে। এ ছাড়া ৭.৫ মিটার দৈর্ঘ্য, ১.২৫ মিটার প্রস্থ এবং ১৫ সেন্টিমিটার উঁচু বীজতলায় একচোখবিশিষ্ট খণ্ড খাড়া বা মাটির সমতলে স্থাপন করে চারা তৈরী করতে হয়। বীজতলায় সার প্রয়োগ, সেচ ও কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে চারা সুস্থ, সবলভাবে তৈরী করতে হয়। বীজ খণ্ডের চেয়ে চারা রোপণের সুবিধা অনেক বেশী। এতে প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ বীজের সাশ্রয় হয়। এছাড়া মাঠে রোপণের সময় রোগাক্রান্ত চারা বাদ দেওয়া যায় ও সর্বত্র সমানভাবে আদি চারা বিস্তৃত থাকে, ফলে বেশীসংখ্যক কুশি হয়। রোগ আক্রমণ কম হয়। এর ফলশ্রুতিতে আখের ফলনও প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পায়। দেড় থেকে দুই মাস বয়সের আখের চারা রোপণের জন্য ভাল, তবে ৪/৬ মাস বয়সের চারাও রোপণ করা যায়। নাবি আখ চাষের বেলায় রবিশস্যের পর চারা লাগিয়ে যত্ন করলে আগাম আখের প্রায় সমতুল্য ফলন পাওয়া সম্ভব।

সেচঃ আখ স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার উঁচু জমির ফসল হ'লেও অঙ্কুরোদগম ও কুশি গজানোর সময় ২-৩টি সেচ দিতে পারলে ফলন বৃদ্ধি পায়। শীত মৌসুমে সেচের ব্যবস্থা করে অধিক দূরত্বে আখ রোপণ করে একাধিক সাথী ফসল ফলানো সম্ভব। আখ দাঁড়ানো পানিতে বৃদ্ধি পায় না। তাই বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে গাছের বৃদ্ধির শেষ পর্যায়ে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে এমন জাত নির্বাচন করতে হবে। দ্বিতীয় দফা তথা চূড়ান্ত সার প্রয়োগের পর আখের গোড়ায় আংশিক মাটি দিয়ে আলের মত করে বেঁধে দিতে হয় ও অধিক পরিমাণ বৃষ্টির শুরুতে আরও একবার মাটি দিয়ে গাছের গোড়া উঁচু করে দিতে হয়।

পরিচর্যাঃ আগাছা আখের ফলন অনেক কমিয়ে দেয়। এজন্য রোপণের পর ৫ মাস ধরে জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। হস্তচালিত নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহারে খরচ অনেক সাশ্রয় হয়। আখের কাণ্ড ৫/৬ ফুট উঁচু হ'লে শুকনা পাতা ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে প্রথমে এক ঝাড় এবং পরবর্তীতে পাশাপাশি চার ঝাড় একসঙ্গে বেঁধে দিতে হবে, যাতে কোনক্রমেই হেলে না পড়ে। কেননা হেলে পড়লে আখের ফলন ও চিনির পরিমাণ উভয়ই অনেক কমে যায়।

পোকা দমনঃ বেশ কয়েকটি পোকা আখের অত্যন্ত ক্ষতি করে, বিশেষ করে ডগার মাজরা পোকা ও কাণ্ডের মাজরা পোকা। পোকা আক্রান্ত গাছ/চারা পোকাসহ কেটে, ডিমের গাদাসহ পাতা কেটে, মথ সংগ্রহ করে নষ্ট করে পোকা দমন করা যায়।

আখ কাটাঃ পরিপক্ব আখ কাটা উচিত। এতে চিনি বা গুড়ের পরিমাণ বেশী হয়। পরিপক্ব হ'লে আখের মিষ্টতা গাছের গোড়া, মাঝখানে বা ডগার দিকে প্রায় একই রকম হয়। আখ কোদাল দিয়ে মাটির ৫-১০ সেন্টিমিটার নীচে কাটা উচিত। কেননা ২.৫০ সেন্টিমিটার নীচে কাটলে প্রতি হেক্টরে প্রায় ২.৫০ টন অধিক ফলন পাওয়া যায়।

॥ সংকলিত ॥

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

কবিতা

আবার ফিরে এসছে ঈদ

-মুহাম্মাদ খুরশেদ আলম
চাঁদপুর ফুলতলা, পাংশা, রাজবাড়ী।

রামাযানের ছিয়াম শেষে
ডাকছে খুশির বান,
উঠছে সবার ঘরে ঘরে
আনন্দের তুফান।
বছর শেষে আসছে ফিরে আবার নতুন ঈদ
তাইতো সবাই গাহিতেছে আনন্দের সঙ্গীত।
কেবা আমীর কেবা ফকীর
আজকে সবাই এক সমান।
দেখেই শাওয়ালের চাঁদ
মুওয়াযযিন ফুঁকিছে আযান,
আনন্দে আজ মাতোয়ারা
বিশ্বের সব মুসলমান।
***

কথা দিলাম আমি

-মুহাম্মাদ এবাদত আলী শেখ
বৈশাখী স্টোর, পাংশা, রাজবাড়ী।

ঈদের খুশী বলছে ওরা,
গাইছে কত ঈদের ছড়া,
কিনছে কত রঙিন পোষাক-
সুরমা দামী আতর,
তুই কেন মা কাঁদিস একা
কি হয়েছে মা তোর?
ইচ্ছে করে ওদের মত
নতুন জামা পরে,
ঈদের ছালাত পড়তে যাব
বাপজানের হাত ধরে।
ইচ্ছে করে ঈদের দিনে
আনন্দেতে মেতে,
পরাণ ভরে দুধের পায়েশ
মিষ্টি সেমাই খেতে।
এই কথাটা তোকে আমি
বলে ছিলাম বলে,
বুকখানি তুই ভাসিয়ে দিলি
দুই নয়নের জলে।
দোহাই মা তোর আর কাঁদিস না
এমন খুশির দিনে,
চাই না আমি কোন কিছুই
মা তোর সোহাগ বিনে।
ঈদের খুশীর চাইতে ভাল
মায়ের স্নেহ-প্রীতি
এবং আমার হারিয়ে যাওয়া
বাপজানের ঐ স্মৃতি।
ঈদের দিনে চাইব না আর
পোষাক দামী দামী
চাইব না আর ভাল খাবার
কথা দিলাম আমি।
***

লাইলাতুল ক্বদর

-অনামিকা
বাঙ্গা বাড়িয়া, নওগাঁ।

লাইতুল ক্বদর
হাযার মাসের চেয়েও যে রাত
মহিয়ান গরিয়ান।
দিয়েছেন আমাদের তরে
অসীম মেহেরবানী করে
মহান প্রভু রহীম রহমান।
একটি রাতের অসীলায় পাব
সারা জীবনের ক্ষমা,
তিল তিল করে আমলনামা ভরে
যত পাপ করেছি জমা।
শবে ক্বদর,
যে রাতে রূহ ও ফেরেশতারা সব
নেমে আসে সারি সারি,
ছিয়াম সাধকের তরে
নিয়ে রহমতের অশেষ বারি।
নক্ষত্রের মাঝে সূর্য যেমন
গ্রহের মাঝে ধরণী,
মাসের মাঝে রামাযান
আর রাতের মাঝে ক্বদর রজনী।
এই রাতেরই শ্রেষ্ঠ তুহ্‌ফা
পবিত্র আল-কুরআন,
কুরআন পড়ি জীবন গড়ি
এসো হে মুসলমান!
***

রামাযান

-আবদুল খালেক
খান হোমিও হল, পাটকেল ঘাটা
সাতক্ষীরা

রজনী না হ'তে ভোর খেতে হবে সাহারী,
মজে মন তব ধ্যানে দিবা-নিশি সবারি।
দরবারে তার ক্ষমা মাগী সবার সেরা যিনি,
নহর ধারায় বহিবে রহম দেখবে মুমিন জ্ঞানী।
নবজাতকের ন্যায় করিবে পূতঃ মানব মন ও হিয়া,
বলিবে মুমিন মহীর মাঝে আমরা তো এক কায়া।
জাতি ভেদ তখন হইবে বিরাণ আমীর, ফকীর মাঝে,
নকর, নবাব, নন্দন, নন্দনী নবীনভাবে সাজে।
রবের বাণী এই তো মাসে বিকাশ ধরার পরে,
মদ, মদী আর যালেম, কাফের বাঁধে পিঞ্জরে।
সব মাসেরই সেরা এ মাস দানের ফযীলত,
বাড়িয়ে দিবেন সাত শত গুণ মহান রবের বাত।
অতীত এমন পাপাচারে ভরেছিল ওরে,
এই মাসেতে কুড়িয়ে নে তুই রবের আলোটারে।
দেখবে তখন আসা-যাওয়া এক রূপেতে মোড়া,
কবর, মীযান, পুলসিরাতে পড়বে নাকো ধরা।
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

❑ **আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** আরীফুল ইসলাম, আমীর হামযাহ, আব্দুল্লাহ লুবাব, রায়হানুল ইসলাম, ওবায়দুল্লাহ, হাসীবুল ইসলাম, আহসান হাবীব, মাযহারুল ইসলাম, শিহাবুদ্দীন, ওমর ফারূক, শরীফুল ইসলাম, আবুবকর, মাহমূদুল হাসান, ইউসুফ ছাদিক্ব, ফয়ছাল, শাফী উল্লাহ, ফুরক্বান, আব্দুল গণী, যামিরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, আবু রায়হান বিন আব্দুর রহমান, তারিক আলী, এনামুল হক, মি'রাজুদ্দীন, রাসেল, তুষার, আমীনুল ইসলাম, তাহিরুল ইসলাম, বুরহানুদ্দীন, আছগর, ইমরান আলী, রবীউল ইসলাম, আবু রাশেদ, আব্দুল বাকী, খায়রুল ইসলাম, মুনীরুযযামান, রূহুল আমীন, আশিক, আল-মামুন, ময়েজুদ্দীন, মশিউর রহমান, আবু ছালেহ, জাহিদুল ইসলাম।

❑ **বিশ্বনাথপুর, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকেঃ** শামীম বিন দেলোয়ার হুসাইন, আবু সাঈদ, হায়উম রেযা।

❑ **আনন্দ নগর, নওগাঁ থেকেঃ** মুনীরুযযামান (মিলন), লিটন বিন ইদরীস।

❑ **বনবেল ঘড়িয়া, বাইপাস মোড়, নাটোর থেকেঃ** আফযাল, আখতার, আসলাম বিন আলতাফ ও আকরাম।

❑ **শাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর থেকেঃ** আশরাফুল ইসলাম, হাসীবুল ইসলাম, লিটন, শাহানারা খাতুন ও রিতা খাতুন।

❑ **পশ্চিম দুবল্লাই কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ থেকেঃ** আল-আমীন, আরীফুল ইসলাম, নযরুল ইসলাম ও খাদীজা।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান-এর সঠিক উত্তর

১। নাশপাতি। ২। আখরোট। ৩। ফনিমনশা।
৪। বাংলাদেশের যশোর যেলায়। ৫। আগুন সোহাগা

❑ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বর্ণজট)-এর সঠিক উত্তর

১। মাহে রামাযান। ২। ঈদ মোবারক। ৩। তারাবীহ।
৪। ছাদাক্বাতুল ফিতর। ৫। ছিয়াম।

❑ মুহাম্মাদ অহীদুল ইসলাম
পাঁচরুখী মাদরাসা, আড়াইহাযার, নারায়ণগঞ্জ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভাষা)

১। কোন ভাষায় মানুষ কথা বলে না?
২। কোন বৃহত্তম ভাষার কোন ব্যাকরণ নেই?
৩। কোন ভাষার নিজস্ব বর্ণ নেই?
৪। কোন ভাষার পঠননীতি ব্যাকরণ নির্ভরশীল?
৫। ভাষার নামে কোন দেশের নামকরণ করা হয়েছে?

❑ এইচ,এম, মুহসিন
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান বিষয়ক)

১। সবচেয়ে ভারী তরল পদার্থ কোনটি?
২। সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটি?
৩। সবচেয়ে শক্ত পাথর কি?
৪। কোন গ্যাস অগ্নি নির্বাপক?
৫। কোন খনিজ হ'তে এ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়?

❑ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

কবিতা

বোমাবাজী

-এস,এম, তাজিরুল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

চারিদিকে চলছে শুধু একি বোমাবাজী,
ঘরের ছেলে বাইরে যাবে মা হন না রাযী।
সারা বাড়ী পায়চারি আর মায়ের উর্ধ্বশ্বাস,
ঘরের ছেলে বাইরে গেছে কি যে সর্বনাশ!
মানুষ জনের ছুটাছুটি হঠাৎ একি ওমা,
কাঁপিয়ে পাড়া গুড়ম করে ফুটল জোড়া বোমা।
লাল রক্তে ছেয়ে গেলো পাড়ার মাঠ-ঘাট,
ঘরের ছেলে ফিরলো ঠিকই
মানুষ তো নয় লাশ।

***

ঈদ আসে

-আবু রায়হান বিন শায়খ আব্দুর রহমান
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ঈদ আসে আমাদের মাঝে
খোশ–আমদেদের বার্তা নিয়ে।
হাসি খুশি আর উল্লাসের বাহক হয়ে
বছর শেষে আসে ঈদ সবার ঘরে॥
ধনী-গরীব সবার মাঝে,
ভালবাসা বিলানোর তরে।
ঈদ আসে ছিয়াম শেষে
নিজের খাবার থেকে একটু অন্ন,
ক্ষুধাতুরকে দেওয়ার জন্য॥
ঈদ আসে শাওয়াল মাসে
মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ ভুলে,
সবার মাঝে মৈত্রীর ভাব নিয়ে॥
এসো ওরে ভাই সবে
ধনী-গরীব সবাই মিলে
হিংসা-বিদ্বেষ সব যাই ভুলে॥

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ইংরেজী না জানায় আমরা বিশ্বে লাখ লাখ চাকরির সুযোগ হারাচ্ছি

-তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম বলেছেন, বিশ্বায়নের এই যুগে যারা ইংরেজী জানে না, তাদের জীবনের অর্ধেকটাই বৃথা। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত জনশক্তি ভালো ইংরেজী জানে না। ইংরেজী থেকে দূরে থাকার কারণে আমরা আন্তর্জাতিক বিশ্বে লাখ লাখ চাকরির সুযোগ হারাচ্ছি। দেশের স্কুলগুলিতে ইংরেজী শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে। শুধু সংকট নয় রীতিমত হাহাকার চলছে ইংরেজী শিক্ষকের জন্য। প্রায় একই অবস্থা কলেজগুলিতে। অধিকাংশ কলেজে ভালো ইংরেজী শিক্ষক নেই। তবে আশার কথা হচ্ছে, আমাদের ছাত্র-ছাত্রী এমনকি চাকুরিজীবীদের মাঝে ইংরেজী শেখার আগ্রহ বাড়ছে। দেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন 'ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম' (ইআরএফ)-এর সদস্যদের জন্য আয়োজিত ৬ সপ্তাহব্যাপী ইংরেজী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপণী অনুষ্ঠানে গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রধান অতিথির ভাষণে তথ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন।

[বিদেশী চাকুরী নয়, বরং নিজ দেশের প্রয়োজনেই ইংরেজী শেখা প্রয়োজন। '৭১-এর পরেই তৎকালীন সরকার পাবলিক পরীক্ষাগুলিতে ইংরেজীতে পাস করা ঐচ্ছিক করে দেন ও একপ্রকার ইংরেজী ভাষাকেই তুলে দেন অধিক বাংলাপ্রীতি দেখাতে গিয়ে। তখন বিশেষজ্ঞগণ এর বিরোধিতা করেছিলেন। এতদিনে সরকারের হুঁশ ফিরেছে দেখে আমরা খুশী। একই সাথে আমরা আরবী ভাষার প্রতি জোর দেবার দাবী জানাচ্ছি। যাতে ইসলামী বিধান জানা থেকে কেউ বঞ্চিত না থাকে। সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্যেও আরবী জানা আবশ্যক (স.স)]

সুন্দরবনে পূর্ণবয়স্ক বাঘের সংখ্যা ৪১৯

সুন্দরবনের বাংলাদেশের অংশে প্রাপ্তবয়স্ক বাঘের সংখ্যা ৪১৯টি। এর মধ্যে ১২১টি পুরুষ ও ২৯৮টি স্ত্রী বাঘ রয়েছে। পুরুষ ও স্ত্রী বাঘের অনুপাত ১ঃ২.৫। আর বাচ্চা বাঘের সংখ্যা ২১টি। তবে বাচ্চা বাঘের এই সংখ্যা ৪১৯টির অন্তর্ভুক্ত নয়। অপরদিকে সুন্দরবনের ভারতের অংশে বাঘের সংখ্যা ২৭৪টি। বিশ্ববিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শেষ আবাসস্থল সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পরিচালিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাঘ শুমারি ২০০৪-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানভিত্তিক 'পাগমার্ক পদ্ধতি' অনুসরণ করে গণনার ফলাফলে বাঘের এই সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে গণনার এই ফলাফল প্রকাশ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ক্রমাগতভাবে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বাড়ছে।

[সরকারী বনরক্ষক ও বনদস্যুদের যোগসাজশে প্রতিবছর যে হারে মূল্যবান বাঘের চামড়া পাচার হচ্ছে, তাতে অতি সত্বর বাঘ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতএব বাঘ গণনার সাথে সাথে হরিণ ও বাঘহন্তা দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তাদের তালিকা করে ওদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন (স.স)]

বাংলাদেশের ঔষধি গাছ থাইল্যাণ্ডের পার্কে

বাংলাদেশের নিম ও অশ্বত্থসহ বিভিন্ন চারাগাছ এখন থাইল্যাণ্ডের ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারের কাছে বেনজাকিতি পার্কে শোভা পাচ্ছে। থাইল্যাণ্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহেদ আখতার পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে এক চিঠিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। থাইল্যাণ্ডের রাণী সিরিকিতের ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সম্প্রতি পরিবেশ ও বনমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম এবং প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী কিছু ঔষধি গাছ ব্যাংককে পাঠিয়েছিলেন। রাণীর জন্মদিনের শুভেচ্ছা হিসাবে প্রাপ্ত এই চারাগাছগুলি থাইল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই রোপণ করেছেন।

[আমরা নিজেদের দেশের ঔষধি বাদ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরী ট্যাবলেট-ক্যাপসুলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অথচ সবটার মূলে রয়েছে ঔষধি গাছ। তাই মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ঔষধি গাছ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য সরকারের সহযোগিতা কামনা করি (স.স.)]

৮টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিলের সুফারিশ

দেশের ৫২টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৯টির কার্যক্রম সন্তোষজনক। শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশ না থাকা এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলবৎ না থাকার কারণে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিলের সুফারিশ করা হয়েছে। মানোন্নয়নের জন্য ৩৫টিকে সময় বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। কমিটি একই সঙ্গে যেসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সুনামের সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের খাস জমি প্রদানসহ নানারকম সহযোগিতা প্রদানেরও সুফারিশ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানকে প্রধান করে সাবেক বিচারপতি, আমলা, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক সমন্বয়ে গঠিত ৮ সদস্যের কমিটি ১ বছর ৮ দিনের মাথায় গত ১৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে প্রতিবেদন পেশ করে।

কমিটি সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেদনে সন্তোষজনক হিসাবে যে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থান দেওয়া হয়েছে সেগুলি হচ্ছে- নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটি, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ডেফোডিল ইউনিভার্সিটি, ষ্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ এবং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব চিটাগাং। মোটামুটি সন্তোষজনক বলা হয়েছে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে। এছাড়া বর্তমান কার্যক্রম ভাল নয় এমন ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মানোন্নয়নের জন্য দু'বছর, ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে এক বছর, ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়কে ছয়মাস সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার সুফারিশ করা হয়েছে। শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশের অভাব ও সরকারের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন লংঘনের কারণে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল করার সুফারিশ করেছে কমিটি।

কমিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের অধিকমাত্রায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করেছে। সুফারিশে বলা হয়, একজন শিক্ষক সর্বোচ্চ দু'টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে তাকে তার মূল চাকুরিস্থল থেকে 'অনাপত্তি সনদ' আনতে হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কেউ কেউ একাধারে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছেন। ফলে তারা কোনদিকেই ভাল সার্ভিস দিতে পারছেন না।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২০টি। সরকারের তিন বছর সময়ের মধ্যে ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয় জন্মলাভ করেছে। বর্তমানে মোট ৫২টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চট্টগ্রামে ৫টি, সিলেটে ৩টি, কুমিল্লায় ১টি, বগুড়ায় ১টি এবং ঢাকায় ৪২টি রয়েছে।

[ফেব্রুয়ারী'০৪ সংখ্যায় এ বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি। সরকার অবশেষে এদিকে নযর দিয়েছেন দেখে ধন্যবাদ (স.স.)]

বঙ্গোপসাগরে ৬ লাখ টন ইলিশ আহরণ সম্ভব

নির্দিষ্ট মৌসুমে বাংলাদেশের বিশাল বঙ্গোপসাগরের ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্র জাটকা নিধন থেকে রক্ষা করে পরিচর্যা করা গেলে আগামী মৌসুমে ৬ লাখ টন ইলিশ আহরণ করা সম্ভব হবে। যার বাজার মূল্য দাঁড়াবে ১০ হাযার কোটি টাকা। ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্র কোন না কোনভাবে রক্ষা করা গেলে মাত্র ৪ মাসের মধ্যে যে বাংলাদেশের জন্য উজ্জ্বল সম্ভাবনা বয়ে আনতে পারে তা চলতি বছর প্রমাণিত হয়েছে। গত ২০০৩ সালের নভেম্বর হ'তে ফেব্রুয়ারী'০৪ পর্যন্ত শুধুমাত্র চাঁদপুর ও বরিশালের একটি অংশে ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্র রক্ষা করে চলতি বছর এপর্যন্ত আড়াই লাখ টন ইলিশ আহরণ করা হয়েছে। আগামী ১মাসের মধ্যে আরো ৫০ হাযার মেট্রিক টন ইলিশ মাছ ধরা সম্ভব হবে বলে এ সম্পর্কিত সূত্র আশা প্রকাশ করেছে। চাঁদপুর যেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহ্সানুল হক মিলনের একক প্রচেষ্টায় এ প্রজনন ক্ষেত্র রক্ষা করা সম্ভব হয়। গত বছর যেটুকু এলাকায় জাটকা নিধন বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়, তার পরিমাণ সমুদ্র সীমার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। টেকনাফ থেকে খুলনার বঙ্গোপসাগরের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা এখনো জাটকা নিধন বন্ধ কার্যক্রমের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

১৯৯৮ সাল হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে বঙ্গোপসাগরে কারেন্ট জালের যথেচ্ছ ব্যবহার করে জাটকা নিধন অব্যাহত থাকায় এ সময় সাগর এক প্রকার ইলিশশূন্য হয়ে পড়ে। ১৯৯৮ সালের পূর্বে যেক্ষেত্রে প্রতি বছর সাগর হতে ৫ লক্ষাধিক টন ইলিশ সংগ্রহ করা হ'ত, সেক্ষেত্রে পরবর্তী বছরগুলিতে সংগৃহীত হয় সর্বোচ্চ ৫০ হাযার মেট্রিক টন প্রতি বছরে। এভাবে এদেশের মানুষের খাদ্য তালিকা হ'তে এক পর্যায়ে ইলিশের স্থান নির্বাসিত হয়। বিদেশে রফতানী বন্ধ হয়ে যায়। প্রতি কেজি ইলিশ বিক্রি করা হয় ২০০ থেকে ৪০০ টাকায়। ইলিশ মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল ১০-১৫ লাখ জেলে পরিবারের উপর নেমে আসে অবর্ণনীয় বিপর্যয়।

এমত পরিস্থিতিতে বঙ্গোপসাগর ইলিশশূন্য হয়ে পড়ার কারণ উদ্ঘাটনের জন্য বিশেষজ্ঞরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তাদের গবেষণালব্ধ সূত্র মতে, শুধু কারেন্ট জালের যথেচ্ছ ব্যবহার নয়, বরং এর অন্যতম কারণ হচ্ছে- ফারাক্কার বিরূপ প্রভাব, মিঠা পানির পরিবেশ নষ্ট, সাগরে তেল অনুসন্ধানে ড্রিলিং ও ডীপ সীট্রলিং। এসব কারণে বঙ্গোপসাগর হ'তে ইলিশ এক প্রকার উধাও হয়ে যাওয়ায় সরকার প্রতিবছর ৩ হাযার কোটি টাকার রফতানী আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

[একজন তরুণ প্রতিমন্ত্রীর চেষ্টায় যদি এত বড় একটা কাজ হ'তে পারে, তাহ'লে প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা নৌ-পরিবহণ মন্ত্রী চেষ্টা নিলে নিঃসন্দেহে বাকী দুই তৃতীয়াংশ এলাকা কারেন্ট জাল শূন্য করা সম্ভব। এতে তাঁর আন্তরিকতার অভাব ধরা পড়ে। অতএব মন্ত্রী আমলা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানাই (স.স.)]

আসছে অত্যাধুনিক বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট

বদলে যাচ্ছে পাসপোর্টের আকার ও প্রকৃতি। আসছে বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট। নতুন এই পাসপোর্ট স্ক্যানার মেশিনে পড়া যাবে। ক্রেডিট কার্ডের মত বিশেষ গোপনীয়তা বজায় থাকবে এই পদ্ধতিতে। পাসপোর্ট জাল করে ভিসা ও বিদেশ গমনে জালিয়াতির পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে নতুন এই কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে। সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন ও সুশাসন সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির অনুমোদনের পর প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন। গত ১৮ অক্টোবর মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ সরকার অনুমোদিত এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে।

একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, বাংলাদেশের পাসপোর্ট জালিয়াতি, পৃষ্ঠা বদলানো, ছবি প্রতিস্থাপন ও নাম ঠিকানা পরিবর্তন করার ঘটনায় দেশ-বিদেশে সমালোচনা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিপাকে পড়েছে ইমিগ্রেশন বিভাগ। হাজতবাস হয়েছে অনেকের। গলাকাটা পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে গিয়ে ধরা পড়েছে অনেকেই। এতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এখন এধরনের ম্যানুয়াল পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা কমে আসছে উল্লেখ করে সূত্র জানায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই অত্যাধুনিক পাসপোর্ট প্রবর্তন করা হচ্ছে।

[যারা একই সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে দু'দেশেই ভোটের সময় ভিড় জমান ও এদেশে ব্যবসা করে টাকা জমিয়ে গোপনে ভাবতে পাততাড়ি গুটান, তাদেরও চিহ্নিত করার ব্যবস্থা নিন (স.স.)]

হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস বহন করছে দেশের ৮০ লাখ মানুষ

বাংলাদেশের প্রায় ৮০ লাখ লোক তাদের শরীরে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস বহন করছে। প্রতিবছর দেড় লাখ লোক নতুন করে এ জীবণু দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। এ সংখ্যা সারা বিশ্বে মোট আক্রান্তের ২.৫ ভাগ। 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা' হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে মধ্যম প্রাদুর্ভাব এলাকা (২.১ থেকে ৭ ভাগ) উল্লেখ করেছে। ভবিষ্যতে এ পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটতে পারে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৯২ সালে 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র সভায় পৃথিবীর সমস্ত লোককে ১৯৯৭ সালের মধ্যে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের টিকা দেওয়ার কর্মসূচী গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। বর্তমানে ১৮০টিরও বেশি দেশ হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য টিকাদান কর্মসূচী শুরু করেছে। বিলম্বে হ'লেও বাংলাদেশ সম্প্রতি ছয়টি বিভাগীয় শহরে বিনামূল্যে বি ভাইরাসের টিকা দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া হেপাটাইটিস-বি প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছে সরকার।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ধীরে ধীরে বিনামূল্যে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের টিকা দেওয়ার কর্মসূচী সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

হেপাটাইটিস-বি প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় নীতি নির্ধারণ কমিটির টাস্ক ফোর্স-এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশে এ ভাইরাসটিতে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হ'ল পেশাদার রক্তদাতারা। তাদের মধ্যে ১৮ দশমিক ২ থেকে ২৯ ভাগ এবং স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের মধ্যে ২ দশমিক ৪ ভাগ লোক এ রোগে আক্রান্ত। এছাড়া ৫ দশমিক ৯ ভাগ ট্রাক ড্রাইভার, ৯ দশমিক ৭ ভাগ পতিতা ও ১৪ ভাগ মাদকসেবীর শরীরে এ জীবাণু আছে।

হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্তদের তীব্র লিভার প্রদাহ, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ, লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যান্সার পর্যন্ত হ'তে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আক্রান্ত হওয়ার বয়সের ওপর নির্ভর করে এ রোগের গতি-প্রকৃতি। শিশু অবস্থায় আক্রান্ত হ'লে ৯০ ভাগ সম্ভাবনা থাকে ক্রনিক লিভার রোগ হওয়ার। মধ্যবয়সে আক্রান্ত হ'লে এ সম্ভাবনা নেমে আসে ১০ ভাগে।

[অধিকাংশ মাদকসেবী মদের পয়সা জোগাড় করার জন্য রক্ত বিক্রি করে থাকে। যারা রক্ত নেন, তাদেরকেই এ বিষয়ে অধিক সজাগ হ'তে হবে। সাথে সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইসলামে সকল প্রকারের মাদকদ্রব্য হারাম। অতএব ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টির জন্য মসজিদের ইমাম, শিক্ষক ও বক্তাগণ অবদান রাখতে পারেন (স.স.)]

বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি ৪০ কোটি ডলার ঋণ দেবে

বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রায় ৪০ কোটি ডলার ঋণ প্রদান করবে। এর মধ্যে এডিবি দেবে ১২ কোটি ডলার আর ২৮ কোটি ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক। পাশাপাশি জ্বালানি, আর্থিক খাত উন্নয়ন, বেসরকারি খাত বিকাশ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের ৯টি প্রকল্পের প্রায় ১৪ কোটি ডলারও বিশ্বব্যাংক ছাড় করবে। গত আগষ্ট মাসের বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এই দুই সংস্থা সরকারকে তিন ধাপে সহায়তা দিবে বলে জানা গেছে। প্রথম ধাপ ১২ থেকে ১৫ মাস স্বল্পমেয়াদী, দ্বিতীয় ধাপ ৩ বছর মধ্যমেয়াদী এবং দুই দফার সফল বাস্তবায়নের পর ৫ বছর মেয়াদী তৃতীয় ধাপ শুরু হবে। বিশ্বব্যাংক তিন ধাপে এবং এডিবি দু'টি ধাপে সহায়তা করবে।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র হিসাব মতে, সারা দেশে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৩ হাযার কোটি টাকা।

[৫ বছর ধরে ঋণ দেওয়ার অর্থ পাঁচ বছর দেশটাকে পঙ্গু করে রাখা। বন্যায় পর্যুদস্ত দেশটি যেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে, অভাবী মানুষগুলির অভাব স্থায়ী হয় এবং ঋণের জালে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে যেন সরকারকে গোলামীর যিঞ্জীরে আবদ্ধ রাখা যায়, খৃষ্টান প্রভাবিত পুঁজিবাদী ঐ সংস্থা দু'টি সেই ব্যবস্থাই করেছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে যদি আবার বন্যা হয়, তাহ'লে তো তাদের আরো পোয়াবারো। অতএব হে সরকার! নিজের পায়ে দাঁড়াও (স.স.)]

প্রতিবছর দেশে ২ লক্ষাধিক লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়

বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল-এর তথ্য মতে প্রতিবছর দেশে ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখেরও বেশী। এর মধ্যে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২৩ থেকে ২৪ হাযার। বছরে দেশে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় ও সচেতনতার অভাবে মৃত্যুবরণ করেন প্রায় ১৭ থেকে ১৮ হাযার মহিলা। অথচ শুরু থেকে ক্যান্সার নির্ণয় ও চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ থেকে খুব সহজে পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা ১শ' ভাগ। স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া মানেই মৃত্যু নয় এবং এটা কোন ছোঁয়াচে রোগও নয়। প্রাথমিক অবস্থায় সঠিক নির্ণয় ও চিকিৎসা এ রোগটির সম্পূর্ণ নিরাময়ে সহায়ক। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সার্জারি, কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপি অধিক প্রযোজ্য। এছাড়া বর্তমানে দেশেই স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসা রয়েছে। শুধু প্রয়োজন সচেতনতা।

উল্লেখ্য যে, ৩৫ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত মহিলাদের ৩ থেকে ৫ বছর অন্তর এবং ৪০ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত মহিলাদের প্রতিবছর একবার ডাক্তারী পরীক্ষা করানো প্রয়োজন।

[সৌন্দর্য ধরে রাখার নামে যে সব মায়েরা সন্তানকে তার মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন, তাদের উপরে গযব হিসাবে এ রোগ নেমে আসে। অনুরূপভাবে যারা একই কারণে সব সময় বক্ষবন্ধনী ব্যবহারের কারণে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করেন, তাদেরও এ রোগ হ'তে পারে। অতএব পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে স্বাভাবিক ইসলামী জীবন যাপন করাই এর সর্বোত্তম প্রতিষেধক (স.স.)]

হ্যান্সকে কঠোর শাস্তি দিন

-আমীরে জামা'আত

গত ১১ই অক্টোবর '০৪ সোমবার ঢাকায় 'বিস' আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জার্মানীর ইরফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হ্যান্স জি কিপেনবার্গ তার উপস্থাপিত প্রবন্ধে 'ইসলাম জঙ্গী ধর্ম এবং মুহাম্মাদ যুদ্ধবাজ' বলে যে বক্তব্য রেখেছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** পত্রিকায় প্রদত্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই ধরনের পণ্ডিতনামীয় মূর্খদের বিদেশ থেকে আমদানী করে ঢাকায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগদানের জন্য তিনি আয়োজকদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ইসলামের ইতিহাস ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে একেবারেই আনাড়ী এই মূর্খ ব্যক্তিটিকে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অপরাধে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি জোর আবেদন জানান।

রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা করুন!

-আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** পত্রিকায় প্রদত্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে আসন্ন রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রামাযান মাসে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং অন্য মাসের তুলনায় লাভ কম করার জন্য এবং রামাযান মাসে দিনের বেলায় হোটেল-রেস্তোঁরা বন্ধ রেখে ছিয়ামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি আবেদন জানান। তিনি চলচ্চিত্র ও টিভিতে কোনরূপ বেহায়াপনা প্রদর্শন না করার জন্য, রাস্তা-ঘাটে-দেওয়ালে অশ্লীল ছবি ও পোষ্টার না লাগানোর জন্য এবং ঘুষ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস হ'তে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিশেষভাবে আবেদন জানান। তিনি উক্ত বিষয়ে সরকারের কঠোর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ আবারও দুর্নীতির শীর্ষে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) দুর্নীতি ধারণা সূচকে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশগুলোর কাতারে এ নিয়ে একটানা চতুর্থবারের মত বাংলাদেশ তার শীর্ষ স্থান দখল করেছে। তবে এবার বাংলাদেশের সঙ্গী হিসাবে হাইতি যৌথভাবে ২০০৪ সালের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হয়েছে।

টিআই'র সদর দপ্তর বার্লিন থেকে গত ২০ অক্টোবর বুধবার 'দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০০৪ (সি.পিআই)' বিশ্বব্যাপী একযোগে প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগে ২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ সালে বাংলাদেশ ছিল এককভাবে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ।

[কিছু দুর্নীতিবাজ লোকের জন্য দেশকে দুর্নীতিবাজ বলাকে আমরা সমর্থন করিনা। তাছাড়া যারা এ হিসাব পরিচালনা করেছেন, তারা চিহ্নিত দেশবিরোধী বুদ্ধিজীবী। এরপরেও আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারকে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই (স.স)]

ক্লাসে ছাত্রকে টুপি ও ছাত্রীকে নেকাব খুলতে বাধ্য করলেন শিক্ষক

চাঁদপুর যেলার কচুয়া বঙ্গবন্ধু ডিগ্রী কলেজের বাংলা প্রভাষক ও ঢাবির প্রয়াত শিক্ষক হুমায়ুন আজাদের ছাত্র দাবীদার ফখরুল ইসলাম কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের ক্লাস চলাকালীন সময় মুহাম্মাদ হানীফ পাটোয়ারী নামে এক ছাত্রের টুপি এবং একই ক্লাসের ছাত্রী নূছরাত জাহানের মুখের নেক্বাব খুলতে বাধ্য করেন। তিনি বোরক্বা ও টুপি সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ইসলাম ধর্মই বেশী রক্তপাত ঘটিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, তসলীমা নাসরিন যখন ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়মিত লিখতো, তখন প্রভাষক ফখরুল ক্লাসে তার লেখাকে প্রগতিবাদী লেখা বলে ক্লাসে চালিয়ে দিতেন। সম্প্রতি হুমায়ুন আজাদকে যখন সারাদেশ নাস্তিক বলে ধিক্কার দিচ্ছিল, তখন তিনি তার বিভিন্ন লেখা নিয়ে ক্লাসে ছাত্রদের সাথে গর্ব করতেন। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং কচুয়ার ইসলামপ্রিয় জনগণ ঐ শিক্ষকের অপসারণ দাবী করেছে।

[শিক্ষক নামের কলংক ঐ ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই। আমরা লোকটিকে শিক্ষকতার মহান পেশা থেকে অবিলম্বে অব্যাহতি দানের আবেদন জানাচ্ছি এবং তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স)]

ইসলাম জঙ্গী ধর্ম, মুহাম্মাদ যুদ্ধবাজ

ঢাকাস্থ জার্মান দূতাবাস ও ফরাসী দূতাবাসের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এণ্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিস) আয়োজিত 'ধর্মীয় জঙ্গীবাদ ও দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের গত ১১.১০.২০০৪ইং তারিখ ছিল দ্বিতীয় দিন। সকাল-বিকাল দু'টি অনুষ্ঠানেই হয়েছিল জমজমাট বিতর্ক।

বিকেলের অধিবেশনে জার্মানীর ইরফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হ্যান্স জি কিপেনবার্গ 'সন্ত্রাসই ইবাদত এবং ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসীদের ধর্মগ্রন্থ' শীর্ষক একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রফেসর হ্যান্স তার এই বিতর্কিত নিবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, সূচনালগ্ন থেকেই ইসলাম সন্ত্রাস লালন করে আসছে। তিনি তার প্রবন্ধে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে যুদ্ধবাজ হিসাবে উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'মুহাম্মাদ মদীনায় রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল করেন (আল-কুরআন ৯ঃ১) এবং তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দেন যেখানে তাদের পাওয়া যায় সেখানেই তাদের হত্যা করতে' (কুরআন ৯ঃ৫)। প্রফেসর হ্যান্স আরো বলেন, 'মদীনায় মুহাম্মাদ এবং কাফেরদের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। মক্কার জীবনে তাঁর ধর্ম প্রচারের জন্য কৌশল হিসাবে দয়ার্দ্রতার নীতি গ্রহণ করা হয়, পরে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ ও সংঘাতের নীতি গ্রহণ করা হয়। ইসলামী ধর্মতত্ত্বে এটাই হচ্ছে সহনশীলতা থেকে জঙ্গীবাদে রূপান্তর। এর মূলে রয়েছে কুরআনের ঐ ৯ঃ৫ আয়াত'। এভাবেই প্রফেসর হ্যান্স তার সমগ্র প্রবন্ধে ইসলামকে জঙ্গী ধর্ম হিসাবে প্রমাণ করার অপপ্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিয়ত হচ্ছে ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। নিয়ত ছাড়া কোন কাজ শুদ্ধ হয় না। নিয়ত যদি ব্যক্তিগত আবেগমুক্ত হয় তাহ'লেযেকোন সন্ত্রাসী কাজও পবিত্র কাজে পরিণত হবে। প্রফেসর হ্যান্স বলেন, নিয়তের এই উদাহরণই ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ঘটাতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র... এ নিয়তেই তারা ছালাত আদায় করেছে, তেলাওয়াত করেছে- তারপর তারা ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা পরিচালনা করেছে'।

প্রফেসর হ্যান্স এভাবেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে মুসলমানরা যৌক্তিক হিসাবে বিবেচনা করে। ঐ হত্যাকাণ্ডকে মুসলিম জঙ্গীরা মহৎ কাজ হিসাবে মনে করে। তারা মনে করে, যারা ঐ ঘটনা ঘটিয়েছে তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে। গোটা প্রবন্ধ জুড়েই প্রফেসর হ্যান্স তার যুক্তি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত পাণ্ডিত্বের সাথে।

অনুষ্ঠানে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় প্রফেসর হ্যান্সের এই অভিমতে। সম্মেলনের ঐ কর্মঅধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডঃ মিজানুর রহমান শেলী। বিষয়টি আলোচনার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হ'লে সাবেক সচিব শাহ আব্দুল হান্নান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর শওকত আরা, রাষ্ট্রদূত জিয়া উশ শামস চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাখাওয়াত হোসেইন, ডঃ সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, ভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জনাব আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ। তাঁরা বলেন, প্রফেসর হ্যান্স কিপেনবার্গ তার প্রবন্ধে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই'-এর বরাত দিয়ে যেসব তথ্য উল্লেখ করেছেন, তাতো এফবিআই'-এর বানোয়াট তথ্যও হ'তে পারে। তারা আরো বলেন, বিচ্ছিন্নভাবে আল-কুরআনের আয়তের উদ্ধৃতি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল-কুরআন অবতীর্ণ হয় পরিস্থিতি ও সময় অনুযায়ী, প্রয়োজন অনুসারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের পর ক্ষমা ও দয়ার এক আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাঁরা প্রফেসর কিপেনবার্গের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

দিনের অপর এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি মোস্তফা কামাল। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার ধর্মীয় জঙ্গীবাদ ও মানবাধিকার নিয়ে কথা বলার নৈতিক অধিকার নেই। তিনি বলেন, কয়েক শতাব্দী ধরে তুর্কীরা জার্মানীতে বসবাস করছে। তারা আজো নাগরিকত্ব পায়নি। ফ্রান্সে মুসলিম মহিলাদের হিযাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ধর্মীয় জঙ্গীবাদের কারণে ততখানি উদ্বিগ্ন নই যতখানি উদ্বিগ্ন পাশ্চাত্য যে দৃষ্টিতে বিবেচনা করে, তা দেখে। আমি মনে করি না, বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে কখনো ধর্মযুদ্ধ বাধবে। ঢাকাস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত ডিয়েট্রিস আণ্ড্রেয়াস বিচারপতি মোস্তফা কামালের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

[আমরা এই জ্ঞানপাপী হ্যান্সের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং তাকে ও তার আমন্ত্রণকারী এদেশীয় দোসরদের প্রতি তীব্র নিন্দাবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে হিদায়াত করুন! (স.স.)]

নতুন জাতের চিংড়ী 'ভানামেই' নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজার তোলপাড়

নতুন একটি ছোট প্রজাতির চিংড়ী আন্তর্জাতিক বাজার তোলপাড় করে তুলেছে। 'ভানামেই' নামের এই চিংড়ী উফশী এবং অর্থনৈতিকভাবে বেশ লাভজনক বলেই কদর পাচ্ছে। এর গড় উৎপাদন বাগদা চিংড়ীর তুলনায় অনেক বেশী। রোগবালাইও কম। গত দু'বছর ধরে বাংলাদেশের নিকটবর্তী এশীয় দেশ থাইল্যাণ্ড, চীন ও ভিয়েতনাম 'ভানামেই' চিংড়ী উৎপাদন করছে। এ দেশেও চিংড়ী ঘেরে এর চাষ সম্ভব। বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রফতানীকারক সমিতি (বিএফএফইএ) 'ভানামেই' জাতের চিংড়ী পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগে যরূরী কর্মপরিকল্পনা নেওয়ার তাগিদ দিয়ে বলেছে, যদি স্থানীয়ভাবে এ পোনার হদিস

না মিলে তাহ'লে আমদানী করে এই প্রজাতির চিংড়ীর পরীক্ষামূলক চাষ করা প্রয়োজন। বঙ্গোপসাগরে ৩৬ প্রজাতির চিংড়ী রয়েছে। এর মধ্যে 'ভানামেই' জাতের চিংড়ী রয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করার বিষয়েও অভিজ্ঞ মহল তাগিদ দিয়েছে।

এদিকে গত বছরে ৩৯০ মিলিয়ন ডলার আয়ের বিপরীতে চলতি ২০০৪-০৫ অর্থবছরে চিংড়ীসহ হিমায়িত খাদ্য রফতানী বাবদ ৪১০ মিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আশা ব্যক্ত করে সমিতি জানায়, এই খাতে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রকৃতি ও চাহিদার পরিবর্তন ঘটছে। ফলে শীর্ষ রফতানীকারক কোন কোন দেশ ইতিমধ্যে আমদানীকারকে পরিণত হয়েছে। মালয়েশিয়া, দঃ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর এবং এশিয়ার বাইরের দেশ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, স্পেন, নিউজিল্যাণ্ডে চিংড়ী ও অন্যান্য মৎস্যের রফতানী বাজার প্রসারের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সরকারের উদ্যোগে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হ'লে ইউরোপ, আমেরিকার বাইরেও বাংলাদেশের বাজার সম্প্রসারণ করা সম্ভব। দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ রফতানী খাত চিংড়ীসহ হিমায়িত খাদ্য পণ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে এসব বিষয় বিএফএই-এর পক্ষে থেকে তুলে ধরা হয় গত ১৮ সেপ্টেম্বর বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সাথে মতবিনিময় সভায়। সমিতির লিখিত বক্তব্যে জানান হয় যে, চিংড়ী উৎপাদন ও রফতানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিশন ২০০৪-০৮ নামে একটি ধারণা পত্রের মাধ্যমে বছরে ১০ হাযার কোটি টাকা রফতানী আয়ের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে একটি কর্মসূচী সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। সরকারের সদিচ্ছার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য চিংড়ী চাষীদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব। চিংড়ীর পোনা, চাষাঞ্চল ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যাপকতা বিবেচনা করে কক্সবাজার ও সাতক্ষীরায় দু'টি চিংড়ী শিল্পনগরী গড়ে তোলা যায়। তাতে চিংড়ী উৎপাদন হ্যাচারী, খাদ্য, ডিপো, সরবরাহকারী সহ সকল স্টকহোল্ডারদের একটি সমন্বিত কার্যক্রম গড়ে উঠবে। ফলে উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।

সমিতি চিংড়ী রফতানীতে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা নিরসনে ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এর মধ্যে এন্টিবায়োটিক টেস্টের মূল সমস্যা প্রসঙ্গে বলা হয়, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে হিমায়িত খাদ্য পণ্যে এন্টিবায়োটিক শনাক্ত হ'লে তা ধ্বংসের নির্দেশ রয়েছে। এ সমস্যা নিরসনে মৎস্য অধিদফতর পরিচালিত পরীক্ষাগারের আধুনিকায়নের জন্য যন্ত্রপাতি আনা হলেও লোকবলের অভাবে এগুলি এখনো চালু হচ্ছে না। সমিতি বিভিন্ন রফতানীকারক প্রতিষ্ঠানের নামে যাচাই-বাছাই ছাড়া আরোপিত আয়কর রহিত করা, রুগ্ন শিল্পের দায়-দেনা নিষ্পত্তির সময়সীমা বৃদ্ধির দাবীও জানিয়েছে। চট্টগ্রাম চেম্বার হিমায়িত মৎস্যখাত উন্নয়ন, উৎপাদন তথা রফতানী বাড়ানোর ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ ডেস্ক স্থাপনের জন্য সুফারিশ করেছে। এদিকে ১১৮টি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, রফতানীকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গুণগত মানদণ্ড বজায় রেখে রফতানীর সুযোগ পাচ্ছে ৫৩টি। তা সত্ত্বেও রফতানীকৃত অনেক চালান বায়োটেস্টে গৃহীত হচ্ছে না নানা অজুহাতে। এ অবস্থায় সরকার গুণগত মান পরীক্ষার বিষয়টি আরো অগ্রাধিকার দিয়ে তদারকির উদ্যোগ নিচ্ছে।

[উচ্চ ফলনশীল ছোট জাতের 'ভানামেই' চিংড়ী প্রাপ্তির খবরে আমরা খুশী। কিন্তু এদেশের ৩৬ জাতের চিংড়ীর সবগুলি কি আমরা এযাবৎ বিদেশীদের খাওয়াতে পেরেছি? এদেশের মাটি ও পানির গুণে এদেশের মাছ বিশ্বের সেরা। বাগদা চিংড়ী ছাড়াও রয়েছে মিষ্টি পানির গলদা চিংড়ী, লোনা পানির পার্শে, ভাঙান, ভেটকি, তেড়ে ইত্যাদি অতুলনীয় সুস্বাদু মাছের সমাহার। বিদেশীরা এসবের স্বাদ পেলে অন্য মাছের কথা ভুলে যাবে। মৎস্য ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী হবার আহ্বান জানাই (স.স.)]

বিদেশ

মার্কিন নির্বাচনে ধর্মীয় প্রভাব

সর্বাপেক্ষা ধর্মপ্রাণ দেশগুলির অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ধর্ম নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আধ্যাত্মিক অবস্থার কিছু চিত্র তুলে ধরা হ'ল। ১০ মার্কিন নাগরিকের মধ্যে ৬জনই বলেছে, ধর্ম তাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাদের বিশ্বাস ধর্মই বর্তমান সমস্যার সব সমাধান দিতে সক্ষম। ২০০৪ সালের জুন মাসে গ্যালপ জরিপে একথা জানা যায়।

প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আমেরিকান বলেছে, চার্চ কিংবা সিনাগগের প্রতি তাদের আস্থা রয়েছে। প্রতি তিনজনের একজন বলেছে, তারা অন্তত সপ্তাহে একবার উপাসনালয়ে যান। এই সংখ্যা ভোটারদের প্রায় ৪৭ ভাগ। টাইম ম্যাগাজিনের জুন '০৪ সংখ্যায় একথা জানা যায়। এদিকে তালিকাভুক্ত ভোটারদের ৭২ ভাগ বলেছে, প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের জন্য শক্ত ধর্মীয় বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, পিউরিচার্স সেন্টার ২০০৪ সালের আগষ্ট মাসে এ তথ্য প্রকাশ করে। জরিপে দেখা যায়, ৭০ ভাগ রিপাবলিকান বলেছে, প্রেসিডেন্টের বিশ্বাস তাকে নীতি তৈরী করার ক্ষেত্রে পরিচালনা করে থাকে। ২৭ ভাগ আমেরিকান বলেছে, রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরের চেয়ে ধর্মীয় কথা অধিক শ্রেয়।

[ধর্মনিরপেক্ষতার দুর্গে ধর্মের এই প্রভাব বাংলাদেশী ধর্মনিরপেক্ষদের হুঁশ ফিরাতে পারবে কি? বিশ্বধর্ম ইসলামের অনুসারীরা জেগে ওঠো (স.স.)]

চীনের নিংজিয়ায় মহিলাদের প্রথম মসজিদ

বিশ্বের সর্বাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত চীনে প্রধান চারটি ধর্মের মধ্যে ইসলামের স্থান তৃতীয়। বর্তমানে চীনের জনসংখ্যা প্রায় ১৩৫ কোটি। কট্টর কমিউনিষ্ট শাসনের অবসান হ'লেও সেখানে মুসলমানদের ধর্ম চর্চা কেবল মসজিদেই সীমাবদ্ধ। নিংজিয়া প্রদেশ চীনে ইসলাম ধর্মের প্রাণকেন্দ্র। প্রভাবশালী মুসলিম নেতা হংইয়াংয়ের নেতৃত্বে রয়েছে ১০ লাখ অনুসারী। চীনের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতির কথা থাকলেও ধর্মচর্চার সুযোগ সেদেশে খুবই সীমিত। দীর্ঘ সময়ের কট্টর কমিউনিষ্ট শাসনের পর আশির দশকে পুনরায় প্রকাশ্যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি দেওয়া হয়। নিংজিয়া প্রদেশের মুসলমানরা সব বাধাকে অতিক্রম করে শুরু করেছেন মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতি। এ লক্ষ্যে তারা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ব্যতিক্রমধর্মী এই লড়াইয়ে সামনে এগিয়ে এসেছেন ৪০ বছর বয়সী এক সন্তানের জননী জিন মেইহুয়া। তিনি সব সময়ই হিজাব (বোরক্বা) পরিধান করেন। ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জনের জন্য মেইহুয়া ইমামের কাছে গিয়ে মসজিদে পড়াশোনা করার অনুমতি চেয়েছেন। মেইহুয়া মহিলাদের পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি মহিলাদের জন্য আলাদা একটি মসজিদ পরিচালনা করছেন। মুসলিম বিশ্বে মহিলাদের জন্য এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মহিলাদের মসজিদটি পুরুষদের মসজিদের

সঙ্গে সংযুক্ত। নিংজিয়া প্রদেশে মহিলাদের জন্য রয়েছে কয়েকটি পৃথক মসজিদ। মেইহুয়া পরিচালিত মসজিদে ইসলাম সম্পর্কে চীনের মহিলারা অনেক কিছু শিখতে পারছেন। একজন খাঁটি মুসলমান হবার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য এই মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

[এখবর পড়ে দেশের ঐসব মহলের কি অবস্থা হবে, যারা বলেন, মহিলাদের মসজিদে ও ঈদগাহে যাওয়া হারাম। ঢাকার দেওয়ালে দেওয়ালে তাদের লিখনী দেখলে মনে হয়, তারাই যেন ইসলামের সোল এজেন্সী নিয়েছেন। চীনের মুসলিম মা-বোনদেরকে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাই (স.স.)]

কম্বোডিয়ার নতুন রাজা সিহামনি

প্রিন্স নরোদম সিহামনি কম্বোডিয়ার নতুন রাজা নির্বাচিত হয়েছেন। ৯ সদস্যের একটি রাজকীয় পরিষদ এই সাবেক নৃত্যশিল্পীর পক্ষে ভোট দেয়। এর আগে তিনি ইউনেস্কোতে কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এই প্রতীকী পদটির জন্য তার পিতা নরোদম সিহানুকই তাকে মনোনীত করেন। ১০ অক্টোবর সিহানুক শারীরিক অসুস্থতার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেন। তার পদত্যাগে কম্বোডিয়ায় সাংবিধানিক সংকটের সৃষ্টি হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী সহ ৮ হাযার গ্রীণকার্ডধারী বহিষ্কার

মামুলী অপরাধে শাস্তিভোগের পর নিউইয়র্কের ১৮শ' এবং সমগ্র আমেরিকার ৮ হাযার গ্রীণকার্ডধারীকে গত বছর ডিপোর্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ৪৮ জন বাংলাদেশীও রয়েছেন। হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট এই পদক্ষেপ নিয়েছে ১৯৯৬ সালে পাস হওয়া একটি আইনের বলে। এর মধ্যে টোকেন ছাড়া সাবওয়েতে প্রবেশ করার মত অপরাধেও জড়িত ছিলেন বেশ কয়েকজন। আর এই ডিপোর্টেশনের ব্যাপারে মুসলিম-অমুসলিম বাছ-বিচার করা হচ্ছে না। আমেরিকা বার এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা এই আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন। নন-সিটিজেনদেরকে মামুলী অপরাধে ডিপোর্ট করার মাধ্যমে ইমিগ্র্যান্টদের বেহাল অবস্থায় নিপতিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে আমেরিকা সিভিল লিভার্টিজ ইউনিয়ন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, অনেক মামলায় আপিলেরও সুযোগ দেয়া হয়নি। রিকার আইল্যাণ্ড কারা কর্তৃপক্ষ বলেছেন, গত এক বছরে অন্তত ৫২৪ জন গ্রীণকার্ডধারীকে ডিপোর্টের জন্য নিয়ে গেছে ইমিগ্রেশনের লোকজন। এর মধ্যে ২২৬ জনকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে কোন ধরনের আপিলের সুযোগ না দিয়েই। হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, গত বছর ৭৯ হাযার ইমিগ্র্যান্টকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে ক্রিমিনাল হিসাবে। এর মধ্যে ৮ হাযার জনের গ্রীণকার্ড ছিল। এই সংখ্যা হচ্ছে আগের বছরের তুলনায় তিন গুণ। কর্মকর্তারা আরো জানিয়েছেন যে, বিভিন্ন অপরাধে গত বছর মোট ১ লাখ ৪০ হাযার ইমিগ্র্যান্টকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেকেই রয়েছেন গ্রীণকার্ডধারী এবং অনেকেই অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট। শাস্তিভোগের পর তাদেরকে ডিপোর্ট করা হবে। সে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আগে থেকেই। অর্থাৎ তাদের তালিকা দেয়া হবে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে। শাস্তি শেষ হওয়ার দিনই তারা হাযির হবে কারাগারের অফিসে। বেশ কয়েক ডজন বাংলাদেশী রয়েছেন এ তালিকায়।

[জন্মভূমি ছেড়ে যারা পরদেশকে নিজের দেশ বানাতে গিয়েছিল সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন, নিশ্চয়ই এতে তাদের নিদ্রা ভঙ্গ হবে। অতএব আসুন! নিজেদের দেশকে সকলে মিলে সুন্দর করে গড়ে তুলি ও সুখে-দুখে মিলেমিশে বসবাস করি (স.স.)]

'হিংলিশ' ব্যাপক প্রচলিত কথ্য ভাষায় পরিণত হ'তে পারে

ভারতে ইংরেজীভাষীর সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় সেদেশে উচ্চারিত বৈচিত্র্যময় 'হিংলিশ' অচিরেই ইংরেজী ভাষার সবচেয়ে প্রচলিত কথ্যরূপে পরিণত হ'তে পারে। নেতৃস্থানীয় একজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ একথা জানিয়েছেন।

ইংরেজীর উপর ৫০টির বেশী বইয়ের লেখক প্রফেসর ডেভিট ক্রিস্টাল বলেন, ভারতে ৩৫ কোটি লোক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে এ ভাষায় কথা বলে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজীভাষী আদিবাসীর চেয়ে এই সংখ্যা বেশী।

প্রচলিত কিছু হিংলিশ শব্দের মধ্যে রয়েছে এয়ারডাস (ট্রাভেল বাই এয়ার), চাডিস (আণ্ডারপ্যান্টস), চাই (ইণ্ডিয়ান টি), ক্রোর (১০ মিলিয়ন), ড্যাকয়েট (থিফ), দেশী (লোকাল), ডিকি (বুট) গোরা (হোয়াইট পার্সন), জংলী (আনক্লথ), লাখ (১,০০,০০০), লুম্পেন (থান), অপটিক্যাল (স্পেক্টেকেলস), প্রিপোন (ব্রিং ফরোয়ার্ড), স্লিম্পনি (স্পেয়ারলাইবি) ও উড-বি (কিয়াসি অথবা কিয়াসে)।

ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অনারারী প্রফেসর ক্রিস্টাল বলেন, ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের কম্পিউটার সফটওয়ার প্রমাণ করে যে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে হিংলিশ ছড়িয়ে পড়বে। তিনি বলেন, বহু সংখ্যক ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তিতে কাজ করার ফলে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ সমষ্টি আন্তর্জাতিক রূপ পেতে বাধ্য। ভারতীয়রা যত অধিক সংখ্যায় চ্যাটরুমে বসে কথা বলে ও ই-মেইল প্রেরণ করে এবং যে সমস্ত শব্দ ও শব্দাংশ তাদের জীবনযাত্রার বর্ণনা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে, অন্যরাও ইন্টারনেটের মাধ্যমে তা গ্রহণ করে ফেলবে।

ভারতে ইংরেজী ভাষা দীর্ঘ দিন যাবত বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার কারণ হচ্ছে দেশটির উপনিবেশিকতার ইতিহাস। এখন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা সরকার, অভিজাত শ্রেণী ও প্রচার মাধ্যমের ভাষা। ১৪টি সরকারী ভাষা ও ১৬ শতাধিক স্থানীয় ভাষা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজীই হচ্ছে একমাত্র ভাষা, যা ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ রেখেছে।

[এ তথ্য সর্বাংশে সঠিক নয়। বরং উর্দূই ভারতের ও ভারতের বাইরের ভারতীয়দেরদেরকে ভাষাগতভাবে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। উর্দূ কমবেশী সকলেই বুঝে। কিন্তু সাধারণ ভারতীয়রা ইংরেজী কিছুই বুঝেনা। ইংরেজীর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্ন থেকে নয়, বরং আন্তর্জাতিক কারণে আমাদের ইংরেজী শিখতে হচ্ছে (স.স.)]

ইরাকের পারমাণবিক কারখানা থেকে সরঞ্জাম চুরি

ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন অভিযানের পর দেশটি থেকে সম্ভাব্য পারমাণবিক অস্ত্র চুরি হয়ে গিয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে বুশ প্রশাসন তা তদন্ত করে দেখবে বলে ১২ অক্টোবর জানিয়েছে। এ মাসে (অক্টোবরে) সিআইএ অস্ত্র পর্যবেক্ষক চার্লস ডুয়েলফার ও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএনএ)-এর দু'টি প্রতিবেদন প্রকাশের পর বাগদাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও একই দিনে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের পুনরায় ইরাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

প্রকাশিত এসব প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন বাহিনী পৌঁছবার আগেই বেশ কয়েকটি কারখানায় দ্বৈত ব্যবহারের সরঞ্জাম হারিয়ে যায়। এই সরঞ্জামগুলি বেসামরিক ব্যবহার ও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী দু'কাজেই ব্যবহার করা সম্ভব। হারিয়ে যাওয়া সরঞ্জামগুলির মধ্যে রয়েছে ক্ষেপণাস্ত্রের বডি বা ইউরেনিয়াম সেন্ট্রিফিউজের আকৃতি প্রদানের জন্য ফ্লো ফরমিং মেশিন, ধাতু বাঁকানোর মেশিন, সেন্ট্রিফিউজ তৈরীর জন্য ইলেকট্রন বিম ওয়েল্ডার এবং পরিমাপের বিভিন্ন মূল্যবান যন্ত্র। তবে চুরি হয়ে যাওয়া এসব সরঞ্জাম কালোবাজারে বিক্রি করা হয়েছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অবশ্য বুশ প্রশাসন জানিয়েছে, এ ধরনের আশংকা রয়েছে। জাতিসংঘের ভিয়েনাভিত্তিক এই পারমাণবিক পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রধান মুহাম্মাদ আল-বারাদেই বলেন, ইরাকের পারমাণবিক প্রকল্পের ব্যাপকভিত্তিক ও নিয়মানুতান্ত্রিক নিরস্ত্রীকরণ হচ্ছে না; যেমনটি আগে শুরু হয়েছিল। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ৩ পৃষ্ঠা জুড়ে দেওয়া এক প্রতিবেদনে তিনি বলেন, পারমাণবিক সরঞ্জাম এভাবে হারিয়ে যাবার বিশেষ গুরুত্ব থাকতে পারে। ইরাক যুদ্ধের পর এটিই ছিল এই সংস্থার প্রথম প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনটি ১ অক্টোবর পেশ করা হয় এবং ১১ অক্টোবর এটি প্রকাশিত হয়। আল-বারাদেইর দেওয়া তথ্যানুসারে স্যাটেলাইট থেকে যে ছবি তোলা হয়েছে তাতে দেখা যায়, মূল্যবান সরঞ্জামে ভরা একটি বাড়ীর নিরস্ত্রীকরণ করা হচ্ছে।

[দখলদার বাহিনীই এ চুরি করেছে। তদন্তের বিষয়টি আইওয়াশ মাত্র। সম্প্রতি ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জন কেরী পেন্টাগন ও রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে ইরাক থেকে ৩৮০ টন মারাত্মক বিস্ফোরক দ্রব্য কিভাবে উধাও হ'ল, সে বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি চুপ থাকেন। অথচ এই ডাকাতরাই হ'ল বিশ্বের সেরা মানবাধিকারবাদী শক্তি। এদের থেকে হুঁশিয়ার থাকা আবশ্যক (স.স.)]

মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাংকিং-এ এশিয়ার বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হ'তে যাচ্ছে

আটটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ও মধ্যপ্রাচ্যের ৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে মুসলিম প্রধান মালয়েশিয়া আঞ্চলিক ইসলামী অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হ'তে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ বছরের মধ্যেই ইসলামী ব্যাংকিং খাতকে মুক্ত করে দেয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। মালয়েশিয়ায় সঊদী আরবের সর্ববৃহৎ ব্যাংক রেজাহ ব্যাংকিং এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট ও কাতার ইসলামী ব্যাংকের দু'টি শাখা রয়েছে। গত মে মাসে কুয়েতের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেই প্রথম লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এছাড়াও তিনটি স্থানীয় ব্যাংকিং গ্রুপ হংকং ব্যাংক, কমার্স অ্যাসেট হোল্ডিং লিমিটেড ও আরএইচবি ক্যাপিটালকেও ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যাংকগুলির অন্তর্ভুক্তি দেশী ব্যাংকগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করবে এবং তাদের কাজের মানও উন্নত হবে। এশিয়ার অন্যতম অর্থনৈতিক কেন্দ্র সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের মত মালয়েশিয়া দ্রুত তার পথ তৈরী করে নিচ্ছে। ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর মুসলমানরা বিনিয়োগের জন্য নতুন একটি জায়গা খুঁজছিল এবং মালয়েশিয়া তাদের সেই অভাবটি পূরণ করে। উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়ায় প্রথম ইসলামী ব্যাংক তার যাত্রা শুরু করে।

[বহুজাতিক সূদী কোম্পানীগুলোর থাবা হ'তে দূরে থেকেই সামনে চলতে হবে। তবেই এ সফলতা স্থায়িত্ব ও অগ্রগতি লাভ করবে (স.স.)]

সিরিয়া ফিলিস্তীনকে খাদ্য সাহায্য দেবে

সিরিয়া ফিলিস্তীনীদের ১৫শ' টন আটা সাহায্য হিসাবে প্রদান করবে। এর মাধ্যমে সিরিয়া প্রথমবারের মত একটি দাতাদেশে পরিণত হ'তে যাচ্ছে। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য প্রকল্পের (WFP) আওতায় তারা এই সাহায্য ফিলিস্তীনীদের প্রদান করবে। সিরিয়ার সরকারী 'আছ-ছাওরাহ' পত্রিকা ১৭ অক্টোবর এ তথ্য প্রকাশ করে। বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে ফিলিস্তীনীদের ৫ হাযার টন খাদ্য সাহায্যের আওতায় সিরিয়া এই আটা প্রদান করছে। ১৯৬৪ সালে WFP খাদ্য প্রকল্প শুরু করার পর থেকে এবারই প্রথম সিরিয়া কোন দেশকে সাহায্য করতে যাচ্ছে। সিরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই এটি সম্ভব হয়েছে। WFP-এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সিরিয়ায় ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে, যরূরী পরিস্থিতিতে খাদ্য সাহায্য, সম্পদের সুরক্ষা ইত্যাদি। প্রকল্পের আওতায় মহিলাদেরও বিভিন্ন কাজে উৎসাহিত করা হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে ফলদায়ী বৃক্ষরোপণ, অশিক্ষা দূরীকরণ এবং পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ।

[সিরিয়ার সমৃদ্ধির জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ দো'আ রয়েছে। তারা যদি আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকে, তাহ'লে অজানা উৎস থেকে তিনি তাদের সাহায্য করবেন (স.স.)]

জেনারেল বাম্বাং ইন্দোনেশিয়ার ৬ষ্ঠ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার ৬ষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হিসাবে মেঘবতী সুকর্ণপুত্রীর নিরাপত্তা মন্ত্রী ৫৫ বছর বয়স্ক জেনারেল সুসিলো বাম্বাং ইয়োধইয়োনো গত ২০ অক্টোবর শপথ গ্রহণ করেছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে দেশটির প্রথম সরাসরি প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনি জয়লাভ করেন। তিনি ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, দুর্নীতি সমূলে উৎখাত ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপেই তিনি তীব্র বাঁধার সম্মুখীন হবেন। কারণ পার্লামেন্টে তাঁর দলের আসন সংখ্যা মাত্র ১০ শতাংশ।

[বৃহত্তম মুসলিম দেশ হ'লেও এদেশের রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলাম নেই। বরং রয়েছে বহু দলীয় খৃষ্টানীগণতন্ত্র। ফলে দেশবাসীর সমর্থণপুষ্ট হ'লেও যেহেতু পার্লামেন্টে তাঁর দলীয় সংখ্যাগরিষ্টতা নেই, তাই তাঁকে প্রতি পদে বাধাগ্রস্ত হ'তে হবে। আর প্রধান নেতাকে বাধাগ্রস্ত করাটাই যেন গণতন্ত্র। ফলে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশ পারস্পরিক হানাহানি ও বিশৃংখলায় ভরা। ইতিমধ্যেই দেশটির অবিচ্ছেদ্য অংশ 'পূর্বতিমুর' বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। গণতান্ত্রিক উদারতার সুযোগে তাদেরকে পূর্বেই খৃষ্টান বানানো হয়েছে। অতঃপর রাজনৈতিক স্বাধীনতায় উস্কে দেওয়া হয়েছে। অতএব পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক, এটাই আমরা কামনা করি (স.স)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ছায়েমের জন্যে চর্বিযুক্ত খাবার হিতকর

রামাযান এলেই সকলে ইফতার, সাহরী তারাবীহ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দাবার নিয়ে কম ছায়েমই মাথা ঘামান। বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখেছেন ছায়েমের রক্তের কোলেস্টেরোল ও ইউরিক এসিডের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব রমাযান ফাষ্টিং রিসার্চ-এ বলেছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় খাবারের তালিকায় ৩০ ভাগ চর্বি থাকা দরকার। কিন্তু ছিয়ামের সময় অভুক্ত থাকার কারণে রক্তের কোলেস্টেরোল ও ইউরিক এসিডের আধিক্য রোধে খাবারের তালিকায় শতকরা ৩৬ ভাগ ফ্যাট রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে কোলেস্টেরোল ও ইউরিক এসিড স্বাভাবিক থাকবে। পাশাপাশি শরীরে আমিষের বিপাকীয় প্রক্রিয়া ধীরগতিতে সম্পন্ন হবে। এতে একজন ছায়েম কম ক্লান্তবোধ করবেন। তবে যাদের হার্ট ডিজিজের ঝুঁকি আছে, তাদের মাছের চর্বি বেশী আহার করা উচিত।

[ছিয়াম মুমিনের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উভয়বিধ কল্যাণকর বিধান। তবে তার আধ্যাত্মিক দিকটিই প্রধান। অতএব সেদিকেই আমাদের বেশী দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে (স.স.)]

ঝিনুকের ভিতর যেভাবে মুক্তা তৈরী হয়

ঝিনুক এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী। এর সারা শরীর শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত। এই আবৃত খোলের সাহায্যে নিজেকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। ঝিনুকের খোলের মধ্যে এক ধরনের জৈব রাসায়নিক রস থাকে। কোন কারণে বালুকণা বা ছোট পাথর ঝিনুকের ভিতর প্রবেশ করার পর ঐ রসে আবৃত হয়ে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়ে মুক্তায় পরিণত হয়। কৃত্রিম উপায়ে ঝিনুক তুলে খোলের মধ্যে নুড়ি এবং বালুকণা প্রবেশ করিয়ে সমুদ্রে ফেলে মুক্তা উৎপাদন করা যায়।

মঙ্গলে পানির অস্তিত্বের নতুন প্রমাণ

সৌরজগতের লোহিত গ্রহ মাদলের পর্বত আর উপত্যকায় এককালে প্রচুর পানির অস্তিত্বের নতুন প্রমাণ পেয়েছে গ্রহটিতে পাঠানো 'নাসা'র রোবট যান অপরচুনিটি ও স্পিরিট। গত ৭ অক্টোবর 'নাসা'র জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা একথা জানিয়েছেন।

নাসার বিজ্ঞানীরা জানান, মঙ্গলের উভয় পৃষ্ঠে নামানো রোবট যান স্পিরিট ও অপরচুনিটি গত জানুয়ারী থেকে মঙ্গলের পাথর ও ভূমি পরীক্ষা করছে। অপরচুনিটি থেকে পাঠানো সাম্প্রতিক উপাত্তে দেখা গেছে, এনডিউরেন্স নামে মঙ্গলের একটি খাদে পাথরগুলির মধ্যে বিভিন্ন ফটিল রয়েছে। পানির প্রভাবেই পাথরগুলিতে এ রকম পরিবর্তন এসেছে।

বিজ্ঞানী জন গ্রটজিঙ্গার বলেন, পাথরগুলি এক সময় পানিতে ডুবে ছিল। পরে এগুলি শুকিয়ে যায়। ভূগর্ভস্থ বরফ গলে উৎপন্ন এ পানি খুব বেশী সময় ভূ-পৃষ্ঠে ছিল না। স্পিরিট ও পানির প্রভাবে শিলার পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে।

'নাসা'র বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের ভূতাত্ত্বিক ইতিকাস সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য রোবটযান দু'টিকে এবার পাহাড়ি এলাকায় পাঠানোর পরিকল্পনা করছেন।

একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রতিদিন কত ক্যালরি খাদ্য প্রয়োজন

জীবন ধারণের জন্য আমাদের শক্তির প্রয়োজন। আর এই শক্তি আমরা পেয়ে থাকি বিভিন্ন খাদ্য থেকে। বয়সের পার্থক্য এবং কাজের প্রকৃতির উপর শক্তির অর্থাৎ ক্যালোরিরও চাহিদার পার্থক্য হয়। কাজের ক্ষেত্রে ক্যালোরির চাহিদা যেমন রয়েছে, তেমনি ঘুমন্ত অবস্থায়ও কিছু পরিমাণে ক্যালোরির চাহিদা থাকে। নিদ্রা অবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তির ৬৫-৭০ কিলোগ্রাম ক্যালোরি শক্তি অপরিহার্য। একজন পূর্ণ বয়স্ক এবং সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির প্রতিদিন প্রায় ৩০০০ কিলোগ্রাম ক্যালোরি শক্তি অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়। তবে যারা কঠোর পরিশ্রমে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন তাদের ৩৫০০-৪০০০ কিলোগ্রাম ক্যালোরি শক্তি আবশ্যক বলে মনে করা হয়। কিন্তু যারা সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত থাকে, তাদের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি শরীরকে সরবরাহ করতে না পারলে বিভিন্ন কঠিন রোগের কবলে পড়ে।

ফল মিষ্টি বা টক লাগে কেন?

ফলের মধ্যে উপস্থিত যৌগের উপর ফলের স্বাদ নির্ভর করে। ফ্রুক্টোজ (চিনি বা শর্করা) শ্বেতসার, এসিড, ভিটামিন, সেলুলোজ, প্রোটিন ইত্যাদি ফলের যৌগ উপাদান। ভিন্ন ভিন্ন ফলে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে এই যৌগগুলি অবস্থান করে। ফ্রুক্টোজের পরিমাণ বেশী থাকলে ফল মিষ্টি হয়। পক্ষান্তরে এসিডের পরিমাণ বেশী থাকলে ফল টক হয়। অধিকাংশ কাঁচা ফলে এসিড বেশী থাকে বলে কাঁচা ফল টক হয়। তবে ফল পেকে গেলে এসিডের পরিমাণ কমে যায় এবং ফ্রুক্টোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে পাকা ফল সাধারণত মিষ্টি হয়। এসিড এবং ফ্রুক্টোজের পরিমাণ প্রায় সমান হ'লে ফল টক-মিষ্টি হয়। যেমন কমলা লেবু। ফলের জাত, মাটি, পানি, আবহাওয়া, উৎপাদন কৌশল ইত্যাদির কারণেও ফলের স্বাদে ভিন্নতা হ'তে পারে।

অনেক রোগের ঔষধ তেঁতুল

তেঁতুলের আধুনিক ব্যবহার হচ্ছে কোলেস্টেরল কমানোর ক্ষেত্রে। ভেষজবিদদের মতে, পরিমাণ মত তেঁতুল নিয়মিত খেলে শরীরে সহজে মেদ জমে না। যাদের পেটে গ্যাস জমে তারাও তেঁতুল খেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সরাসরি তেঁতুল না খেয়ে তিন-চার দানা পুরনো তেঁতুল এক কাপ পানিতে গুলে চিনি বা লবণ মিশিয়ে খাওয়া ভালো। বাতের ব্যথায়ও তেঁতুলের রয়েছে দারুণ কার্যকারিতা। তেঁতুলের পাতা তালের তাড়িতে সিদ্ধ করে তারপর এই সিদ্ধ তেঁতুল বেটে অল্প গরম করে ফোলা কিংবা ব্যথার স্থানে প্রলেপ দিলে ব্যথা কমে যায়। মুখে ক্ষত হ'লে তেঁতুল পাতা সিদ্ধ পানি মুখে ৫ মিনিট রেখে ফেলে দিলে এবং এভাবে দু'দিন রাখলে মুখের ক্ষত সেরে যায়। গরমের দিনে তেঁতুলের শরবত পরিমিত খেলে শরীরের উপকারে আসে। এছাড়াও তেঁতুল অর্শরোগ ও পুরনো ক্ষতসহ অনেক রোগের প্রতিষেধক।

[আল্লাহ প্রতে ক রোগেরই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি কোন বস্তুই বৃথা সৃষ্টি করেননি। বান্দার দায়িত্ব হ'ল গবেষণার মাধ্যমে তা কাজে লাগানো ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা (স.স.)]

প্রথম রিকশা তৈরী হয় কখন?

নগর জীবনে রিকশা আমাদের অন্যতম বাহন। কিন্তু এ রিকশার উৎপত্তি জাপানে ১৮৭০ সালে। তখন দু'চাকার উপর সিটে বসা আরোহীদের চালক টেনে নিয়ে যেত। এজন্য রিকশার আদি নাম ছিল 'জিনরিকশা'। যার অর্থ মানুষ টানা গাড়ি। জাপানীরা এর লেজ কেটে দিয়ে শুধু 'জিনরিকি' বলে। ইংরেজরা একে শুধু 'রিকশা' বলে। আমাদের দেশে সাইকেল-রিকশা চলতে শুরু করে ১৯৩১ সালে। তবে কলকাতায় এখনো মানুষে টানা দু'চাকার রিকশা দেখতে পাওয়া যায়।

বই পরিচিতি

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শারী'আহ্ বোর্ড
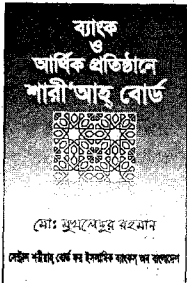
লেখক ঃ মোঃ মুখলেছুর রহমান

প্রকাশক ঃ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ।

কোন ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করার জন্য রয়েছে শারী'আহ্ বোর্ড।

এই শারী'আহ্ বোর্ড সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সদস্য সচিব মোঃ মুখলেছুর রহমান। ১৪৪ পৃষ্ঠার বইটিতে শারী'আহ্ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা, গঠন, মুরাক্বিব, শারী'আহ্ বোর্ডের প্রতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, শারী'আহ্ বোর্ডের ক্ষমতা, মর্যাদা ও কার্যাবলী ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। ৪ রঙা প্রচ্ছদে সম্পূর্ণ অফসেট পেপারে মুদ্রিত বইটির মূল্য রাখা হয়েছে মাত্র ৬০/- (ষাট) টাকা। বইটি ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নির্বাহী-কর্মকর্তা এবং ব্যাংক-বীমা বিষয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক-গবেষক-শিক্ষার্থীদের বেশ উপকারে আসবে। রাজধানীর আজাদ সেন্টারস্থ (৮/সি, ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের কার্যালয় থেকে বইটি সংগ্রহ করা যাবে।

কুরআন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

১. নুযূলে কুরআন ২২ বছর ৫ মাসে সম্পন্ন হয়।

২. সম্মানিত অহী লেখকের সংখ্যা ছিল ৪০ জন।

৩. পবিত্র কুরআনে ৭০,০০০ ইলমের বর্ণনা রয়েছে।

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর শিষ্য ও হাফেযের সংখ্যা ছিল ১০,০০০।

৫. পবিত্র কুরআনে আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ *(ইবনুল আরাবীর গণনামতে)*। তবে নিম্নে ৬২০৪ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে *(তাফসীর কুরতুবী ১/৯৫পৃঃ)*।

৬.পবিত্র কুরআনে	'যের' সংখ্যা	৫৩,২২৩
৭. " "	'যবর' "	৫ ২,২৩৪
৮. " "	'পেশ' "	৮৮,০৪০
৯. " "	'মাদ্দ' "	১,৭৭১
১০. " "	'জযম' "	১,৭৭১
১১. " "	'তাশদীদ' "	১,২৭৪
১২. " "	'নুকতা' "	১,০৫,৬৮৪
১৩. " "	শব্দ "	৭৭,৪৩৯
১৪. " "	বর্ণ "	৩,৪০,৭৪০
১৫. " "	সূরা "	১১৪
১৬. " "	মাক্কী সূরা "	৮৬
১৭. " "	মাদানী " "	২৮
১৮. " "	রুকূ' "	৫৫৮
১৯. " "	সিজদা "	১৫

২০. সবচেয়ে বড় আয়াত সূরা বাক্বারাহ্ ২৮২ আয়াত *(পাস্পরিক ঋণচুক্তি সম্পর্কিত আয়াত)*।

২১. " ছোট " " রহমান ৬৪ (মুদহা-ম্মাতা-ন)।

২২. 'বিসমিল্লাহ' নেই কেবল সূরা তওবাহ্‌র শুরুতে।

২৩. প্রথম নাযিলকৃত ৫টি আয়াত সূরা আলাক্ব ১-৫।

২৪. সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত মায়েদাহ ৩ (বিদায় হজ্জে নাযিল হওয়া সর্বশেষ বিধানগত আয়াত। যদিও এরপরে আরও কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল (তাফসীর কুরতুবী ৬/৬১পৃঃ)।

[বিঃদ্রঃ ১-৬,৯,১১ সৌজন্যেঃ উর্দূ মাসিক শাহাদাত, পাকিস্তান অক্টোবর,০৪, পৃঃ ৪০; ৭, ৮, ১০, ১২, ১৮ দৈনিক ইনকিলাব ২১.০৮.২০০৩; ১৩, ১৪ তাফসীর কুরতুবী ১/৯৪-৯৫ পৃঃ] সংখ্যার গণনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে (সম্পাদক)।

সংগ্রহেঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব,
১ম বর্ষ, ইসলামী শিক্ষা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার আহ্বানে মিছিল ও পথসভা

রাজশাহীঃ ১৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার আহ্বানে এক বিরাট মিছিল ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। নওদাপাড়া থেকে শুরু হওয়া উক্ত র‍্যালি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে এসে পথসভায় মিলিত হয়। রামাযান মাসে দিনের বেলায় হোটেল-রেস্তোঁরা বন্ধ রাখা, দেওয়ালে দেওয়ালে অশ্লীল পোষ্টারিং নিষিদ্ধ করা, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং অন্য মাসের চেয়ে লাভ কম করার আহ্বান জানিয়ে উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ। সর্বাধিক নেকী অর্জনের এই অনন্য মাসকে অর্থ উপার্জনের উপযুক্ত সময় গন্য না করে স্রেফ নেকী অর্জনে অর্থ ও সময় ব্যয় করার জন্য তাঁরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি আবেদন জানান।

বক্তাগণ গত ১১ অক্টোবর সোমবার ঢাকায় 'বিস' আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জার্মানীর ইরফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হ্যান্স জি কিপেনবার্গ 'ইসলাম জঙ্গী ধর্ম এবং মুহাম্মাদ যুদ্ধবাজ' বলে যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অনতিবিলম্বে এই কুখ্যাত ইহুদী প্রফেসরের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান। মিছিল ও পথসভা পরিচালনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক জনাব মুযাফ্ফর বিন মুহসিন ও সহযোগীবৃন্দ।

সাতক্ষীরাঃ ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ একই দিনে একই দাবীতে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘের' যৌথ উদ্যোগে সাতক্ষীরা যেলা শহরে বিরাট মিছিল ও সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নিউ মার্কেট মোড় ও পলাশপোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস,এম, আযীযুল্লাহ, যেলা যুবসংঘের সভাপতি ফযলুর রহমান, আলতাফ হোসায়েন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কুমিল্লাঃ বুড়িচং ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ একই দিনে একই দাবীতে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘের' যৌথ উদ্যোগে কুমিল্লা বুড়িচং যেলা শহরে বিরাট মিছিল ও সড়ক প্রদক্ষিণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ, ৩রা অক্টোবর, রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাঁজরভাঙ্গা শাখার যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস, এম, আবদুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন।

তাবলীগী সভা

পবা, রাজশাহী, ১লা অক্টোবর, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ ঘোলহড়িয়া কুচিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অত্র শাখা সভাপতি মাওলানা জালালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আবদুল লতীফ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

দেওপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, ৯ই অক্টোবর, শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে দেওপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কদম শহর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কদম শহর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ এনামুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আবদুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন সোনামণি সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবদুল হালীম ও অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আবদুল কুদ্দূস প্রমুখ।

কাচিয়ার চর, সিরাজগঞ্জ, ১৪ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে কাচিয়ার চর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল হাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আবদুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কর্মী মুহাম্মাদ আবদুল মতীন প্রমুখ।

রশীদপুর, সিরাজগঞ্জ, ১৫ই অক্টোবর, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রশীদপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সভাপতি আলহাজ্জ আবুল হাশেম শেখ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আবদুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ ছানাউল্লাহ শেখ, মুহাম্মাদ আনছার আলী ও মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন প্রমুখ।

বাদুল্লাপুর, সিরাজগঞ্জ, ১৬ই অক্টোবর, শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাদুল্লাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সভাপতি মাওলানা আবদুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আবদুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র শাখার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ লোকমান হোসাইন ও হারান আলী প্রমুখ।

জনমত কলাম

ধর্মে সংখ্যাধিক্যের দোহাই খাটে না

আক্বীদা ও আমলগত পার্থক্যের কারণেই মানুষ বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আলোকে ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মই বাতিল। আমাদের এ ছোট্ট দেশে ৪টি প্রধান ধর্মের লোকের বাস। বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৯০% মুসলমান। বাদবাকী ১০% হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান। কিছু আছে অন্য ধর্মের যেমন- চাকমা, গারো ইত্যাদি উপজাতীয় লোক।

ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যান্য ধর্ম বাতিলের দু'একটি নযীর পেশ করছি- খৃষ্টান ধর্ম ত্রিত্ববাদী। তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ মরিয়ম আল্লাহ্‌র স্ত্রী (নাঊযুবিল্লাহ)। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ছোট্ট একটি সূরাতে আল্লাহ পাক খৃষ্টানদের এ বিশ্বাসকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নাকচ করে দিয়ে বলেন, 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি কারও জাত নন' *(ইখলাছ ৩)*।

যারা প্রতিমা পূজারী, তারা তো একেবারে মুশরিক। নূহ (আঃ) হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল প্রতিমা পূজারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বাণী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তথাপি প্রতিমা পূজারীরা বহাল তবিয়তে তাদের ভূয়া ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে নাজাতের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুসলিম নামধারী কতিপয় শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোক এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী যে হোক না কেন, কর্মগুণে তারা নাজাত পাবে। এ ব্যাপারে তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছে। কেননা এরূপ বলা স্বয়ং আল্লাহ পাকের কথার বিরোধিতা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সূরা ফাতিহার তাফসীরে পথভ্রষ্ট বলতে খৃষ্টান জাতিকে এবং অভিশপ্ত বলতে ইহুদী জাতিকে বুঝানো হয়েছে। আমরা তো পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত দল থেকে আলাদা থাকার জন্য প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচবার আল্লাহ্‌র কাছে কায়মনোবাক্যে আরয করে থাকি।

খৃষ্টান ধর্মমতে বিশ্বাসী জনসংখ্যা নিঃসন্দেহে মুসলিম জনসংখ্যা হ'তে বেশী। সংখ্যাধিক্যের দরুণ এরা কখনও নাজাতের দাবীদার নয়। হিন্দু-বৌদ্ধ মিলে মুসলিম জনসংখ্যা থেকে অনেক বেশী হবে। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আলোকে এরা নাজাতের দাবীদার হ'তে পারে না। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, সংখ্যাধিক্য মোটেই নাজাতের মানদণ্ড নয়। নাজাতের মানদণ্ড হচ্ছে, পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ মোতাবেক আমল করা। এজন্য মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে কার্যত আমারই আনুগত্য করল' *(নিসা ৮০)*।

প্রিয় নবী (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা সে দু'টিকে মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। বস্তু দু'টি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র বাণী আল-কুরআন ও আমার সুন্নাহ' *(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)*। মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরার বিস্তারিত ব্যাখ্যার দরকার নেই। আমরা সবাই একথা বুঝি যে, কুরআন ও হাদীছের নির্দেশের বাইরে আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত হ'তে পারে না। এ দু'টির নির্দেশনা মেনে নিতে হবে অবনত মস্তকে, এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। আমরা কি ঐ দু'টির নির্দেশ মোতাবেক আমাদের সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করছি? মোটেই নয়। এজন্য আমরা আজ পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

ছালাতের আরকানের বিচারে দেখা যাবে, অধিকাংশের ছালাত প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর তরীকা মোতাবেক হচ্ছে না। অথচ তাদের কণ্ঠ বড়। ওযূ করা হ'তে ছালাতের শেষ পর্যন্ত কাজ তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যেগুলি ছহীহ হাদীছের আলোকে টিকে না। ওযূ করতে অনেকে ঘাড় মাসাহ করেন। অথচ সেটা সঠিক বিধান নয়। মাথা মাসাহ করার বেলায় দারুণ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। অনেক বড় বড় আলেম তাঁদের লিখিত বইয়ে মাথার এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ মাসাহ করার কথা লিখেছেন। অথচ সম্পূর্ণ মাথা ভিজা দু'টি হাতে চুলের সামনে থেকে চুলের শেষ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সামনের দিক পর্যন্ত একবার মাসাহ করাই সুন্নাত। ওযূ যদি শুদ্ধ না হয়, তাহ'লে ছালাতও শুদ্ধ হবে না। এ হাদীছের প্রতি আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অধিকাংশ মুছল্লীর ওযূতে ত্রুটি। তারা যে ওযূ জানেন না, তা নয়। তাদেরকে ঐভাবে ওযূ করতে শিখানো হয়েছে। ছালাতে যে আরো কত কি পার্থক্য রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তারা অবশ্যই বিশুদ্ধ দলীল মোতাবেক সে কাজ করেন না। অথচ তারাই সংখ্যাধিক্য।

তাই অতি আফসোসের সাথে ছালাতী সকল ভাই-বোনের প্রতি আন্তরিক নিবেদন, আসুন! ছালাত সহ সকল ইবাদতের সঠিক নিয়ম-নীতি মোতাবেক আমল করে প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর সুপারিশ পাবার যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নাজাতের সৌভাগ্য লাভ করি।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪১)ঃ স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর সন্তানের প্রকৃত হক্বদার কে? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-রশীদা বিনতু আব্দুল মতীন
ড্রিম হাউজ, দক্ষিণগাঁও, ঢাকা।

উত্তরঃ সন্তানের অধিকারী হ'ল তার পিতা এবং তার খোর-পোশের দায়িত্বও তার। আল্লাহ বলেন, 'সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর ন্যস্ত তাদের (দুধ মাতাদের) খাওয়ানো-পরানোর দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। তবে সন্তান লালন-পালনের অধিকার হ'ল মায়ের। কিন্তু মা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে তার এ অধিকার আর থাকে না। তখন সন্তান পিতার দায়িত্বে থাকবে। আমর (রাঃ) তাঁর পিতা শু'আইব হ'তে, তিনি তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, জনৈক স্ত্রীলোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এটি আমার ছেলে। আমার পেট ছিল তার পাত্র, আমার স্তন ছিল তার মশক এবং আমার কোল ছিল তার দোলনা। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। সে এখন আমার ছেলে নিয়ে টানাটানি করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যতক্ষণ তুমি অন্যত্র বিবাহ না করবে, ততক্ষণ তুমিই তার অধিকারিণী' *(আহমাদ, আবুদাঊদ; সনদ হাসান মিশকাত হা/৩৩৭৮ 'বিবাহ' অধ্যায় 'ছেলেমেয়ের লালন-পালন' অনুচ্ছেদ)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জনৈকা স্ত্রীলোক এসে বলল, আমার স্বামী আমার ছেলে নিয়ে যেতে চায়। অথচ ছেলে আমার উপকার করে। সে আমাকে কূয়া থেকে পানি এনে দেয়। এসময় তার পিতা এলে নবী করীম (ছাঃ) ছেলেকে বললেন, ইনি তোমার পিতা আর ইনি তোমার মাতা- যার ইচ্ছা তুমি তার হাত ধর। ছেলে তার মায়ের হাত ধরল। অতঃপর মা তাকে নিয়ে চলে গেল' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৩৮০, বুলূগুল মারাম হা/১১৪৯-৫০ 'সন্তান লালন-পালন' অনুচ্ছেদ)*।

ইমাম শাওকানী বলেন, 'হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছেলে হৌক বা মেয়ে হৌক, সন্তানের ভাল-মন্দ বুঝার জ্ঞান হওয়ার পর যদি পিতা-মাতা সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে মতভেদ করেন, তাহ'লে সন্তানকে এখতিয়ার দেওয়াই শরী'আত সম্মত' *(নায়লুল আওত্বার ৮/১৬০পৃঃ, 'সন্তান পালনের অধিক হক্বদার কে?' অনুচ্ছেদ)*।

জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, মা যদি কাফির হয়ে যায়, তবে মুসলিম সন্তানের উপরে তার কোন হক থাকবেনা। কেননা আল্লাহ বলেন, আল্লাহ কাফিরদের জন্য মুমিনদের উপরে কোন অধিকার রাখেননি' *(নিসা ১৪১)*। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, সন্তানকে এখতিয়ার দেওয়ার পূর্বে তার অধিকতর কল্যাণ বিবেচনা করা কর্তব্য। কেননা আল্লাহ বলেন, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও *(তাহরীম ৬)*। তিনি তাঁর উস্তাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক সন্তান তার বাপের কাছে যেতে চাইলে তার কারণ হিসাবে বলে যে, মা আমাকে মাদরাসায় পাঠায়, আর উস্তাদ আমাকে মারেন। কিন্তু আব্বা আমাকে খেলতে দেন। একথা শুনে বিচারক তাকে তার মায়ের কাছে যাবার নির্দেশ দেন' *(নায়লুল আওত্বার ৮/১৬২)*।

প্রশ্নঃ (২/৪২)ঃ আয়াতুল কুরসী পড়ার আগে 'বিসমিল্লা-হির রহমানি রহীম' পড়তে হবে কি? বিভিন্ন ছালাত শিক্ষা বইয়ের প্রথমে 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' লেখা থাকে না কেন?

-বযলুর রহমান
চরবয়ড়া, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ আয়াতুল কুরসীকে দো'আ হিসাবে পাঠ করলে অথবা কুরআনের কেবল সূরার মধ্যস্থল থেকে কোন আয়াত তেলাওয়াত করলে *'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'* পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পবিত্র কুরআনের কোন সূরার প্রথম থেকে তেলাওয়াত শুরু করলে *'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'* পড়া শরী'আত সম্মত। আর মধ্যস্থল থেকে তেলাওয়াত করলে শুধুমাত্র 'আঊযুবিল্লাহ' পড়াই শরী'আত সম্মত। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন তুমি কুরআন তেলাওয়াত করবে তখন 'আঊযুবিল্লাহ' বলবে' *(নাহ্‌ল ৯৮)*।

বিভিন্ন শুভ কাজের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বিসমিল্লাহ' বলতেন বলে ছহীহ হাদীছ সমূহে প্রমাণ রয়েছে। সে হিসাবে ছালাত শিক্ষা বইয়ের শুরুতেও 'বিসমিল্লাহ' লেখা উচিত।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩)ঃ হাদীছে আছে, শেষ বৈঠকে বসার সময় বাম পা ডান পায়ের ভিতর দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসতে হবে। কিন্তু তাকি শুধুমাত্র তিন রাক'আত বা চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে? নাকি দুই রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতেও অনুরূপ করতে হবে।

-আব্দুর রব
চাঁদবিল, আমঝুপি, মেহেরপুর।

উত্তরঃ এক, দুই, তিন বা চার রাক'আত যাই হৌক না কেন, যদি তা শেষ রাক'আত হয়, তবে তখন 'তাওয়ার্রুক' অর্থাৎ বাম পা ডান পায়ের নীচ দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসতে হবে। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু হুমায়েদ আস-সা'এদী এভাবেই দশজন ছাহাবীর সম্মুখে ছালাত আদায় করে দেখান এবং সকলে তা সমর্থন করেন *(আবুদাঊদ, দারেমী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮০১ মির'আত হা/৮০৭, ৩/৬৮পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪)ঃ কোন মহিলার পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে বর্তমান স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলের বিবাহ বৈধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম
সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত উভয়ের মধ্যে বিবাহ শরী'আত সম্মত। কারণ যে সমস্ত ভাই-বোনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন, প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থাটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যে সকল ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ তারা হচ্ছে- (১) সহোদর ভাই-বোন (২) বৈমাত্রেয় ভাই-বোন (৩) বৈপিত্রেয় ভাই-বোন এবং (৪) দুধ ভাই-বোন *(নিসা ২৩)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। পরে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী তার আপন বড় ভাইয়ের সাথে (অর্থাৎ ভাসুরের সাথে) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বর্তমান স্বামীর ১ ছেলে ও ১ মেয়ে এবং পূর্বের স্বামীর তিন কন্যা রয়েছে। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করতে হবে?

-এফ,এম, নাছরুল্লাহ (লিটন) ও কামাল
কাঠিগ্রাম ফকিরবাড়ী, কোটালী পাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির তিন কন্যা পাবে ২/৩ অংশ, স্ত্রী পাবে ১/৮ অংশ ও ভাই 'আছাবা' হিসাবে বাকী অংশ পাবে।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬)ঃ 'ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট' যারা এ নির্দেশ দেন এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে যারা এটা পালন করেন তাদের পরিণাম কি হবে?

-হাফেয আব্দুছ ছামাদ
মায়ের দো'আ পাঠাগার
চৌডালা, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যারা উক্ত পরামর্শ দেয় এবং যারা তা গ্রহণ করে উভয়ের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কেননা এতে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সৃষ্ট জীবকে রিযিক প্রদানের যে পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে তা অস্বীকার করা হয়, যা শিরকী ও কুফরী কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, 'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা সন্তানদেরকে হত্যা করনা। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করি' *(আন'আম ১৫১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল জীব নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে' *(হূদ ৬)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭)ঃ মালামাল সহ দোকান ভাড়া দিয়ে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মালামাল সহ আবার ফিরিয়ে নেওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুশাররফ হোসাইন
বড় বেরাইদ, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তরঃ দোকান বা বাড়ী ভাড়া দেওয়া শরী'আতে জায়েয। কিন্তু তার সাথে দোকানের মালামাল সংযোগ করে তার লভ্যাংশকে নির্ধারিত করা সূদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা মালামালের মধ্যে লাভ-ক্ষতি উভয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তবে ভিন্নভাবে দোকানের ভাড়া নেওয়া হ'লে এবং মালামালের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট না করে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে লভ্যাংশ উভয়ের সন্তুষ্টিতে ভাগ করা হ'লে তা জায়েয হবে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মওকূফ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫-এর ভাষ্য দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮)ঃ জনৈক ব্যক্তির ৬০/৭০ হাযার টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত আছে এবং ১২/১৩ বিঘা জমিও আছে। ঐ ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়েছে কি?

-শহীদুল ইসলাম
প্রভাষক, বান্দাইখাড়া কলেজ
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ টাকা-পয়সার ন্যায় জমিও সম্পদ। তাই পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অতিরিক্ত জমি বিক্রি করে অথবা বন্ধক রেখে হজ্জে যাওয়া বৈধ। তবে বন্ধক গ্রহীতা ঐ বন্ধকী সম্পত্তি হ'তে কোনরূপ লভ্যাংশ পাবেন না। সম্পূর্ণরূপে যামানত হিসাবে রাখবেন। বিনিময়ে তিনি আল্লাহর নিকটে 'ক্বারযে হাসানাহ' দাতা হিসাবে বহুগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর হজ্জ করা লোকদের উপরে ফরয, যাদের সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯)ঃ লাশ দাফনের সময় ক্বরের ভিতরে যে বাঁশ দেওয়া হয় সে বাঁশ গজিয়ে বাঁশঝাড়ে পরিণত হ'লে সেই বাঁশ কাটা যাবে কি?

-হাফেয আবুল কালাম আযাদ
দারুস সুন্নাহ হাফেযিয়া মাদরাসা
হাড়গিলা, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ কবরের অসম্মান ঘটিয়ে কোন কাজ করা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭)*। তবে বাধ্যগত অবস্থায় সাময়িকভাবে কবরের উপরে বসা যেতে পারে। কেননা তখন কবরের অসম্মান করা উদ্দেশ্যে থাকে না। তাছাড়া লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে ও তা মাটি হয়ে গেলে সেখানে সাধারণ মাটির ন্যায় সব কিছু করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২৬)*।

অতএব সাময়িক প্রয়োজনে বাধ্যগত অবস্থায় কবরের বৃক্ষাদি কাটা যাবে এবং তা বিক্রয় করে কবরস্থানের উন্নয়নের কাজে লাগানো যাবে। অথবা তার চাইতে উত্তম ওয়াক্বফকৃত প্রতিষ্ঠান যেমন (মাদরাসা, মসজিদ ইত্যাদি) নির্মাণের কাজেও লাগানো যাবে, যদি প্রয়োজন হয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৩১/২০৮; দ্রঃ প্রশ্নোত্তর ১৯/৩২৪ জুন ২০০৩)*।

প্রশ্নঃ (১০/৫০)ঃ জুম'আর দিন আযানের পর ইমামের খুৎবা আরম্ভ করার পূর্বে তার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির আগমন ঘটলে এমতাবস্থায় ইমাম কি ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির মাধ্যমে খুৎবা দেওয়াতে পারেন?

-ছাদীকুল ইসলাম

নারায়ণপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় ইমাম উক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে খুৎবাদানের সুযোগ দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থ থাকায় একদা আবুবকর (রাঃ) লোকদের ইমামতি করছিলেন। এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপস্থিত হ'লে তিনি তাঁকে ইমামতির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজে মুক্তাদী হয়ে বাকী ছালাত আদায় করেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৪০)*। অতএব ছালাত আদায়কালীন সময়ে যদি ইমাম পরিবর্তন করা যায়, তাহ'লে খুৎবা শুরুর পূর্বে ইমাম পরিবর্তনে কোন দোষ হবে না।

প্রশ্নঃ (১১/৫১)ঃ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ***যে ব্যক্তি এই দো'আ সকাল ও বিকালে একশত বার পাঠ করবে আল্লাহ তার চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন দূর করে দিবেন এবং তাকে এমন স্থান হ'তে জীবিকা দান করবেন যেখানে সে জীবিকা পাওয়ার কল্পনাই করেনি (মিশকাত)। অন্যত্র রয়েছে, আবার যে ব্যক্তি এই দো'আ ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করবে তার গুনাহ সাগরের ফেনাতুল্য অথবা পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষের পত্রের সমান কিংবা মরুভূমির বালুকা রাশির সমতুল্য হ'লেও মাফ হয়ে যাবে (তিরমিযী)। প্রশ্ন হ'ল, উল্লিখিত হাদীছদ্বয় কি ছহীহ?***

-মাহবুব আলম
পোষ্ট বক্স নং- ৪২৪
কোড নং- ০১০০৬, আল-জাহরা, কুয়েত।

উত্তরঃ উল্লিখিত দো'আটি সম্পর্কে যে সময়সীমা, দো'আ পড়ার সংখ্যা এবং ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনটিই হাদীছদ্বয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। হাদীছে এসেছে এভাবে, 'যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩ সনদ ছহীহ, তুহ্ফাতুল আহওয়াযী ১০/২৩ পৃঃ, হা/৩৮১২ 'দো'আ' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫১৭)*।

তবে দারেমী ও ইবনু মাজাহ গ্রন্থে ১০০ বার পাঠ করা সম্পর্কে যে এস্তেগফারের দো'আটি বর্ণিত হয়েছে, তার শব্দ এবং উল্লিখিত দো'আর শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তাতেও কোন সময়সীমা এবং ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়নি *(ইবনু মাজাহ ৩/২৪৮ পৃঃ, হা/৩০৯১, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়; দারেমী ২/৭৫৮ পৃঃ, হা/২৬২৩, 'ক্ষমা প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১২/৫২)ঃ আলেমদের কাছে ফৎওয়া নিয়ে খ্রীষ্টানদের দ্বারা একটি মাদরাসা তৈরী করা হ'লে গ্রামের কিছু লোক জনৈক আলেমকে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষককে মারধর করে। উক্ত প্রতিষ্ঠান তৈরীর ব্যাপারে শরী'আতের বিধান জানতে চাই।

-সোলায়মান
বোয়ালকান্দী, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের সম্পদ সাধারণভাবে বৈধ। যতক্ষণ না তা শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম হিসাবে প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাফেরদের দেওয়া 'উপঢৌকন' গ্রহণ করেছেন ও তাদের দাওয়াত খেয়েছেন *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ; আত-তাহরীক, মে ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২৮/২৩৮)*। মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) বলেন, অমুসলিমদের সম্পদ হ'লেই যে তা অপবিত্র হবে ইহা অপ্রমাণিত উক্তি। শরী'আত বর্ণিত অবৈধ উপায়ে অর্জিত জমি ও অর্থই কেবল অপবিত্র। মুসলমানদের হ'লেও অপবিত্র *(ফাতাওয়া ও মাসায়েল, পৃঃ ৬০)*। অতএব বিষয়গুলি পরিপূর্ণ না জেনে শুধুমাত্র অমুসলিমদের সম্পদ হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটির আলেমদের উপর কিছু লোকের এ ধরনের আচরণ করার জন্য অবিলম্বে তাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩)ঃ একটি মাসিক পত্রিকায় দেখলাম যে, কোন কারণবশতঃ যদি ইমাম বসে ছালাত আদায় করেন, তবে মুক্তাদীগণকেও বসে ছালাত আদায় করতে হবে। বিষয়টির সত্যতা ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জানতে চাই।

-আবু মূসা
আনন্দনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন কারণবশতঃ ইমাম বসে ছালাত আদায় করলে তার পিছনে মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে বা বসে উভয়রূপে ছালাত আদায় করতে পারেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে বসে ছালাত আদায় করেন এবং মুক্তাদীগণকেও বসে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম হুমায়দী (মৃঃ ২১৯হিঃ) বলেন, রাসূলের উক্ত নির্দেশটি ছিল তার পূর্বেকার রোগের কারণে। পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ) বসে ও মুক্তাদীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছেন এবং তিনি কাউকে বসে পড়ার নির্দেশ দেননি' *(দ্রঃ ঐ, মিশকাত হা/১১৩৪)*। ছফিউর রহমান মুবারকপুরীও তাই বলেন। সাথে সাথে তিনি আরো বলেন, বিনা ওযরে মুক্তাদী সর্বাবস্থায় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে *(বুলূগুল মারাম হা/৩৯৫ ও ৩৯৯-এর ভাষ্য)*।

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, রাসূলের শেষের কর্ম তাঁর প্রথম হুকুমকে রহিত করেনি। বরং তাঁর প্রথমোক্ত নির্দেশটি ছিল 'মুস্তাহাব' অর্থে। অতএব ইমামের বসে ছালাত আদায়কালে মুক্তাদীর বসে ছালাত আদায় করা 'মুস্তাহাব' এবং দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয' *(মিশকাত হা/১১৩৯-এর টীকা ৫)* ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীও অনুরূপ বলেন *(মির'আত ৪/৯২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৫৪)ঃ তাফসীর ইবনে কাছীরে সূরা বুরূজ-এর ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, লাওহে মাহফূযের কেন্দ্রস্থলে লিখিত রয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর দ্বীন ইসলাম। মুহাম্মাদ (ছাঃ)

তাঁর বান্দা ও রাসূল। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর অঙ্গীকার সমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাদীছটি কি ছহীহ?

-ইমরান
খয়েরসূতী, পাবনা।

উত্তরঃ হাদীছটি 'যঈফ'। হাদীছটির বর্ণনাকারী ইসহাক্ব ইবনু বিশর আবু হুযায়ফা একজন মিথ্যুক ও পরিত্যক্ত ব্যক্তি' *(মীযানুল ই'তেদাল ১/১৮৪ পৃঃ)*। সেকারণ তাঁর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়

প্রশ্নঃ (১৫/৫৫)ঃ জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার সময় ইমামের উভয় দিকে সালাম ফিরানো শেষ হ'লে মুক্তাদী সালাম ফিরাবে, নাকি ইমামের ডান দিকে সালাম ফিরানো হ'লে মুক্তাদী ডান দিকে অতঃপর ইমাম বামদিকে সালাম ফিরালে মুক্তাদী বাম দিকে সালাম ফিরাবে?

-আব্দুর রহমান
চাঁদবিল, আমঝুপি, মেহেরপুর।

উত্তরঃ জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের সময় ডাইনে ও বামে ইমামের সালামের পিছে পিছে মুক্তাদী সালাম ফিরাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমাম এজন্য নির্ধারিত হয়েছেন যে, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয় *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ, হা/৮৫৭, ২৭১পৃঃ)*। তবে ইবনু রজব তাঁর 'শারহুল বুখারীতে' বলেন, উত্তম হ'ল ইমামের দুই সালামের পর মুক্তাদী সালাম ফিরাবে। আর যদি কেউ প্রথম সালামের পর সালাম ফিরায়, তবে তা তাদের নিকট জায়েয হবে যারা দ্বিতীয় সালামকে ওয়াজিব বলেন না। আর যারা দ্বিতীয় সালামকে ওয়াজিব বলেন, তাদের নিকট জায়েয হবে না। কেননা সালাম ছাড়া ছালাত সমাপ্ত হয় না *(আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন সুলায়মান, আল-ইনছাফ ৪/৩২৩ পৃঃ)*। তিরমিযীতে মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে এক সালামের একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(মিশকাত হা/৯৫৭)* যাকে ইমাম নববী প্রমুখ বিদ্বানগণ 'যঈফ' বলেছেন *(মির'আত ৩/৩১৩)*। তবে শায়খ আলবানী অন্যসূত্রে 'ছহীহ' বলেছেন *(ইরওয়া হা/৩২৭-এর আলোচনা; ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ১৬৮)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৫৬)ঃ দাড়ি রাখার উপকারিতা কি? দাড়ি রেখে কেটে ফেললে এর ভয়াবহতা কি? এবং দাড়ি সাইজ করে টাকা জায়েয কি-না? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-জাহিদুল ইসলাম
মাহুৎটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখার উপকারিতা হ'লঃ (১) এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের আনুগত্য করা হয় (২) মুশরিক এবং অগ্নি উপাসকদের বিরোধিতা করা হয় (৩) এতে মহিলাদের সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকা যায় (৪) গোঁফ ছাঁটা এবং দাড়ি রাখা মুসলমানের নিদর্শন (৫) এতে পুরুষের পৌরুষ ফুটে ওঠে (৬) এতে চেহারার ও চোখের দীপ্তি, যৌনশক্তি এবং দেহের স্নায়ুবিক ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে। পক্ষান্তরে নিয়মিত শেভ করলে এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এলার্জি, একজিমা, যৌন দুর্বলতাসহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। অথচ দাড়ি রাখলে এগুলি থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায়। বার্লিন ইউনিভার্সিটির গবেষক ডাঃ মোর একথা বলেন *(দ্রঃ সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/২৪১-৪৩পৃঃ)*। কোন কোন চিকিৎসক বলেন, যদি পরপর ৮ পুরুষ ধরে কোন বংশের লোক নিয়মিত শেভ করতে অভ্যস্ত হয়, তাহ'লে ঐ বংশের ৮ম পুরুষ দাড়ি শূন্য হয়ে থাকে। যেমন বহু হিজড়াকে দেখা যায়। তাদের পুরুষের সবই আছে। অথচ দাড়ি নেই *(যাকারিয়া কান্ধলভী, উজুবু ই'ফাইল লিহ্‌ইয়াহ পৃঃ ৩৩)*।

দাড়ি রাখার পর তা আবার কেটে ফেলা শারঈ নির্দেশকে অমান্য করার শামিল। তবে কেউ যদি দাড়ি রাখাকে অস্বীকার করে কেটে ফেলে, তাহ'লে তার কাফের হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। তোমরা দাড়ি পূর্ণভাবে ছেড়ে দাও ও গোঁফ পূর্ণভাবে ছেটে ফেলো' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১ 'পোষাক' অধ্যায়, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। দাড়িকে কোন ভাবেই কেটে সাইজ করা যাবে না *(মাজমূ'আ ফাতাওয়া ইবনে বায, ৬/৩৭৪ পৃঃ; ৩/৩৬৮ ও ৩৬৯ পৃঃ, দ্রঃ প্রবন্ধঃ দাড়ি কাটা হারাম, মার্চ ২০০০)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৫৭)ঃ জনৈক আলেম মাযহাবের প্রমাণে নিম্নোক্ত ঘটনা পেশ করেন। বনু কুরায়যার যুদ্ধে ছাহাবীদের পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, সকলেই কুরায়যার পল্লীতে গিয়ে আছরের ছালাত আদায় করবে। ছাহাবীগণ রওয়ানা হ'লে রাস্তায় আছরের ছালাতের সময় হয়ে যায়। কতিপয় ছাহাবী পথেই ছালাত আদায় করেন এবং কিছু ছাহাবী বনু কুরায়যার পল্লীতে গিয়ে ছালাত আদায় করেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবহিত করা হ'লে তিনি উভয় দলকেই সঠিক বলেন। তখন থেকেই নাকি মাযহাব শুরু হয়। একথাটি কি সত্য?

-মুজাহিদুল ইসলাম
রসূলপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনাটি সত্য *(বুখারী ২/৫৯১ পৃঃ)*। কিন্তু এ ঘটনা দ্বারা প্রচলিত মাযহাব সমূহ প্রমাণিত হয়, একথাটি সত্য নয়। কেননা 'মাযহাব' প্রমাণের জন্য পৃথক ইমাম ও মুজতাহিদ প্রয়োজন হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ব্যতীত কোন অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিলো না। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন কাজের অনুমোদন করলে তাকে 'হাদীছে তাক্বরীরী' বলে। অতএব উক্ত হাদীছ দ্বারা মাযহাব প্রমাণ করা শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৮)ঃ জনৈক মাদরাসা শিক্ষক সপ্তম শ্রেণীর ক্লাসে চার প্রকার নারীর বিবরণ দেন। সেই সাথে তিনি বলেন, নূহ (আঃ)-এর একজন মেয়ে ছিল। মেয়েটিকে

বিবাহ করার জন্য চারটি ছেলে প্রস্তাব দেয়। চারটি ছেলেই ছিল নূহ (আঃ)-এর পসন্দনীয়। এমতাবস্থায় একদা মেয়েটি ঘরে অবস্থান কালে সেখানে ১টি বিড়াল, ১টি কুকুর ও ১টি বানর প্রবেশ করে। অতঃপর নূহ (আঃ) সে ঘরে প্রবেশ করে ৪টি মেয়ে দেখতে পান। এই ৪টি মেয়ের সাথে তিনি চারটি ছেলের বিবাহ দেন। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-এনামুল হক
শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা সত্য নয়। কারণ ঐ সময়ের কোন ঘটনা কুরআন অথবা ছহীহ হাদীছ ব্যতীত জানার উপায় নেই। অথচ সেখানে এসবের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

***প্রশ্নঃ (১৯/৫৯)ঃ** আমাদের দেশে অনেক মেয়ে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যায়। পর্দা করে মেয়েদের সাইকেল চালানো কি বৈধ?*

-ফাতেমা খাতুন (কেয়া)
বলরামপুর, লালগোলা
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ পর্দা করে হ'লেও মেয়েদের সাইকেল চালানো ঠিক নয়। কারণ এতে তার পর্দার ব্যাঘাত ঘটে ও বেহায়াপনা প্রকাশ পায়। আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় বেহায়াপনাকে নিষিদ্ধ করেছেন *(আ'রাফ ৩৩)*। এমনকি এরূপ কাজের নিকটবর্তী হ'তেও নিষেধ করেছেন *(আন'আম ১৫৩)*। তার দিকে পুরুষদের কুদৃষ্টি পড়ে। এছাড়া ঘর্ষণজনিত কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যার ফলে স্বামী সোহাগের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। যা সুখী দাম্পত্য জীবনের পরিপন্থী। এতদ্ব্যতীত তার স্বাস্থ্যগত অন্যান্য ক্ষতির সমূহ আশংকা থাকে। এর মাধ্যমে তার মধ্যে একটা পুরুষালী ভাবও চলে আসে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হ'ল, যেহেতু ইসলাম নারীকে গৃহে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি গৃহকোণে নিরিবিলি ছালাত আদায়কে তার জন্য উত্তম বলেছে *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১০৬৩ 'জামা'আত ও তার মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ)*। অতএব গৃহের দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজনে সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই তাদের জন্য নিরাপদ। যদিও প্রয়োজনে পর্দার সাথে তাদের বাইরে যাওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয রয়েছে, যা বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩২৫১ প্রভৃতি)*।

***প্রশ্নঃ (২০/৬০)ঃ** যে স্থান হ'তে মসজিদ স্থানান্তর করা হয়েছে সেখানে কবরস্থান করা যায় কি?*

-হেলালুদ্দীন
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ এমন স্থানকে কবরস্থানে পরিণত করা যায়। কারণ মসজিদ স্থানান্তর করার পর সে স্থান আর মসজিদের হুকুমে থাকে না। ওমর (রাঃ)-এর যুগে ইরাকের কূফা শহরের এক মসজিদে সিঁধ কেটে চুরি হয়। তখন ওমর (রাঃ) মসজিদটি স্থানান্তর করার আদেশ দেন এবং মসজিদের স্থানটি খেজুর বিক্রয়ের বাজারে পরিণত হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃঃ)*।

***প্রশ্নঃ (২১/৬১)ঃ** ১৪ কিংবা ২১ দিনে আক্বীক্বা দেওয়ার হাদীছটি কি ছহীহ?*

-রেখা
টি,ভি,আই,, লালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ে বুরাইদাহ বর্ণিত হাদীছটি 'যঈফ' যা বায়হাক্বী (৯/৩০৩) ও ত্বাবারানীতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর একই বিষয়ে মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি (হাকেম ৪/২৩৮-২৩৯) সম্পর্কে শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি 'মুনক্বাত্বি', 'শায' ও 'মুদরাজ' *(ইরওয়া ৪/৩৯৪-৩৯৬ পৃঃ হা/১১৭০-এর আলোচনা, ৪/৩৯৬ পৃঃ)*।

***প্রশ্নঃ (২২/৬২)ঃ** একদামে জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে কি?*

-আব্দুল আহাদ
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ একদামে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। কারণ ক্রয়-বিক্রয় হয় উভয়ের সন্তুষ্টিতে *(নিসা ২৯; ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/১২৮৩)*। আর ক্রয়-বিক্রয়ের একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে ধোঁকা না থাকা *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৭৮৪)*। সুতরাং একদামে ক্রয়-বিক্রয়ে যদি ধোঁকা না থাকে, তাহ'লে তা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। তবে ছাহাবীগণ দরদাম যাচাই করে ক্রয়-বিক্রয় করতেন *(আহমাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/১২৮৫)*।

***প্রশ্নঃ (২৩/৬৩)ঃ** আমাদের কলার বাগান ১৪ হাযার টাকায় বিক্রয় হয়েছে। এখন কত টাকা ওশর দিতে হবে?*

-শু'আইব, আশরাফ, ইমরান
ও জাহিদা বিনতে ইবরাহীম
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কলা কাঁচামালের (خضروات) অন্তর্ভুক্ত। শরী'আতে কাঁচামালের ওশর নির্ধারণ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কাঁচামালে কোন ওশর নেই' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১)*। তবে কাঁচামালের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিছাব পরিমাণ হ'লে ও তা এক বছর অতিবাহিত হ'লে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(তিরমিযী, আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/১৭৯৯ 'যাকাত' অধ্যায়, দ্রঃ আগষ্ট '৯৯ প্রশ্নোত্তর ৬/১৮১)*।

***প্রশ্নঃ (২৪/৬৪)ঃ** সৈনিকদেরকে তাদের পরিধেয় পোশাকের সাথে বুট পায়ে দিতে হয়। বুট পরে বসে পেশাব করতে খুব অসুবিধা হয়। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয হবে কি?*

-আবু জা'ফর খান
রাইফেল্স ট্রেনিং স্কুল

বায়তুল ইয্যত, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ বসে পেশাব করাই শরী'আতের বিধান। অসুবিধা হ'লে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায়। তবে যেন পেশাবের ছিটা দেহে না লাগে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮)* এবং নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫)*। হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা একটি গোত্রের ডাষ্টবিনে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন *(বুখারী, ঐ মুসলিম)*। বলা হয়েছে যে, সেটি ছিল ওযর বশতঃ *(মিশকাত হা/৩৬৪ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫)ঃ উপঢৌকন দিয়ে সাঁওতালের মেয়ের বিয়ের দাওয়াত খাওয়া জায়েয হবে কি?

-এলাহী বক্স দেওয়ান
গোবিনপাড়া, পাঁশুড়িয়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ অমুসলিমের দাওয়াত গ্রহণ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ইহুদী মহিলার দাওয়াত খেয়েছিলেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১ 'মু'জিযা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর মুশরিক মাতার সাথে থাকতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বিয়ে উপলক্ষে উপঢৌকন দেওয়ার প্রথা চালু আছে, তা থেকে পরহেয করা যরূরী। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এসব প্রথা ছিল না।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬)ঃ একটি কুকুর আমার হাঁস-মুরগী খেয়ে ফেলেছে। আমি তাকে প্রহার বা হত্যা করতে পারব কি? 'বাড়ীতে কুকুর থাকলে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না' হাদীছের তাৎপর্য কি?

-সৈনিক (অবঃ) মাহবুব
মানিকছড়ি, আর্মি ক্যাম্প, খাগড়াছড়ি
ও
শারাফত আলী,
মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তরঃ ক্ষতিকর কুকুর বা যেকোন হিংস্র প্রাণীকে ভয় দেখানোর জন্য প্রহার করা এমনকি হত্যা করাও জায়েয। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) শিকারী কুকুর, ছাগল পাহারাদার কুকুর ও বাড়ী পাহারাদার কুকুর ব্যতীত সকল কুকুরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১০১ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়, 'কুকুরের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যেসব কুকুর বাড়ীতে রাখা জায়েয আছে, সেসবের ক্ষেত্রে রহমতের ফেরেশতা বাড়ীতে প্রবেশে বাধা থাকে না।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭)ঃ পাঞ্জাবীর নীচে স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ইসহাক মুনশী
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাত জায়েয হওয়ার জন্য কাঁধের উপর কাপড় থাকা যরূরী। যেহেতু এখানে স্যাণ্ডো গেঞ্জির উপর পাঞ্জাবী রয়েছে, সেহেতু তাতে ছালাত জায়েয হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন এমন এক কাপড়ে ছালাত আদায় না করে, যার কোন অংশ তার কাঁধের উপরে নেই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৫ 'ছালাত' অধ্যায়)*। কিন্তু কেউ শুধুমাত্র স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হবে না। কারণ তাতে কাঁধ খোলা থাকে।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮)ঃ যিনি আযান দিবেন তিনি কখনই ইমামতি করতে পারবেন না। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-যিল্লুর রহমান
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ উক্ত মর্মে কোন দলীল নেই। ক্বিরাআতে পারদর্শী ব্যক্তিই ইমামতির প্রথম হক্বদার *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭, বুখারী, মিশকাত হা/১১২৬; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৮৮ পৃঃ)*। সুতরাং মুওয়াযযিনের মধ্যে ইমামতির গুণাবলী থাকলে ইমামতি করতে তার কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৯)ঃ মানুষের শরীরে বা কাপড়ে কুকুরের স্পর্শ লাগলে শরীর বা কাপড় অপবিত্র হবে কি?

-ফরহাদ হোসেন
তেজপুর, রতনগঞ্জ বাজার
কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তরঃ কুকুর মানুষের শরীর বা কাপড় স্পর্শ করলে বা যেকোন পবিত্র স্থানে যাতায়াত করলে তা অপবিত্র হয় না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদে কুকুর যাতায়াত করত। কিন্তু ছাহাবীগণ এজন্য পানি ছিটাতেন না বা ধৌত করতেন না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৪ 'অপবিত্রকে পবিত্রকরণ' অনুচ্ছেদ)*। তবে কুকুরের শরীরে নাপাকী থাকা অবস্থায় স্পর্শ করলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে *(দ্রঃ আগষ্ট ২০০৩ প্রশ্নোত্তর ২৬/৪১১)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৭০)ঃ (ক) ঝিনাইদহের আব্দুল সুবহান নামের এক পুলিশ কনেষ্টবলের কাছে দৈনিক হাযার হাযার লোক যাচ্ছে তাদের বিভিন্ন রোগ আরোগ্যের আশায়। দু'বছর পূর্বে রাজশাহী শহরের এক ষ্টুডিও মালিকের বাড়ীতে এক মহিলার নিকটে বিনা অস্ত্রে অপারেশন, ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি ও যাবতীয় দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির আশায় দৈনিক হাযার হাযার লোক জমা হ'ত ও তাদের কাছ থেকে হাযার হাযার টাকা লুটে নিত। এখন সব হাওয়া হয়ে গেছে। এসব স্থানে যাওয়ার শারঈ বিধান কি?

-শরীফা খাতুন
২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(খ) আমি গাছের শিকড় তাবীযের মধ্যে ঢুকিয়ে ৫০০ টাকা করে বিক্রি করি। এতে মানুষের উপকারও হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত হবে? যদি শরী'আত সম্মত না

হয়, তাহ'লে আমার করণীয় কি?

-ফরীদা বেগম
কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ এসব স্রেফ প্রতারণা, যা নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত কুরআনের আয়াত বা অন্য কিছু লিখে তাবীয তৈরী করা, ব্যবহার করা এবং এর বিনিময় গ্রহণ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ ৪/১৫৬ প্রভৃতি, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহা হা/৪৯২)*। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের ভূয়া ডাক্তারের কথা শোনা যাচ্ছে ও সেখানে মানুষের ঢল নামছে। মূলতঃ এগুলি 'শয়তানী আমল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২-৫৩ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অধ্যায়)*। শয়তান অনেক সময় এসব কাজে সহযোগিতা করে। যাতে মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানের অনুগামী হয় *(ফাৎহুল মাজীদ ১০৭ পৃঃ)*।

অবশ্য যদি কুরআন পড়ে ফুঁক দেয় ও তাতে রোগ ভাল হয় এবং তার বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করে, তবে সেটা জায়েয আছে *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৯০২)*। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি অসুখের প্রতিষেধক (ঔষধ) সৃষ্টি করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১৪ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং ঐসব ভূয়া কবিরাজী ও তাবীযের আশ্রয় না নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশমতে বৈধ চিকিৎসা গ্রহণ করাই হ'ল শরী'আতের বিধান।

প্রশ্নঃ (৩১/৭১)ঃ মরা গরুর চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করা এবং উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংসারে খরচ করা যাবে কি?

-মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ গরু, মহিষ, বকরী, ভেড়া ইত্যাদি হালাল পশু মারা গেলেও তার চামড়া দ্বারা ফায়েদা গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (আমার খালা) উম্মুল মুমেনীন মায়মূনার আযাদ করা বাঁদীকে একটি বকরী দান করা হ'লে পরে সেটা মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন, কেন তোমরা এর চামড়া ছাড়িয়ে নিলে না? অতঃপর এটা দিয়ে ফায়েদা উঠালে না? উত্তরে তারা বলল, এটা যে মৃত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, একে ভক্ষণ করাই কেবল হারাম করা হয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। চামড়া লবণ দিয়ে 'দাবাগত' করলে তা পাক হয়ে যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর গোশত খাওয়া হারাম। কিন্তু চামড়া, দাঁত, হাড়, চুল, পশম হালাল *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪ পৃঃ 'নাপাকী' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তি 'চামড়া দ্বারা তোমরা কেন ফায়েদা উঠালে না' কথাটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। সুতরাং চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে খাদ্যসহ সংসারের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা যাবে।

প্রশ্নঃ (৩২/৭২)ঃ জানাযা ছালাত শেষে শুধু ডাইনে সালাম ফিরানো কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-আতাউর রহমান
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জানাযার ছালাত শেষে শুধু ডাইনে সালাম ফিরানোর কথাও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৫৮-৬০ 'যে ব্যক্তি একটিমাত্র সালাম ফিরাবে' অনুচ্ছেদ; বায়হাক্বী ৪/৪৩, সনদ হাসান; ছালাতুর রাসূল ১১৬ পৃঃ)*।

অনুরূপভাবে জানাযার ছালাতে ডানে ও বামে সালাম ফিরানোর ছহীহ হাদীছও রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ৩টি বৈশিষ্ট্য ছিল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে জানাযার সালাম ছালাতের সালামের ন্যায়'। অর্থাৎ ছালাতে যেভাবে দু'দিকে সালাম ফিরাতেন ঠিক জানাযার ছালাতেও তেমনি দু'দিকে সালাম ফিরাতেন *(বায়হাক্বী ৪/৪৩, সনদ হাসান; যাদুল মা'আদ ১/৪৯০-৪৯১)*। সুতরাং উভয় পদ্ধতিই জায়েয আছে।

প্রশ্নঃ (৩৩/৭৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেন, জুম'আর ছালাত শেষে দান সংগ্রহের জন্য যে কৌটা চালু করা হয়, তা সম্পূর্ণ বিদ'আত। তার এ বক্তব্য কি সঠিক?

-মুখলেছুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দূর্গাপুর উত্তরপাড়া, শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা জুম'আর দিন সহ অন্য যেকোন দিনে ছালাত শেষে কৌটা বা অন্য যেকোন পদ্ধতিতে দান সংগ্রহ জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছালাত শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর উপস্থিত সকল ছাহাবীকে দান করার আহ্বান জানান। এমনকি একটি খেজুরের খোসা হ'লেও দান করতে বলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ 'ইল্ম' অধ্যায়)*। তবে খুৎবার আগে বা খুৎবা চলা অবস্থায় এগুলি জায়েয নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৭৪)ঃ রূহ ফুঁকার আগে মাতৃগর্ভে সন্তানের মাংসপিণ্ড নষ্ট করলে কতটুকু অপরাধ হবে?

-শহীদুল ইসলাম
মানিকনগর, কেশরগঞ্জ
মুজীবনগর, মেহেরপুর।

উত্তরঃ এটি হত্যার পর্যায়ে পড়বে না। তবে যদি উদ্দেশ্য দরিদ্রতার ভয় হয়, তবে তা নিষিদ্ধ হবে এবং ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে। আর যদি স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত কারণে হয়, তবে জায়েয হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা কর না। আমি তাদের ও তোমাদের রূযী দান করে থাকি' *(বনী ইসরাঈল ৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরীরে মশা-মাছি বসা নিষিদ্ধ ছিল, তাঁর কোন ছায়া ছিল না। এসব কথা কি সত্য?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পন্ন লোকেরা এ সমস্ত কথা বলে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন মানুষ ছিলেন। মানুষ যেমন বিভিন্ন সমস্যা ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় তেমনি তিনিও হ'তেন। সে সময়ের লোকেরা নবীদের লক্ষ্য করে বলত, 'তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও' *(ইবরাহীম ১০)*। তারা বলত, 'এ কেমন রাসূল যে, খাদ্য গ্রহণ করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? *(ফুরক্বান ৭)*।

রাসূল তাদের উত্তরে বলতেন, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র' *(কাহফ ১১০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, (নবী) অন্য কিছুই নয়, বরং তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যা খাও সেও তা খায়, তোমরা যা পান কর সেও তা পান করে' *(মুমিনূন ৩৩)*। সুতরাং তাঁর শরীরে মশা-মাছি বসা এবং তাঁর দেহের ছবি থাকা নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক।

প্রশ্নঃ (৩৬/৭৬)ঃ জনৈকা লেখিকা তার 'স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য বা মিলনতত্ত্ব' বইয়ে বিভিন্ন দিনে ও রাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কারণে সন্তানও বিভিন্ন স্বভাবের হয়' বলেছেন। আসলে এগুলির কি কোন ভিত্তি আছে?

মুহাম্মাদ সবুজ
পাচুড়িয়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ এগুলি সব ভিত্তিহীন কথা। আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সন্তান সৃষ্টি করেন *(আলে ইমরান ৪৭ প্রভৃতি)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৭৭)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন, বিনা ওযরে জুম'আর ছালাত ছেড়ে দিলে এক দীনার স্বর্ণ কাফফারা দিতে হবে। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-হাদী
পাঁচরুখী মাদরাসা
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি 'যঈফ' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/১৩৭৪ 'ছালাত' অধ্যায়, 'জুম'আ ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৩৩; যঈফ নাসাঈ হা/৭৫; যঈফ আবুদাউদ হা/২৩১)*। অত্র হাদীছে কুদামা ইবনে ওয়াবরাহ নামক জনৈক 'অজ্ঞাত' রাবী আছেন *(মিশকাত, তাহক্বীক্ব আলবানী ১/৪৩৪ পৃঃ টীকা-২)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৭৮)ঃ আমার এক প্রতিবেশী তার কন্যার বিয়ে উপলক্ষে উচ্চ সূদে ঋণ করেছিলেন। তারা তাদের আয়ের সিংহভাগই বর্তমানে সূদের টাকা পরিশোধে ব্যয় করছেন। এখন উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য তারা আর্থিক সাহায্য চাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে তাকে অর্থ সাহায্য করা কি শরী'আত সম্মত হবে?

-নাজমা আখতার
৪২৫৪ ওয়েষ্ট-নর্থ গেইট ড্রাইভ
এপার্টমেন্ট নং ২৯৬, আরভিং
টেক্সাস-৭৫০৬২, আমেরিকা।

উত্তরঃ সূদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এক্ষণে যদি তিনি বাধ্যগত অবস্থায় এটি করে থাকেন এবং যদি তা পরিশোধের কোন উপায় না থাকে, তাহ'লে ঋণগ্রস্ত হিসাবে তাকে যাকাতের অর্থ থেকে বা সাধারণ ছাদাক্বা থেকে দান করা যাবে এই শর্তে যে, তিনি পরবর্তীতে আর কখনো ঐ গোনাহে লিপ্ত হবেন না' *(দ্রঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৬৯ 'যাকাত বন্টনের খাত সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৭৯)ঃ জনৈক ইমাম নিম্নের হাদীছ দ্বারা মসজিদে শোয়া হারাম বলেন, সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি মসজিদে শুয়েছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে একটি কংকর মারল। জেগে দেখি তিনি ওমর (রাঃ)। তখন তিনি আমাকে বললেন, যাও ঐ দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি তাদেরকে তাঁর নিকট নিয়ে আসলাম। ওমর (রাঃ) তাদের বললেন, তোমরা কোন গোত্রের লোক কিংবা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা ত্বায়েফের লোক। ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা মদীনার লোক হ'তে তবে আমি তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে তোমাদের স্বর উচ্চ করছ (বুখারী, মিশকাত হা/৭৪৪ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)। বিষয়টি জানতে চাই।

-নওশাদ
মুশরীভুজা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম ভুল বুঝেছেন। অত্র হাদীছে বরং মসজিদে শোয়া প্রমাণ হয়। কারণ মসজিদে শুয়ে থাকার জন্য নয়, বরং মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার জন্য ওমর (রাঃ) তাদের কঠোর শাস্তির কথা বলেছেন। এ হাদীছ ব্যতীত মসজিদে শুয়ে থাকার জন্য আরও অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৪০/৮০)ঃ মসজিদে মাইক নেই। যার ফলে আমাদের মুওয়াযযিন পার্শ্বের পাকা বাড়ীর ছাদ হ'তে আযান দেন, যাতে মানুষ আযান শুনতে পায়। এতে বাড়ীওয়ালারও অনুমতি রয়েছে। মসজিদের জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় আযান দেওয়া ঠিক হচ্ছে কি?

-সুলতান আহমাদ
আমনুরা রেলষ্টেশন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আযানের ধ্বনি দূরে পাঠানোর উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যে কোন উঁচু স্থান হ'তে আযান দেওয়া জায়েয আছে। বেলাল (রাঃ) মসজিদে নববীর পার্শ্বে নাজ্জার বংশের একজন মহিলার বাড়ীর ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। কেননা তার বাড়ী মসজিদের পার্শ্বের অন্যান্য বাড়ী থেকে উঁচু ছিল *(আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/২২৯)*।

Contents

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص و نستضئ من أضواء الكتاب و السنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة و التابعين و من تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين .

٢- نتبع تعاليم الوحى الختامى فى حياتنا الدينية و الدنيوية .

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء .

٤- نخدم قومنا بإنجاز المشاريع الخيرية الإسلامية و نوصل دعوة الدين الخالص إلى كافة الناس عن طريق استخدام أحدث الأساليب الإعلامية .

٥- نجاهد جماعيا فى إقامة المجتمع الإسلامى الخالص و نضحى فى سبيل الله أنفسنا و أموالنا التى أعطانا الله إياها .

لتحقيق هذه الدعوة السلفية نرجو من الأخوات والإخوة المحسنين توجيهات رشيدة و مساعدات معنوية، وفقنا الله جميعا وهو الموفق -

الداعية إلى الخير:
أهل حديث أندولن بنغلاديش
(جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش)

A/C: AHLE HADEETH ANDOLON KENDRIO BAITUL MAL FUND.
PLSDA: 3245. ISLAMI BANK, RAJSHAHI BRANCH
RAJSHAHI, BANGLADESH.

দানশীল মুমিন ভাই ও বোনেরা লক্ষ্য করুন!

- আপনি কি জাতীয় কল্যাণে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বই বা পুস্তিকা নিজ খরচে কিনে বা ছাপিয়ে ফ্রি বিলি করে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে চান? 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর বই, সিডি ও ক্যাসেটগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখুন। আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর কৃত গুরুত্বপূর্ণ থিসিস (৫৩৮ পৃঃ) গ্রন্থটি সহ অন্যান্য বই মিলে একটি 'গিফট প্যাকেট' মাত্র ৩০০/= টাকায় খরিদ করে বন্ধু মহলে উপহার দিন।
- আপনি কি সংগঠনের কুরআন, হাদীছ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বই অনুবাদ প্রকল্পে, ইমাম প্রকল্পে, ইয়াতীম ফাণ্ডে, গরীব ছাত্রদের জন্য লিল্লাহ বোর্ডিং ফাণ্ডে দান করতে চান? আপনার সকল প্রকার দানের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড' দুয়ার উন্মুক্ত করে রেখেছে। আপনার সমস্ত যাকাত, ওশর, ফিৎরা, কুরবানী ইত্যাদির অন্ততঃ সিকি অংশ স্থানীয় 'আন্দোলন'-এর শাখায় জমা করুন অথবা আমাদের কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে সরাসরি পাঠিয়ে আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন।
- আপনি কি কলমী জিহাদে শরীক হ'তে চান? আসন্ন রামাযান উপলক্ষে আপনার যাকাত, ওশর, ফিৎরা ও অন্যান্য দানের একটি বিশেষ অংশ 'আত-তাহরীক'-কে প্রদান করুন। ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর গ্রাহক হউন ও গ্রাহক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কলমী জিহাদে অংশ নিন।
- গ্রামে গ্রামে খৃষ্টান এনজিওরা তাদের প্রতিষ্ঠিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের মাত্র ৫০০/= টাকা মাসোহারা দিয়ে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের ঈমান খরিদ করে নিচ্ছে। আমরা কি পারি না এদের বিপরীতে গ্রামে গ্রামে অন্ততঃপক্ষে একটা করে 'মক্তব' খুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কমপক্ষে ৫০০/= টাকা মাসোহারা দিয়ে পাল্টা কোন ব্যবস্থা নিতে? এজন্য মসজিদের ইমামগণকে আমরা কাজে লাগাতে চাই। সংগঠনের 'ইমাম প্রকল্পে' আপনার প্রদত্ত বার্ষিক ৬০০০/= টাকা একজন গরীব ইমামকে শুধু নয়, একটি গ্রামের দ্বীন ও ঈমান সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারে। আসুন! আমরা সংগঠনের বায়তুল মাল ফাণ্ডে উক্ত খাতে দান করি।

অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক

আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড
সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩২৪৫
ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসায়েন
সম্পাদক

মাসিক আত-তাহরীক
হিসাব নং এস,এন,ডি. ১১৫
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।